বঙ্গদেশের বৈশ্যবর্ণ

(হিন্দুজাতিসমূহের শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক গবেষণামূলক গ্রন্থ)

A Historical Research on Baishyas of Bengal.

গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠ-পোষিত এবং শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ প্রতিষ্ঠিত 'গ্রামের ডাক' নামক বাংলা মাসিক পত্রিকা, 'ইণ্ডিয়া-সোসাইটী অফ ইঞ্জিনীয়ারস্' নামক ইংরাজী মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি সমূহের লেখক, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্য, এবং "বৈশ্য-সচ্চাষী সমাজ" নামক পুস্তক-প্রণেতা

শ্রীবিভূতিভূষণ মণ্ডল, বি এস্‌সি, এম্-এ-এ

(এন্-সি-ই, বেঙ্গল), এ-এম্-আই-এস্-ই,।

প্রণীত।

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং কোং

২৭।১এ. কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মূল্য পাঁচসিকা মাত্র।

Presented To "The Baghbazar Reading Room & Library"

এই গ্রন্থখানি আমি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম।

"বৌদ্ধ-যুগের বঙ্গদেশের নাগর অর্থাৎ পতিত ব্রাহ্মণেরাই সৎচাষী" ('বৃহৎবঙ্গ'—সন ১৩৪১)

—স্বর্গীয় রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন, ডি-লিট্

সূচী-পত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভ্রম-সংশোধন

স্থান	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অবতরণিকা ।/০ পৃষ্ঠা	চিরস্মরণীয়	চিরস্মরণীয়া
১ পৃষ্ঠা	ইঁহাদের	ইহাদের
৩ ,,	হইয়াছে	হইয়াছেন
৩ ,,	২৭ পৃষ্ঠায়	২৯ পৃষ্ঠায়
২৭ ,,	তার পর দিবসে	অপর দিবসে
৩৪ ,,	৮ম পৃষ্ঠায়	১৩ পৃষ্ঠায়
৩৬ ,,	করিতেছে	করিতেছেন
৩৮ ,,	যায়	যার
৩৮ ,,	প্রথা	প্রথায়
৪৩ ,,	F. A. S.	F. A. B. S.
৫২ ,,	পঞ্চ দ্রাবিডী	পঞ্চ দ্রাবিড়ী
৬৭ ,,	ধন্বন্তরী, সেন, মৌদ্গল্য, দাশ, শক্তি, সেন	ধন্বন্তরীসেন, মৌদ্গল্যদাশ, শক্তিসেন
৬৯ ,,	৩৪ পৃষ্ঠায়	৬৬ পৃষ্ঠায়
৭১ ,,	থাকিবে	থাকিবেন
৭২ ,,	সচ্চাসী	সচ্চাষী
৭৫ ,,	১১ পৃষ্ঠায়	৩৮, ৩৯ পৃষ্ঠায় ।
৭৯ ,,	প্রঞ্ত	প্রকৃত
৮১ ,,	বর্ণশঙ্কর	বর্ণসঙ্কর
৮৩ ,,	দক্ষিণাঞ্চলে	দক্ষিণাঞ্চলের
৮৪ ,,	অলেচনা	আলোচনা
৮৭ ,,	শঙ্করীকরণ	সঙ্করীকরণ

অবতরণিকা

আমার ঠাকুরের অনন্ত কৃপায় ও ইচ্ছায় দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল-ব্যাপী (ইং ১৯৩৫ সাল হইতে) গবেষণার ফলে, এই ইতিহাসখানি রচনা করিতে সমর্থ হইলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে ইং ১৯৩৯ সালের, বঙ্গাব্দ ১৩৪৬ সালের বৈশ্যবর্ণের প্রকৃত সচ্চাষী জাতীয় সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনের ফলে ১২ই ভাদ্র ১৩৪৬ সাল ইং ১৯৩৯ সাল তারিখে আমার গবেষণার কিয়ৎ অংশমাত্র "হুগলী নদীর অর্থাৎ গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ "বৈশ্য-সচ্চাষী সমাজ" নামক পুস্তিকাখানি প্রবন্ধরূপে প্রকাশ কবিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এই প্রবন্ধখানির জন্য যে সমস্ত বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমার ঠাকুরের কৃপায় সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আশা করি, উক্ত প্রবন্ধখানি বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী সমাজের ব্যক্তিবর্গের নিকট সমাজ-সংস্কারকরূপে আদৃত ও রক্ষিত হইয়া থাকিবে।

সাধারণ মানুষের জন্ম-মৃত্যু নিজ করতলগত নহে। কাহারও বহু সন্তান, কাহারও ২।১টী সন্তান, আবার কেহবা নিঃসন্তান ; সুতরাং নিজ সংসারের মধ্যে মানুষের যখন বংশবৃদ্ধি বা বংশরক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই, তখন সে মানুষের 'জাতিবৃদ্ধি'র কামনা প্রকাশ করাটা শোভা পায় না। সৃষ্টি করিবার কর্ত্তা শ্রীভগবান এবং রক্ষা কর্ত্তাও শ্রীভগবান ; সেইজন্য প্রবাদ আছে, "রাখে কৃষ্ণ, মারে কে ? আর মারে কৃষ্ণ, রাখে কে ?" তবে আমি কাহারও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে অন্তরায় নহি ;

কারণ শাস্ত্রেই আছে (গীতা ১৮অঃ—৩২ শ্লোক) ঃ— শ্রীভগবান বলিতেছেন, "হে পার্থ (অর্জ্জুন)! যে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে, সকল বিষয়কে বিপরীত ভাবে গ্রহণ করে, অজ্ঞানাবৃত সেই বুদ্ধি (বা অন্তঃকরণ) তামসী"।

স্কন্দ-পুরাণম্—বিষ্ণুখণ্ড—বৈশাখমাসমাহাত্ম্যম্—২২অঃ

"কলির লোকের মনে এক, বাক্যে আর এক, এবং কার্য্যে তাহার বিপরীত। কলিকালে হীন মানবগণই পূজিত হয়, উত্তম মানবগণ পূজিত হন না। কলির গুণহীন মানব অন্য সকলেরই দোষানুসন্ধান করিবে"।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী বি-এ, কবিরত্ন মহাশয় বলেন, "শাস্ত্রে আছে -মানুষের কর্ম্মানুসারেই বর্ণ, জন্মানুসারে বর্ণ নহে। জন্মানুসারে যে কোন বর্ণ হইলেও, কর্ম্মদ্বারা মানুষ উচ্চতর বর্ণে নীত হইতে পারেন—যেমন বিশ্বামিত্র। শ্রীরঘুনাথ দাস মহাশয় জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু ধর্ম্মজীবনে আবাল্য ব্রহ্মচারী ও উন্নতজীবন ছিলেন এবং বৈষ্ণব জগতে ছয় গোস্বামীর মধ্যে একজন স্বীকৃত হইয়াছিলেন ইহাও সর্ব্বজন বিদিত"।

সেইরূপ সৎগুণসম্পন্ন ব্যক্তি যদি নীচ, অস্পৃশ্য বা অন্ত্যজ জাতীয়ও হন তাহা হইলেও তিনি শ্রদ্ধার পাত্র, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; শাস্ত্রেও আছে,—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ। অর্থাৎ হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি যদি নীচ চণ্ডাল জাতীয়ও হন, তাহা হইলে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি যদি কোন ব্রাহ্মণকে স্বজাতীয় বলিয়া দাবী করেন এবং তাঁহার সহিত সামাজিক মিলনে উদ্যত হন তাহা হইলে ইহা কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ ইহাতে বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করা হয় ; সুতরাং ইহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য।

শাস্ত্রেই আছে,—মহাভারতম্—শান্তি ১৬৫ অঃ—৩৩ শ্লোক—"বৈশ্যজাতি বর্ণসঙ্কর-নিবারণ-বিষয়ে, গো (বেদ), ব্রাহ্মণ-হিতের জন্য এবং আপনার পরিত্রাণার্থ শস্ত্র গ্রহণ করিবে"।

হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা, উত্থানের পথ প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা পণ্ডিতবর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য (দেবশর্ম্মা) মহোদয়ও বলেন "আমাদের ব্রাহ্মণ-সমাজ যেমন রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ইত্যাদি সম্প্রদায় বা শাখায় বিভক্ত আছেন এবং উপস্থিত ইহাদের পরস্পর সামাজিক আদান প্রদান না থাকিলেও যদি ভবিষ্যতে ইহার প্রচলন হয়, তাহা হইলে এরূপ কার্য্যে ব্রাহ্মণ সমাজ কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ যে হইবে না তাহা স্থির নিশ্চিত। কিন্তু বঙ্গদেশের প্রকৃত সচ্চাষী যখন বৈশ্যবর্ণভুক্ত এবং এই জাতীয় সমাজ যখন উক্ত প্রকার কোনরূপ সম্প্রদায় বা শাখাদ্বারা বিভক্ত নহেন, তখন রজক প্রভৃতি শূদ্রবর্ণের নিম্ন শ্রেণীভুক্ত জাতির সৃষ্ট সচ্চাষী-নামধারী "নকল সচ্চাষী"র সহিত ইহার মিলন বা সংশ্রব পর্য্যন্ত—কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ ইহাতে "প্রকৃত সচ্চাষী"র বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নষ্ট হইবার সম্ভাবনা"।

'বিনয়ই বিদ্বানের শোভা'—সত্য বটে ইহা শাস্ত্রের কথা। কিন্তু অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা, হাঁড়ি—মুচি—ডোম—রজক প্রভৃতি তুল্য শূদ্রের নিম্ন জাতীয় সচ্চাষী-নামধেয় নকল সচ্চাষীজাতিকে প্রকৃত অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী বলিয়া স্বীকার করা, অন্যায় ও অশাস্ত্রীয় কার্য্যে স্বজাতীয়গণকে উৎসাহ বা প্ররোচনা দান করা, নিজ জ্ঞানবুদ্ধি হারাইয়া তোষামদপ্রিয় হওয়া এবং তোষামদকারীদিগকে দমন না করিয়া বরং তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাহাদিগের যুক্তি সমর্থন করা প্রভৃতি

অশাস্ত্রীয় ধরণের কার্য্যসমূহ কুত্রাপিও পরিদৃষ্ট হয় না। বরং শাস্ত্রে আছে,—পদ্মপুরাণম্—ক্রিয়াযোগসারঃ—১ম অঃ—১৮ শ্লোকঃ—"যে ব্যক্তি এ সংসারে অপরকে জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, দেখা যায়—জ্ঞানরূপী হরি তাহার প্রতি যেন প্রসন্ন হইয়াই থাকেন"। উপনিষৎ—মুণ্ডকোপনিষৎ—৩য় মুণ্ডকে—১মঃ খণ্ড—৬ শ্লোক।

"সত্যেরই জয় হয়—মিথ্যার জয় হয় না"।

শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবও মাটীর মানুষ ছিলেন অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ-জয়ী পুরুষ ছিলেন কিন্তু নিজ বয়োজ্যেষ্ঠ দীক্ষাগুরু কেশব-ভারতীর অশাস্ত্রীয় বা ভ্রান্ত ধারণার জন্য যে কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল তাহা প্রসিদ্ধ (অমিয় নিমাই চরিত —শ্রীশিশির কুমার ঘোষ প্রণীত)।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী বি-এ, কবিরত্ন মহাশয় বলেন "জাতির গৌরব জাতীয় ব্যক্তিবৃন্দ দ্বারাই রক্ষিত হয়, অপরে ইহার জন্য কিছুমাত্র দায়ী নহেন"।

২৮শে শ্রাবণ ১৩৪৬ সাল, কলিকাতা সিম্‌লা নিবাসী ৵শ্রদ্ধেয় মতিলাল মণ্ডল মহাশয়ের ৭নং মধুরায় লেনস্থ ভবনে জাতীয় সভায় "বাংলা দেশের সর্ব্বস্থানের সচ্চাষী বা সচ্চাষী বলিয়া পরিচয় দেন এরূপ ব্যক্তিবর্গ সকলে মিলিত হউক" এই স্থিরকৃত মতটী আমার এই গবেষণার ফলে মূল্যহীন হইবে; অতএব আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, স্বজাতীয় ব্যক্তিবৃন্দ কর্ত্তৃক উহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইবে।

এই ইতিহাসখানির গবেষণাকালে, বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতীয় কলিকাতা-বরাহনগর নিবাসী মাননীয় শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ পাইক মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা এবং মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ পাইক এম্-বি, মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী

অবতরণিকা

ক্ষেত্রমণি মণ্ডল মহাশয়ার আন্তরিক উৎসাহ ও সহায়তা-দান উল্লেখযোগ্য। ইনি এই গ্রন্থখানির সহিত চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

এই অল্পপরিসর গ্রন্থে যে কেবলমাত্র বৈশ্যবর্ণ সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক আলোচনা করা হইয়াছে তাহা নহে, হিন্দু-সমাজান্তর্গত বিভিন্ন বর্ণ বা সম্প্রদায়ের প্রয়োজনানুযায়ী উৎপত্তি-কাহিনী, রীতি-নীতি, সমাজ-পদ্ধতি, বিবাহ-পদ্ধতি, প্রভৃতির সন্নিবেশ করা হইয়াছে; সুতরাং জাতি-নির্ব্বিশেষে হিন্দু-সমাজ যদি এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ উপকৃত হন তাহা হইলে আমার দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার এবং লেখনী-ধারণের সার্থকতা অনুভব করিব। মুদ্রণকালে ইহার সংশোধন-কার্য্যে কলিকাতা, সিম্‌লা নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের আন্তরিক সহায়তা-দানের জন্য আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম। এই গ্রন্থে যদি কোন ভুল বা ভ্রান্তিমূলক রচনার সমাবেশ হইয়া থাকে, সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ দয়া করিয়া তাহা আমাকে জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

আমার এই গবেষণা অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রকৃত অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতির এবং জাতীয় খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ "২৪ পরগণা জেলার ইতিহাসে" বর্ণিত থাকিবে।

বিনীত

গ্রন্থকার।

হিন্দু-মহাসভার ও নবদ্বীপ পুরাণ্‌-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি
এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহঃ সভাপতি ও
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাননীয় ডক্টর

শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

এম-এ, ডি-লিট্‌ মহাশয় লিখিতেছেন ঃ

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মণ্ডল, বি-এস্‌সি, এম্‌-এ-এ মহাশয় "বঙ্গদেশের বৈশ্যবর্ণ" নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন,,তাহার পাণ্ডুলিপি আমি দেখিয়াছি। এই পুস্তকে বঙ্গদেশের কৃষিজীবী সৎচাষী জাতি যে শাস্ত্র-বর্ণিত আর্য্য বৈশ্যজাতি, তাহা তিনি প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সৎচাষী জাতির বিবাহ ও অন্য অনুষ্ঠানে এমন কতকগুলি রীতি পালিত হয় যদ্দ্বারা এই জাতি যে স্মরণাতীত কাল হইতে কৃষির ন্যায় শুদ্ধ ও উন্নত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। শাস্ত্র-বর্ণিত চারিটী বর্ণের মূলে ঐতিহাসিক ভিত্তি কতটা, তাহা অবশ্য আধুনিক নৃতত্ত্ব-বিদ্যার সাহায্যে বিচার করা যায়; এবং আমার মনে হয়, সেইরূপ "বৈজ্ঞানিক" অর্থাৎ ঐতিহাসিক পারমূর্থময় যুক্তিতর্কানুমোদিত আলোচনা এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই —অন্ততঃ এদেশে সাধারণ্যে হয় নাই। বিভূতিবাবু সে পথে চলেন নাই—বৈজ্ঞানিক নৃতত্ত্বের কণ্টক-সমাকীর্ণ পথ না ধরিয়া তিনি শাস্ত্র-বিচারের প্রশস্ত রাজমার্গ ধরিয়া চলিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশের (প্রকৃত) সৎচাষী জাতি তাঁহার পুস্তক পাঠে যদি নিজ বৈশ্যত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া আত্মমর্য্যাদা লাভ করেন এবং জাতীয় বৃত্তি আরও নিবিড়ভাবে গ্রহণ করিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজের কল্যাণে তৎপর হন, ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা আর কিছুই হইবে না। এই কার্য্যে সহায়তা করিলে, বিভূতিবাবুর মত উচ্চশিক্ষিত, উৎসাহী, অনুসন্ধিৎসু এবং স্বজাতির সম্বন্ধে সত্য-

মর্য্যাদা-বোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত যুবকের লেখনী-ধারণ সার্থক হইবে। ভারতবর্ষে এখন ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া তাবৎ শুদ্ধ বা মিশ্রবর্ণের মধ্যে কতটা আর্য্য-রক্ত আছে, কতটাই বা অনার্য্য-রক্ত আছে তাহার বিচার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু কৃষির মত পবিত্র জন-পালক বৃত্তি যাঁহারা পালন করেন, তাঁহাদের বৈশ্যত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। বিভূতিবাবুর সদুদ্দেশ্য সাধিত হউক, ইহাই কামনা করি। ইতি—২২শে জ্যৈষ্ঠ, সংবৎ ১৯৯৭, বঙ্গাব্দ ১৩৪৭।

"হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা" নামক গ্রন্থাবলীর সুপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক এবং "উত্থানের পথ" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা এবং গভর্ণমেণ্টের চতুস্পাঠীর অধ্যক্ষ পণ্ডিতবর শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন (দেবশর্ম্মা)

মহাশয়ের অভিমত ঃ

কলিকাতা-কাশীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মণ্ডল, বি-এস্‌সি, এম্-এ-এ (এন্-সি-ই, বেঙ্গল), এ-এম্-আই-এস্-ই, মহাশয়ের লিখিত "বঙ্গদেশের বৈশ্যবর্ণ" নামক পুস্তকের পাণ্ডু-লিপি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। ইনি বহু প্রাচীন ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ ও গবেষণা করিয়া "সচ্চাষী বা চাষাধব" জাতি যে বৈশ্যবর্ণ এবং তাঁহার সহিত বাংলার অপর জাতিসমূহের বিশেষতঃ ধোপা প্রভৃতির তুল্য নিম্ন জাতিবর্গের সৃষ্ট সচ্চাষী-নামধারী নকল সচ্চাষী-জাতির যে বহুল পার্থক্য আছে তাহা বহুপ্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

আমরাও তাঁহার ঐ মত অনুমোদন করিতেছি। কারণ,

অবতরণিকা

"রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটৌ বরুড় এব চ"—ইত্যাদি স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত বচনেই বুঝা যায় যে, প্রকৃত সচ্চাষী জাতি রজক-সমপর্য্যায়ভুক্ত জাতি আদৌ নহেন। উঁহারা অনেক উচ্চ শ্রেণীভুক্ত বৈশ্য জাতি হইতেছেন।

পুনশ্চ, 'ধব' শব্দে পতিকে বুঝায়,—যেমন বিগত ধবকে বিধবা বলে আর সৎ অর্থেও শ্রেষ্ঠ বুঝায়; অতএব, ইঁহারা দ্বিজবংশ এবং বৈশ্যবর্ণ।

"ধব" শব্দটী বুঝিবার ভুলে অপভ্রংশ হইয়া "চাষাধোবা" বা "চাষাধোপা" হইয়াছে; এই প্রকার ভ্রম সমাজের পক্ষে অতীব অন্যায় এবং দুঃখের বিষয় বলা যায়। অপর—"মহাকুল-কুলীনার্য্যঃ সভ্য সজ্জন সাধবঃ"। 'অমর কোষে' "আর্য্য" শব্দ সমপর্য্যায়ভুক্ত "সাধু" শব্দটী দেখা যায়। এই সাধু শব্দের অপভ্রংশ "সাউ"—সেইজন্য "সাউ" উপাধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আর্য্যবংশ-সম্ভূত জাতি, তাঁহারা অনার্য্য জাতীয় শূদ্র নহেন, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। প্রকৃত বা বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতির মধ্যেও "সাউ" উপাধি দেখিতে পাই; উপরন্তু এই জাতির বৈশ্যবর্ণের দাবী বা নিদর্শনস্বরূপ বিবাহাদি ধর্ম্ম-কার্য্যের যে কৃষিকার্য্যের সংস্কারটী রহিয়াছে, তাহা বঙ্গদেশে অতুলনীয়। বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও স্বনামধন্য ৺পতিতপাবন সাউ মহাশয় এই জাতীয় লোক ছিলেন সুতরাং এই জাতি কেবল সুদক্ষ কৃষক নহেন—সুদক্ষ ব্যবসায়ীও বটে। অতএব প্রকৃত সচ্চাষী জাতিই বঙ্গদেশের বৈশ্যজাতি। ইঁহাদের সহিত নকল সচ্চাষী জাতির কোন প্রকার সম্বন্ধ আমরা দেখিতে পাই না। বল্লালের জাতি-নির্ব্বাচন সময়ে বঙ্গদেশে এই বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতি সংখ্যাল্পতাহেতু উন্নত হইতে পারেন নাই।

নমঃ শ্রীগুরবে নমঃ

বঙ্গদেশের বৈশ্যবর্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই ইতিহাসখানি রচনা করিবার সময় যে সমস্ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও সদ্‌গোপ্ জাতীয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের ও বন্ধুবর্গের আন্তরিক উৎসাহ পাইয়াছিলাম, তাঁহাদিগের সকলকেই সানন্দে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং ইহার জন্য যে সমস্ত পুস্তক ও গ্রন্থসমূহের সাহায্য ও পাঠের আবশ্যক হইয়াছিল তাহাদিগের নামের তালিকা ইহার শেষ অংশে দেওয়া হইয়াছে। রচনা প্রসঙ্গে ইহাতে যে সমস্ত ন্যায় অথচ কটু উক্তির প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, আশা করি তাহার জন্য সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ আমার ক্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

এখন যেমন গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক (সোনার বেনে), তাম্বুলী-বণিক, শঙ্খবণিক (শাঁখারী), কংসবণিক (কাঁসারী), মোদক (ময়রা), সাহা (শৌণ্ডিক বা শুঁড়ী), সদ্‌গোপ্, চাষী কৈবর্ত্ত, গোপ (গোয়ালা), তন্তুবায় (তাঁতি), সভাসুন্দর (রজক বা ধোপা) ইত্যাদি জাতিসমূহ বৈশ্য বলিয়া দাবী করিতেছেন বা পরিচয় দিতেছেন, তখন ইঁহাদের এই দাবীর বিচার হিন্দু-সমাজের নেতৃবর্গ করিবেন।

তবে আমার গবেষণার ফলস্বরূপ আমি বলিতে বাধ্য হইলাম যে, প্রাচীন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের জন্য শূদ্রবর্ণের মধ্যে উক্ত জাতিসমূহের গঠন হইয়াছিল, ইহার নিদর্শন প্রাচীন

শাস্ত্র সমূহে এবং আধুনিক সামাজিক পুস্তকগুলিতেও রহিয়াছে এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ এস্থলে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলাম। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "হিন্দু-সমাজের ইতিহাস", ১৯৩৩ সাল, ৩৯০ পৃষ্ঠায় আছে, "শূদ্র একটী সাধারণ শব্দ, বৈদিক অথবা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের যাহারা বহির্ভূত (মুষ্টিমেয় নবসৃষ্ট ক্ষত্রিয়, অথবা বৈশ্য বাদ দিলে) তাহাদের সকলের নাম শূদ্র হইল, ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং বৃত্তিভেদে তাহারা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইল, পরে এই সকল বিভাগের নাম হইল জাতি"।

মহাভারতম্—শান্তি—২৯৪ অঃ—৪ শ্লোক ঃ—

বাণিজ্যং পাশুপাল্যঞ্চ তথা শিল্পোপজীবনম্।
শূদ্রস্যাপি বিধীয়ন্তে যদা বৃত্তির্নজায়তে॥

অর্থাৎ "স্বধর্ম্মে থাকিয়া জীবিকালাভে অসমর্থ শূদ্রের পক্ষে বাণিজ্য, পশুপালন ও শিল্পকর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ বিহিত হয়"।

উল্লিখিত শাস্ত্রের বচন হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, বাণিজ্যে ও পশুপালনে অর্থাৎ গোপালনে শূদ্রেরও অধিকার আছে। পশুপালন অর্থে বিশেষতঃ গোপালন বুঝায়, কারণ গোধন হিন্দুর অতীব আদরণীয় পশু (পদ্মপুরাণম্—সৃষ্টিখণ্ডম্—৪৮অঃ—১২২ শ্লোক—"বিচারে ব্রাহ্মণো মুখ্যো নৃণাং গাবঃ পশৌ তথা" অর্থাৎ বিচার করিয়া দেখিলে, ব্রাহ্মণ যেমন মনুষ্য মধ্যে মুখ্য, গাভীও পশু মধ্যে সেইরূপ; সুতরাং বাণিজ্যে ও গোপালনে রত ব্যক্তি বা জাতিমাত্রই বৈশ্য নহেন, এবং সম্ভবতঃ এই কারণে মহর্ষি বেদব্যাস মহাশয় পুনরায় ব্যাস সংহিতায় বলিয়াছেন, 'বণিক' জাতি এবং 'গোপ' জাতি উভয়ই শূদ্রজাতীয় (ব্যাস সংহিতা—১০, ১১, ১২ শ্লোক এবং 'জাতিভেদ' ১৩৩১ সাল—১২৩ পৃঃ—শ্রীদিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত দ্রষ্টব্য)।

আর বৈশ্য-শ্রেণীর গোপগণ (গোয়ালাগণ) হইতেছেন উত্তর-পশ্চিম ভারতের সাধারণতঃ মথুরা ও বৃন্দাবন জেলার ব্রজবাসী গোয়ালারা অর্থাৎ যাদববংশীয় গোয়ালারা (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড—শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত দ্রষ্টব্য)। যদিও প্রাচীন কালের যাদববংশ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি ইঁহারা এই বংশজাত এবং ইঁহাদের বৈশ্যত্বের সংস্কার বা নিদর্শন আছে এবং ইহার উল্লেখ পুনরায় এই গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে। পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ড—১৬ অধ্যায়ে আছে, "যে গোপকন্যাকে শ্রীভগবান ব্রহ্মা বিবাহ করিয়াছিলেন তিনিই বিখ্যাত গায়ত্রী-দেবী [গায়ত্রী জপই ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণত্ব]। ইনি বৈশ্যকুলোদ্ভূতা গোপ-কন্যা ছিলেন এবং মথুরা ও বৃন্দাবন জেলার বৈশ্য-গোয়ালাবংশ যাদববংশ-জাতা এরূপ উল্লেখও উক্ত পুরাণের উক্ত খণ্ডের ১৭ অধ্যায়ে আছে"। পশ্চিম ভারতের অপরাপর স্থানের শূদ্রবর্ণের গোয়ালাদের মধ্যেও সাতটী বিভিন্ন ঘর বর্ত্তমান আছে, কিন্তু ইহারা সকলেই "আহীর" নামে পরিচিত, আভীর নহে—(পদ্মপুরাণে বৈশ্য-গোয়ালাদের 'আভীর' নামের উল্লেখ করা আছে কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই জাতি বর্ণ-সঙ্করর়ূপে বর্ণিত আছে। ব্যক্তিগত অনুসন্ধানফলে আমি অবগত হইয়াছি যে, পশ্চিম ভারতের বর্ত্তমান ব্রজবাসী গোয়ালাদের বা বৈশ্য-গোয়ালাদের এবং শূদ্রবর্ণ গোয়ালাদের মধ্যেও 'আভীর' বলিয়া কোন বংশ, শ্রেণী বা সম্প্রদায় নাই)।

মহাভারতেই আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে 'বণিক', 'শিল্পকর', এবং অন্যান্য কর্ম্মোপজীবিগণ বৈশ্য নহেন—স্বতন্ত্র জাতি বিশেষ। যথা—মহাভারতম্—স্ত্রী পর্ব্ব—১০ অঃ—১৭ শ্লোক ঃ—

শিল্পিনো বণিজো বৈশ্যাঃ সর্ব্বে কর্ম্মোপজীবিনঃ।
তে পার্থিবং পুরস্কৃত্য নির্যযুর্নগরাদ্বহিঃ॥

অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—"শিল্পিকর, বণিক, বৈশ্য ও সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মোপজীবী পৌরগণ রাজাকে অগ্রসর করিয়া নগরের বহির্ভাগে নিষ্ক্রান্ত হইল"। এস্থলে শিল্পিকর, বণিক, ও অন্যান্য কর্ম্মোপজীবীগণ বৈশ্য হইতে স্বতন্ত্র জাতি বা সম্প্রদায় বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন ; অর্থাৎ উক্ত কর্ম্মসমূহে রত ব্যক্তি বা জাতি মাত্রই বৈশ্য নহেন। পুনরায়, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্—অনুষঙ্গপাদঃ—৮ম অঃ—১৬৪ শ্লোক ঃ—

পাশুপাল্যং বাণিজ্যঞ্চ কৃষিঞ্চৈব বিশান্দদৌ।
শিল্পোজীবং ভৃতিঞ্চৈব শূদ্রাণাং ব্যদধাৎ প্রভুঃ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবান ব্রহ্মা স্থির করিলেন যে,"পশুপালন, বাণিজ্য ও কৃষি বৈশ্যের এবং শিল্প ও দাসত্ব শূদ্রগণের জীবিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন"।

এস্থলেও "শিল্প" শূদ্রের কর্ম্ম বলিয়া লিখিত হইয়াছে। উপরন্তু মহাভারতে আবার আছে,—মহাভারতম্—বনপর্ব্ব—২০৬ অঃ—২৪ শ্লোক ঃ—

কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যমিহ লোকস্য জীবনম্॥

অর্থাৎ "সংসারে কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য—এই তিনটী লোকের উপজীবন"। এই 'লোক' অর্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সর্ব্বশ্রেণীর বা জাতির লোক বুঝাইতেছে সুতরাং শূদ্রেরও কৃষি পশুপালন (বা গোপালন), ও বাণিজ্যে অর্থাৎ বৈশ্যের কর্ম্মে অধিকার আছে এবং এইজন্যই উক্ত কর্ম্মসমূহে অর্থাৎ কৃষিকার্য্যে, পশুপালন বা গোপালনে, বাণিজ্যে (বা বণিকজাতি), শিল্পকর্ম্মে এবং অপরাপর কর্ম্মোপজীবিকাতে রত ব্যক্তি বা জাতি

মাত্রই বৈশ্য নহেন, সুতরাং এই কারণেই শাস্ত্রসমূহে লিখিত শূদ্রের বর্ণসঙ্কর জাতিসমূহকে উল্লিখিত কার্য্যসমূহে লিপ্ত থাকিতে দেখা যায় বা আধুনিক যুগে লিপ্ত আছেন। মনু সংহিতা—১০ অঃ—৪ শ্লোক :—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতুপঞ্চমঃ॥

অর্থাৎ ভগবান মনু বলিতেছেন,—"উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত বলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্য—এই বর্ণত্রয় দ্বিজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপনয়ন-সংস্কারবিহীন চতুর্থ বর্ণ শূদ্র দ্বিজ নহে। এতদ্‌ভিন্ন আর পঞ্চম বর্ণ নাই অর্থাৎ উক্ত চারিবর্ণ ব্যতীত সমস্তই বর্ণসঙ্কর জাতি"। যদিও "অমর কোষে" বণিক ও বৈশ্য একার্থ-বোধক শব্দ বলিয়া লেখা আছে এবং শাস্ত্রসমূহের কোন কোন স্থলেও প্রাচীনকালের 'বণিক' বৈশ্যকুলজাত বলিয়া বর্ণিত আছেন, তথাপি শাস্ত্রেই আবার আছে যে, শূদ্রেরও বাণিজ্যে বা ব্যবসায়ী হওয়ার অধিকার আছে ; সুতরাং এই কারণে—বণিক-উপাধিধারী জাতিবর্গ পুনরায় শাস্ত্রসমূহে (যেমন পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্যস-সংহিতা ইত্যাদিতে) শূদ্র এবং বর্ণসঙ্কর জাতিরূপে স্পষ্টই লিখিত আছেন"।

সচিত্র মাসিক বসুমতী—মাঘ—১৩৪৬ সাল– ৪র্থ সংখ্যা—৬১১ পৃঃ—"শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন, "যাঁহারা সমাজ-জীবনে উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত, তাঁহারা ত সকলেই আপনার জন। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষ যাহাদিগকে দূরে রাখিতে, এড়াইয়া চলিতে চাহে নিমাই তাহাদিগকেও মানুষের মর্য্যাদা ও প্রেমদানে আপনার করিয়া লইবার জন্য ব্যাকুল। তাই আজ তিনি. গোয়ালা, শাঁখারী,

তাম্বুলী, গন্ধবণিক প্রভৃতি সমাজের বনিয়াদস্বরূপ নিম্নস্তরের সকলকেই প্রেমের বন্ধনে আপনার করিয়া লইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন"।

শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত "সম্বন্ধনির্ণয়"—১৯০৯ সাল—১৯৪ পৃঃ বর্ণিত আছে—"বঙ্গদেশবাসী বণিকগণ শূদ্র মধ্যে পরিগণিত। কংসবণিক শঙ্খবণিক, তাম্বুলীবণিক্, গন্ধ-বণিক, প্রভৃতি নবশায়ক মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন"।

শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে "কুশীদ-জীবিকা" অর্থাৎ সুদ গ্রহণ করা বৈশ্যের কার্য্য বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু বৈশ্য কে? এ সম্বন্ধে আবার শাস্ত্রেই আছে,—মহাভারতম্—শান্তি—১৮৯অঃ —৬ শ্লোক :—

বণিজ্যা পশুরক্ষা চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্যঃ ইতি সংজ্ঞিতঃ॥

অর্থাৎ ভৃগুমুনি বলিতেছেন,—"যিনি বাণিজ্য, পশুপালন, কৃষি-কার্য্য করেন, দান করিতে সততই প্রস্তুত (অনুরক্ত), সর্ব্বদা শুদ্ধাচারে থাকেন, এবং বেদ, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র পাঠ করেন তিনিই বৈশ্য"। সুতরাং যিনি ধার্ম্মিক এবং দাতা অর্থাৎ নিঃস্বার্থে দান করেন, তিনি সুদখোর বা কুশীদ-ব্যবসায়ী হইতে পারেন না। কারণ নিঃস্বার্থে দান করা স্বত্বগুণের কার্য্য, স্বাত্বিক দৈবভাবা-পন্ন না হইলে কেহ নিঃস্বার্থে দান করিতে পারেন না। আর সুদগ্রহণ করা তমগুণের কার্য্য ; তম-প্রকৃতিসম্পন্ন বা তম-প্রধান ব্যক্তি ধর্ম্মপথের পথিক নহেন। মুসলমান শাস্ত্রেও সুদগ্রহণ কার্য্য নিন্দনীয় (সমাজ-প্রসঙ্গ—১ম সংস্করণ ৬২ পৃঃ—মৌলবী আবদুর রউক প্রণীত)। ইংরাজী-ভাষা-শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ বিশেষভাবে অবগত আছেন যে, মহাকবি সেক্সপিয়ার (Shakespeare)

কুশীদজীবির চরিত্রটী কিরূপ হীন ও ঘৃণিতভাবে "সাইলক দি জু"র মধ্য দিয়া বর্ণিত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং কুশীদ-ব্যবসায় বৈশ্যের কর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা বৈশ্যবর্ণের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয় না (সর্ব্বশাস্ত্রের সার গীতাতেও কুশীদ-ব্যবসায় বৈশ্যের কর্ম্ম বলিয়া কুত্রাপি উল্লেখ করা নাই। উপরন্তু, পদ্মপুরাণের—স্বর্গখণ্ডম্—২৮অঃ—৬ শ্লোকে আছে—"বার্দ্ধুষিক বা সুদ্‌খোরের অন্ন-জল অচল বা অস্পৃশ্য"।

কিন্তু বৈশ্যের প্রধান অবলম্বন হইতেছে "কৃষিকার্য্য" এবং এই জন্যই শাস্ত্রে আছে,—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্—অনুষঙ্গপাদঃ—৮ম অঃ—১৫৮ শ্লোক ঃ—

যে চাণ্যেপ্যবলাস্তেষাং বৈশ্যসংকর্ম্ম সংস্থিতাঃ।
কীনাশানাশয়ন্তিস্ম পৃথিব্যাং প্রাগতন্দ্রিতাঃ।
বৈশ্যানেবতু তানাহুঃ কীনাশান্ বৃত্তি সাধকান্॥

অর্থাৎশ্রীভগবান ব্রহ্মা বৈশ্যদিগের মর্য্যাদা এরূপ স্থির করিলেন যে "যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, নিরীহ এবং কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবেন তাহারাই বৈশ্য"। উক্ত কারণেই পরিপক্ক শস্যের পীতবর্ণই বৈশ্যের রূপ বা বর্ণ বলিয়া শাস্ত্রে পুনরায় লিখিত আছে,—মহাভারতম্—শান্তি—১৮৮ অঃ—৫ শ্লোক ঃ—

ব্রাহ্মণাণাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাং তু লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকোবর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা॥

অর্থাৎ ভৃগুমুনি বলিতেছেন, "উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণের, লোহিতবর্ণ ক্ষত্রিয়ের, (পরিপক্কশস্যের রূপ) পীতবর্ণ বৈশ্যের এবং কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রের লক্ষণ"। প্রাচীন আর্য্য-সমাজেও কৃষিকার্য্য

অতি সম্মানীয় ও উচ্চাঙ্গের বৃত্তি ছিল। ইহার নিদর্শন বেদে দেখিতে পাওয়া যায়; ঋগ্বেদ—১০ম—৯০ সূক্তের—১২ ঋক্

অবার্চী সুভগে ভব সীতে বংদমতে ত্বা।
যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি ॥

অর্থাৎ "হে সৌভাগ্যশালিনী সীতা (অর্থাৎ লাঙ্গল) তুমি অগ্রবর্ত্তিনী হও; আমরা তোমার কামনা করিতেছি। তুমি আমাদিগকে সুন্দর ধন ও সুফল প্রদান কর"।

পুনরায়—ঋগ্বেদ—১০ম—১০১ সূক্তের—৩ ঋক্ ঃ—

যুনক্ত সীরা বিযুগা তনুধ্বংকৃতে যোনৌ বপতেহবীজং।
গিরাচ শ্রুষ্টিঃ সভরা অসন্নো নেদীয় ইৎস্বণ্যঃ পক্কমেয়াৎ॥

অর্থাৎ "লাঙ্গলগুলি যোজনা কর, যুগগুলি বিস্তারিত কর। এই স্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাতে বীজ বপন কর। আমাদিগের স্তবের সহিত আমাদিগের অন্ন পরিপূর্ণ হউক। স্বণিগুলি (অর্থাৎ কাস্তে) নিকটবর্ত্তী পক্কশস্যে পতিত হউক"। সুতরাং বৈশ্যের প্রধান অবলম্বন যে, "কৃষিকার্য্য"—ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশে কেবলমাত্র সচ্চাষী জাতির বিবাহরূপ ধর্ম্মকার্য্যে এই 'কৃষিকার্য্যে'র সংস্কারটী প্রচলিত আছে [৫ম প্রমাণ দ্রষ্টব্য]। এস্থলে বিবাহরূপ ধর্ম্মকার্য্য এরূপ শব্দের প্রয়োগ করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ যে সমস্ত গ্রন্থে বৈশ্যের প্রধান অবলম্বন 'কৃষিকার্য্য' বলিয়া বিদিত রহিয়াছে—উহারা হিন্দুসমাজে ধর্ম্মপুস্তক বা ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া আদৃত, এবং সেই শাস্ত্রসমূহে আবার বিবাহ-কার্য্যটী ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া লিখিত আছে।

শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী মহাশয়ও তাঁহার রচিত "আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি" নামক ১৩৩৯—১ম সংস্করণ

পুস্তকের ১ম পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, "সুবিখ্যাত উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু সর্ব্বপ্রথম মহাভারতীয় আর্য্যসমাজে নারীর যৌন স্বেচ্ছাচার রহিত এবং বিবাহ-সংস্কার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হিন্দুর ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী, অর্দ্ধাঙ্গী বলিয়া আখ্যাতা। বিবাহকালে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া পতি-পত্নী অচ্ছেদ্য উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন"। সুতরাং যে জাতির ধর্ম্মকার্য্যে বৈশ্যবর্ণের প্রধান অবলম্বন 'কৃষিকার্য্য' এই সংস্কারটী যুক্ত রহিয়াছে, সে জাতি নিশ্চয়ই বৈশ্যবর্ণ—ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই ; এবং একমাত্র এই কারণেই শাস্ত্রসমূহের শূদ্রবর্ণের বা সঙ্করজাতিগণের মধ্যে ইঁহার অর্থাৎ সচ্চাষী বা চাষাধব জাতির নাম উল্লেখ নাই। উপরন্তু এই 'কৃষিকার্য্যের সংস্কারটী বঙ্গদেশের মধ্যে আর অপর কোন জাতির বা সমাজের বিবাহরূপ ধর্ম্মকার্য্যে প্রচলিত নাই। সেইজন্য যদি সচ্চাষী জাতিকে বঙ্গদেশের একমাত্র আদি বৈশ্য-বর্ণ সন্তান বলা যায়, তাহা হইলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, এবং এই কারণে এই গ্রন্থখানির নাম "বঙ্গদেশের বৈশ্যবর্ণ" হইল। আধুনিক যুগে সচ্চাষী জাতির নকল জাতি সৃষ্ট হইয়াছে। এই সমস্ত 'নকল সচ্চাষী বা সচ্চাষী নামধেয়' জাতির বিবাহ-কার্য্যে এই 'কৃষিকার্য্যে'র সংস্কারটী নাই ; সুতরাং ইঁহারা বৈশ্যবর্ণ বা বৈশ্যজাতি নহেন। ইঁহারা শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত বর্ণসঙ্কর জাতি-বিশেষ এবং ইহার শাস্ত্রীয় আলোচনা পুনরায় এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে করা হইয়াছে। উক্ত কারণে সচ্চাষী জাতিকে প্রকৃত সচ্চাষী বা বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতি বলিয়া এই গ্রন্থে অভিবাদন করা হইয়াছে এবং ইহার বৈশ্যবর্ণের নিদর্শনসমূহ পুনরায় বিশদভাবে পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রাচীন হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় বৈশ্যগণও

উপবীত অর্থাৎ পৈতা ধারণ করিতেন, বেদ পাঠ করিতেন ও হোম, যজ্ঞাদি করিতেন—ইহার নিদর্শন প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে এবং আধুনিক পুস্তকসমূহেও বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—

১। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্—অনুষঙ্গপাদঃ—৬৪ অঃ—২১ শ্লোক :—

সামাণ্যেষুচ ধর্ম্মেষু তথা বৈশেষিকেষুচ।
ব্রহ্মক্ষত্রবিশোযুক্তা যস্মাত্তস্মাদ্দ্বিজাতয়ঃ॥

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য—এই তিন জাতি সামান্য ধর্ম্মে ও বিশেষ ধর্ম্মে সর্ব্বদা লিপ্ত বলিয়া ইহাদিগকে দ্বিজাতি বলা যায়"।

২। ব্যাস সংহিতা :—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্ত ধর্ম্মযোগ্যাস্তনেতরে॥৫
শূদ্রোবর্ণশ্চতুর্থোঽপি বর্ণাত্বাদ্ধর্ম্মমর্হতি।
বেদমন্ত্র স্বধা স্বাহা বষট্ কারাদিভির্বিনা॥৬

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য এই তিন জাতি দ্বিজশব্দ প্রতিপাদ্য; এই তিন বর্ণই শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্ম্মের অধিকারী। অর্থাৎ উপবীত ধারণে, বেদ পুরাণ পাঠে, হোমে, ও যজ্ঞে অধিকারী কিন্তু অপর জাতি (শূদ্রাদি) এই সকলে অধিকারী নহেন"।

৩। এই সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'জাতি সংস্কৃতি, ও সাহিত্য' পুস্তকের ১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"হোম আর্য্যদের রীতি, ব্রাহ্মণাদি (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) তিন দ্বিজবংশেরই হোমে অধিকার; শূদ্রের ইহাতে অধিকার নাই"।

কিন্তু পরবর্ত্তীকালে,বৌদ্ধযুগে যখন দেশের লোকেরা দলে দলে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন বৈশ্যকুলও উপবীত এবং যজ্ঞপন্থা পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বৈশ্যকুলের সহিত বাংলার বৈশ্যকুলের মিলন হইয়াছিল এবং ইহার নিদর্শন অদ্যাবধি এই প্রকৃত সচ্চাষীসমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে (এই নিদর্শন হইতেছে "সাউ" উপাধি এবং ইহার আলোচনা সচ্চাষী জাতির উৎপত্তির বিবরণে দেওয়া হইয়াছে)। এরূপ দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশে অন্য সমাজে বিরল নহে। উদাহরণ যথা :—

"মহারাজ অশোকের সময় হইতে বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। পরবর্ত্তীকালে নানাকারণে ইহা বিকৃত হইয়া 'নষ্টজ্ঞান' আখ্যায় অভিহিত হয়। এই সময়ে দেশের সামাজিক বন্ধন শিথিল হইয়া যায়, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে জাতি মধ্যে উচ্চ নীচ ভেদ একেবারে তিরোহিত হয়, এবং বেদ-পুরাণোক্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সমধিক অবনতি দৃষ্ট হয়। হিন্দুরাজ-চক্রবর্ত্তী গৌড়েশ্বর মহারাজ আদিশূর, দেশকে এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে ৯৯৯ শকে বা ১০৬৭ খৃঃ অগ্রবর্ত্তী হয়েন এবং কান্যকুব্জ (পশ্চিম ভারত) হইতে শ্রীহর্ষ (ভরদ্বাজ গোত্রজ), ভট্টনারায়ণ (শাণ্ডিল্য), দক্ষ (কাশ্যপ), বেদগর্ভ (শাবর্ণ) এবং ছান্দড় (বাৎস গোত্রজ) নামীয় এইপঞ্চ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনিয়া এদেশের (বাংলার) নষ্টপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের ও সমাজের উন্নতি সাধনে চেষ্টা করেন। ইঁহারাই বঙ্গদেশীয় বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের আদি-পুরুষ এবং এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের যে কয়জন অনুচরবর্গ আসিয়াছিলেন, ইঁহারাই আবার বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের আদিপুরুষ। ইঁহাদেরই বংশাবলী পরে 'রাঢ়ীয়' ও 'বারেন্দ্র' নামে অভিহিত

হয়েন (নদীয়া কাহিনী—১৩১৮ সাল—২৬৫ পৃঃ—শ্রীযুক্ত কুমুদ নাথ মল্লিক প্রণীত দ্রষ্টব্য)”।

[কায়স্থ জাতির শূদ্রত্ব উক্ত উদ্ধৃত অংশ হইতেই স্বতঃই প্রমাণিত হইতেছে। “সম্বন্ধনির্ণয়” ১৭১ পৃঃ—শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ও বলিয়াছেন “দত্ত ভৃত্য নহে, ঘোষ, বসু, মিত্র ও গুহ—ভৃত্য ও কুলীন, ইহাই শূদ্রত্বের প্রমাণ (কায়স্থ কুল-পঞ্জিকা অনুযায়ী)”। ব্যাস সংহিতা—১০, ১১, ১২ শ্লোক এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—এই উভয় শাস্ত্রেই কায়স্থজাতি দেশের অপরাপর সঙ্করবর্ণ জাতিসমূহের ন্যায় শূদ্র এবং তদনুরূপ ইহার উৎপত্তির বিবরণও দেওয়া আছে—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ব্রহ্ম-খণ্ড—“বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রের গর্ভে কায়স্থজাতির উৎপত্তি”]।

বৌদ্ধযুগের পর পুনরায় যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় (৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে) তখন বৈদিকগণ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ) এই বৈশ্যকুলকে উপবীত ধারণে, যজ্ঞে, হোমে, বেদ-অধ্যয়নে পুনরায় আর অধিকার দিলেন না এবং সেইসঙ্গে ‘বঙ্গদেশে বৈশ্য নাই’ এরূপ লিপিবদ্ধও করিয়া গেলেন। অবশ্য ইহাতে তাঁহাদের কোন দোষ হয় নাই, কারণ কৃতকর্ম্মের ফলভোগ জাতিকে নিশ্চয়ই করিতে হইবে। সুতরাং দ্বিজবংশের অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়াতে তদানীন্তন বাংলার বৈশ্যকুল শূদ্র হইতে নিজেদের মান, সম্ভ্রম, কুল, মর্য্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিবার জন্যই বাধ্য হইয়া “সচ্চাষী” বা “চাষাধব”—এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্য নাম গ্রহণ করেন নাই, তাহার একমাত্র কারণ হইতেছে যে, বাংলার বৈশ্যকুল কৃষিজীবি ছিলেন (পূর্ব্বে ৯ পৃষ্ঠায় ইহার আলোচনা করা হইয়াছে)। উক্ত “সচ্চাষী” বা “চাষাধব” নামটী অপরের দেওয়া নহে; ইহা ইহাদেরই নিজকৃত এবং

এই কারণে দেশের কোন গ্রন্থে ইহার কোনরূপ নিদর্শনও নাই।

মহারাজ বল্লাল সেন মহাশয়ের সময়ে সমাজ বিশেষভাবে সংস্কৃত হয়। ব্রাহ্মণগণ পরিমার্জ্জিত হন, কায়স্থগণ বিশেষভাবে সম্মানিত ও শূদ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্ধারিত হন। বৈদিকগণ-কৃত শূদ্রের বহু অস্পৃশ্য জাতি এই সময়ে "জলচল" বলিয়া পরিগণিত হন এবং নূতনভাবে নবশাখা জাতিবর্গের সৃষ্ট হয়। এই সময়ে শূদ্রবর্ণের বহুজাতি (পূর্ব্বে ১ম পৃষ্ঠায় এরূপ কতিপয় জাতিসমূহের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে) বৈশ্যকুলের কার্য্য করিতেন বলিয়া বৈশ্য বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন এবং উপবীতও (পৈতা) ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ বল্লাল সেনের কার্য্যকলাপে তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যায় এবং এই সমস্ত জাতিকে তিনিও শূদ্র বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন ('জাতের খবর'—১৩৩৭ সাল— শ্রীযুক্ত ইন্দুপতি মুখোপাধ্যায় প্রণীত দ্রষ্টব্য)।

শ্রীভগবানের অপার করুণা যে, সম্ভবতঃ এই সচ্চাষী বৈশ্যকুলের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবার জন্যই তাঁহারই ইচ্ছায় মহারাজ বল্লাল সেনের দ্বারা বঙ্গদেশীয় শূদ্রবর্ণের উক্ত জাতিবর্গের বৈশ্য বলিবার দাবীটুকুও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল অর্থাৎ শূদ্রনামেই অভিহিত রহিল। এই উচ্চ আশায় নিরাশ হইয়াছিলেন বলিয়া, অদ্যাবধি বঙ্গের প্রায় সর্ব্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গ সচ্চাষীজাতিকে অসঙ্গতভাবে অনাদৃত করিয়া প্রতিশোধ লইবার প্রয়াস পান। এমন কি "চাষাধব" এই শব্দটীও যে আক্রোশের ফলে "চাষাধোবা" বা "চাষাধোপা" হইয়া গিয়াছে ইহাও নিঃসন্দেহ !! বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস—১৩১৭ সাল—

৪৪৮, ৪৪৯ পৃঃ—শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয় বলিয়াছেন, "অশোক ও তৎপরবর্ত্তী মগধ সম্রাটেরা গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণও সংস্কৃতবিদ্যাহীন এবং উপনয়নাদি সংস্কার-বিহীন হইয়া শূদ্রবৎ ছিলেন। বৈদ্য-রাজাদের (বিজয় সেন, বল্লাল সেন প্রভৃতির) সময়েই বাঙ্গালা দেশে সনাতন ধর্ম্মের পুনরায় অভ্যুদয় হইতে থাকে বটে, কিন্তু অপদস্থ ,জাতিকে পুনরায় পদস্থ করিতে কেহ কোন চেষ্টা করে নাই। বহু-কালপরে শঙ্করাচার্য্য মগধ এবং বঙ্গের বহুতর ব্রাত্য (উপবীত সংস্কারহীন) ব্রাহ্মণ সন্তানদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উপনয়ন দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের অধিকাংশই এই সময়ে পুনরায় স্বপদস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির পুনরুন্নতির কোন চেষ্টা করেন নাই। তজ্জন্য বৈশ্য সন্তানেরা অপদস্থরূপেই চলিয়া আসিতেছে"।

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, "শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধাচারী উপনয়ন সংস্কারহীন বাংলার বৈশ্যদিগকেও উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন বৈশ্যকুল বৈশ্যবর্ণের কোনরূপ নিদর্শন বা সংস্কার প্রদর্শনে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। সেই অবধি বাংলার বৈশ্যকুল (অধুনা প্রকৃত সচ্চাষীজাতি) শূদ্র-মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছেন"।

সচ্চাষী জাতি যদি বর্ণসঙ্কর-জাতি বা মিশ্রবর্ণ-জাতি হইতেন অথবা শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত কোন জাতি হইতেন, তাহা-হইলে বৈশ্যবর্ণের উৎপত্তির বিবরণ ব্যতীত নূতন করিয়া ইহার অন্য প্রকার উৎপত্তির বিবরণও দেশের কোন না কোন গ্রন্থে বা পুস্তকে সঙ্গতভাবে নিশ্চয়ই থাকিত। কিন্তু এরূপ যখন কিছুই

নাই—তখন এই জাতি যে প্রকৃত বৈশ্যবর্ণ এবং ইহার উৎপত্তি শ্রীভগবান ব্রহ্মার উরু বা নাভিদেশ হইতে হইয়াছে —ইহা স্থির নিশ্চিত (উৎপত্তির বিবরণে পুনরায় ইহা আলোচিত হইয়াছে)।

প্রাচীন কাল হইতে অধুনা পর্য্যন্ত এই জাতির অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গ শ্রীভগবান অভিপ্রেত নিজ ধর্ম্মানুযায়ী কৃষি ও ব্যবসায় কর্ম্মে লিপ্ত আছেন, এবং একমাত্র এই কারণে বিদ্যাশিক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখেন নাই, কাজে কাজেই দেশের অপরাপর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট বরাবরই 'নিকৃষ্ট-চাষা' এরূপ অভিবাদন পাইয়া আসিয়াছেন। পরাশর সংহিতা—১২৯৩ সাল —শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় উক্ত গ্রন্থের ভূমিকার ৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন "অধিকাংশ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বিশেষ লেখাপড়া জানিতেন না"। দেশের বহু বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকেও এরূপ প্রশ্ন করিতে দেখা গিয়াছে যে, "সচ্চাষী কি জাত"? কিন্তু ইহার উপযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করিতে না পারিলেই—তাঁহারা সচ্চাষী জাতিকে নিকৃষ্ট বলিয়া ধারণা করেন ও অসঙ্গতভাবে ঘৃণা করেন। এরূপ প্রশ্ন করাটা হয়ত ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু নিজেদের অজ্ঞানতাবশতঃ অপর একটী উৎকৃষ্ট জাতিকে অবজ্ঞা করা কোন ক্রমেই যুক্তি-যুক্ত নহে। যেমন কোন ব্রাহ্মণকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "ব্রাহ্মণ কি জাত্?" তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ যদি প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ না হন, তাহা হইলে তিনি উক্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। এরূপ ক্ষেত্রে এই ব্রাহ্মণকে কোনরূপ অবজ্ঞা না করিয়া, ব্রাহ্মণের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞানে যদি ইহার প্রতি উপযুক্ত সমাদর প্রদর্শন করা যায়—তাহা হইলে যথার্থ মানব-ধর্ম্মপালন করা হয়। পদ্মপুরাণম্—সৃষ্টি খণ্ডম্—৪৬ অঃ—১০১ শ্লোক ঃ—

যস্য বিপ্রাঃ প্রসীদন্তি তস্য বিষ্ণুং প্রসীদতি।
তস্মাৎ ব্রাহ্মণ শুশ্রূষুঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবান ব্রহ্মা কহিলেন "বিপ্রগণ যাহার প্রতি প্রসন্ন বিষ্ণুও তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। সেইজন্যই ব্রাহ্মণসেবাপরায়ণ ব্যক্তি পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।"

ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া উপবীত ধারণ করিলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হন না।

হিন্দু-সমাজের ইতিহাস—৩৯৭ পৃঃ।

"গায়ত্রহীন ব্রাহ্মণ, শূদ্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট।"

সুতরাং ব্রাহ্মণ যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণের কার্য্য (জপ্, তপ্ ইত্যাদি) না করেন, পবিত্র আহার না করেন, শুদ্ধাচারে না থাকেন, চরিত্রবান্ না হন এবং তিন দিন উপর্য্যুপরি গায়ত্রী জপ্ না করেন—তাহা হইলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইয়া যায়, তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। অতএব উক্ত ব্রাহ্মণ যদি প্রকৃত শুদ্ধাচারী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ না হন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা যেমন সম্ভবপর হয় না, ঠিক এই প্রকার অজ্ঞ সচ্চাষী জাতীয় ব্যক্তির পক্ষেও "সচ্চাষী কি জাত?" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটাও সম্ভবপর নহে।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহারই রচিত 'সমাজ' বিশ্বভারতী সংস্করণ পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, "আমাদের সমাজ বদ্ধ সমাজ। একে তো আভ্যন্তরিক সহস্র আইনে বদ্ধ, তাহার উপর আবার ইংরাজের আইনেও বাহির হইতে অষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন পড়িয়া গেছে। সমাজ-সংশোধনে স্বদেশীয় রাজার স্বাভাবিক অধিকার ছিল এবং পূর্ব্বকালে তাঁহারা সে কাজ করিতেন। কিন্তু অনধিকারী ইংরাজ আমাদের সমাজকে যে

অবস্থায় হাতে পাইয়াছে ঠিক সেই অবস্থায় দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে"। ঠিক এই প্রকার, দেশের ভিন্ন জাতীয় মহোদয়-গণের কৃপায় ইংরাজ বাহাদুর এই সচ্চাষী জাতির সম্বন্ধে যেরূপ ভাবে নিদর্শন বা ব্যাখ্যা পাইয়াছেন ঠিক সেইরূপভাবে তাঁহারাও (ইংরাজ বাহাদুরও) এইজাতির সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং ইহাতে আর ইংরাজ বাহাদুরের কোন দোষ বা ক্রুটী হইতে পারে না।

সচ্চাষী জাতি বৈশ্যবর্ণের দাবী করিবার জন্য কখনও সমাজের কাছে, জগতের কাছে দলীল পত্রাদি লইয়া উপস্থিত হন নাই; কারণ ইঁহার যাহা আছে, তাহা শ্রীভগবান প্রদত্ত এবং আজ যে দাবী করিতে অগ্রসর হইয়াছেন তাহাও তাঁহারই ইচ্ছায়। প্রকৃত সচ্চাষী জাতি যে বঙ্গদেশের বৈশ্যবর্ণ-জাতি তাহা জনসাধারণের নিকট পুনরায় বিশেষভাবে যুক্তি-তর্ক দ্বারা ১৩টি প্রমাণসহ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইল। এই জাতি কোন জাতীয় কলঙ্ক মোচনের জন্য বৈশ্যবর্ণ বলিয়া আজ দাবী করিতেছেন তাহাও নহে—ইহা শাস্ত্রোক্ত শ্রীভগবান-সৃষ্ট বৈশ্যজাতি। প্রমাণসমূহ যথা :—

১ম প্রমাণ। সর্ব্বশাস্ত্রের সার গীতা—তাহাতে শ্রীভগবান বলিতেছেন, (গীতা—৪অঃ—১৩ শ্লোক) :—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ।

অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে আমা কর্ত্তৃক চারিবর্ণ (যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) সৃষ্ট অর্থাৎ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

পুনরায় তিনি বলিয়াছেন (গীতা—১৮অঃ—৪১ হইতে ৪৪ শ্লোক) :—

সত্তের

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপঃ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবৈ প্রভবৈর্গুণৈঃ ॥
শমো দমস্তমঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্মস্বভাবজম্ ॥,
কৃষি-গৌরক্ষ্য-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রাস্যপি স্বভাবজম্ ॥

অর্থাৎ "হে পরন্তপ (অর্জ্জুন)! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের কর্ম্মসকল স্বভাবজাত অর্থাৎ স্বাত্ত্বিকাদিগুণ বা সংস্কার জাতগুণের দ্বারা প্রবিভক্ত। শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান, অনুভব আর পরলোকে বিশ্বাস—এই সমুদয় ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম। শোর্য্য (পরাক্রম), তেজ, ধৈর্য্য, দক্ষতা ও যুদ্ধে অপলায়ন (অপরাঙ্মুখতা), দান (ঔদার্য্য) ও ঈশ্বর ভাব (লোকনিয়মনশক্তি) এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম। কৃষি গোরক্ষা, ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবিক কর্ম্ম। আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রিবর্গের পরিচর্য্যা শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম্ম। সচ্চাষী জাতীয় ব্যক্তিবর্গের পূর্ব্বপুরুষগণ কেবলমাত্র চাষীর বা কৃষির কার্য্য করিতেন এবং পাট, চাউল, ধান্য, ইত্যাদি মূল কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। ইহা ব্যতীত আর অন্য কোন কার্য্য তাঁহারা করিতেন না,—এমন কি শূদ্রের কার্য্য —দাসত্ব বা চাকুরী—তাহাও করিতেন না। ইহার নিদর্শন অদ্যাবধি প্রায় অধিকাংশ জাতীয় ব্যক্তিবর্গের কার্য্যকলাপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

সুতরাং শাস্ত্রানুযায়ী এই জাতি শ্রীভগবান-সৃষ্ট বৈশ্যবর্ণ-জাতি

ইহা বলিলে কোন ভুল হয় না। কারণ আমার এই সিদ্ধান্ত যদি ভুল হয় তাহা হইলে শাস্ত্রের যিনি মালিক অর্থাৎ শ্রীভগবান তিনিও ভুল বা তাঁহার অস্তিত্বও ভুল বলিতে হয়। কিন্তু এখনও যখন চন্দ্র, সূর্য্য উঠিতেছে, গঙ্গায় জোয়ার-ভাটা হইতেছে—তখন আমার সিদ্ধান্ত যে ভুল ইহা বলা বা ধারণা করা বাতুলতা মাত্র। অতএব প্রকৃত সচ্চাষী জাতি যে শাস্ত্রানু-যায়ী বৈশ্যবর্ণ এবং ইহা শ্রীভগবানের উরুদেশ বা নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা স্থির নিশ্চয় উৎপত্তির বিবরণে পুনরায় ইহার আলোচনা করা হইয়াছে)।

২য় প্রমাণ। মহাভারতম্—অনু ১৪১ অঃ—৫৬ শ্লোক এবং হিন্দুসমাজের ইতিহাস—১০৯ পৃঃ।

তিলান্ গন্ধান্ বসাংশ্চৈব বিক্রীনীয়ান্ন চৈবহি।
বণিক্ পথমুপাসীনো বৈশ্যঃ সৎপথমাশ্রিতঃ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবান মহেশ্বর বলিতেছেন, "সৎপথে সমাশ্রিত বৈশ্য বাণিজ্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গন্ধ, তিল, ও বসা বিক্রয় করিবে না"। এখন গন্ধবণিক, তৈলিক, ও বসা-বিক্রয়ী ভিন্ন ভিন্ন জাতি কর্ম্মের জন্য গঠিত হইয়াছেন বটে; কিন্তু সচ্চাষী জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা পূর্ব্বে কখনও উক্ত নিষিদ্ধ দ্রব্যসমূহের ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন না এবং আধুনিক যুগেও কেহ ইহাদের মূল ব্যবসায়ী নহেন। সুতরাং সচ্চাষী জাতি যে, বাংলাদেশের শাস্ত্রানুযায়ী বৈশ্যবর্ণ ইহাতে আর সন্দেহ নাই। লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় "মাকড়সার জাল" নাটকে—১১১ পৃঃ হইতে ১১৫ পৃঃ, আষাঢ়, ১৩৪৬ সালের পুস্তকে এই জাতির সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "সৎচাষী বা সচ্চাষী

জাতি—কৃষি বা চাষী, ব্যবসায়ী, ধনী—ধান, চাল, ভূষিমাল, গুড়, তামাক প্রভৃতির আড়ৎদার"।

পদ্মপুরাণম্—স্বর্গখণ্ডম্—১৫অঃ—১ম হইতে ৫ম শ্লোক ঃ—

নারদমুনি কুণ্ডল নামক বৈশ্যের কর্ম্মসমূহ বর্ণনা করিতেছেন, "কৃষি, বাণিজ্য, নানাবিধ ক্রয় বিক্রয় এবং গো, ঘোটক, মহিষাদি পশুপোষণে তৎপর ; দুগ্ধ, দধি, তক্র, গোময়, তৃণ, কাষ্ঠ, ফল, মূল, লবণ, আর্দ্রক, পিপ্পলী, ধান্য, শাক, তৈল, বস্ত্র, বিবিধ ধাতু, ইক্ষুবিকার (গুড়াদি) প্রভৃতির ক্রয়-বিক্রয় করিত"।

৩য় প্রমাণ। মহারাজ বল্লাল সেনের সময় তাঁহার রাজ্যে জাতিভেদ লইয়া প্রজাদিগের মধ্যে একটী উৎশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই কারণে তিনি ব্রাহ্মণগণকে পরিমার্জ্জিত করেন, শূদ্রের মধ্যে কায়স্থ-কুলকে উচ্চ বলিয়া সম্মানিত করেন এবং অবশিষ্ট জাতিসমূহের দ্বারা নূতন ভাবে "জলচল" নবশাখ ও 'জল অচল' জাতিসমূহের গঠন করিয়া যান। এই সমস্ত জাতিবর্গের মধ্যে 'সচ্চাষী' বা 'চাষাধব' জাতির নাম উল্লেখ নাই। ইহার মূল কারণ হইতেছে যে, এই জাতি বৈশ্যবর্ণ এবং শ্রীভগবান অভিপ্রেত নিজ কৃষিকর্ম্মে সন্তুষ্ট ছিলেন বলিয়া দেশের রাজাদেরও ইঁহাদের জন্য কখনও ব্যস্ত হইতে হন নাই ; সেইজন্য এই জাতির জন্য নূতন করিয়া কোনরূপ নিদর্শন রাখিবারও তাঁহাদিগের (রাজাদিগের) প্রয়োজন হয় নাই।

শাস্ত্রেও আছে,—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্—অনুষঙ্গপাদঃ—৮ম অঃ—১৫৮ শ্লোক ঃ—

> যে চান্যেপ্য বলাস্তেষাং বৈশ্যসংকর্ম্ম সংস্থিতাঃ।
> কীনাশানাশয়ন্তিস্ম পৃথিব্যাং প্রাগতন্দ্রিতাঃ।
> বৈশ্যানেবতু তানাহুঃ কীনাশান্ বৃত্তিসাধকান্ ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবান ব্রহ্মা বৈশ্যদিগের মর্য্যাদা এরূপ স্থির করিলেন, যে "যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, নিরীহ এবং কৃষি কার্য্যের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবেন, তাহারাই বৈশ্য"।

অনেকের ধারণা যে কলিকালে কৃষিকর্ম্ম নিন্দনীয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে—কারণ মহাত্মা শক্তিপুত্র পরাশর মুনি বলিয়াছেন (পরাশর সংহিতা—২ অঃ—২, ৭, ১২ শ্লোক)। কলিকালে "ষট্‌কর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ কৃষিকর্ম্ম করিতে পারেন। স্বয়ং ক্ষেত্রকর্ষণপূর্ব্বক ইহাতে উৎপন্ন স্বোপার্জ্জিত ধান্য দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ ও ক্রতু-দীক্ষা সমাধান করাইবে। বৃক্ষচ্ছেদ, মৃত্তিকাভেদ মৃগকীটাদি হনন দ্বারা কৃষকের যে পাপ সঞ্চয় হয়, এক যজ্ঞ দ্বারা সে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করে"।

৪র্থ প্রমাণ। প্রকৃত সচ্চাষী জাতির উৎপত্তি :—

শূদ্র বলিতে কায়স্থ, নবশাখ ও অন্যান্য সঙ্করবর্ণের বা বর্ণসঙ্কর জাতিসমূহকে বুঝায়। আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহপদ্ধতি—২য় সংস্করণ—১৩৪৪ সাল—২২ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত বিজয় ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী প্রাচ্যপ্রত্নতত্ত্বসাগর মহাশয় বলিয়াছেন, "বাঙ্গলা ও কামরূপের কায়স্থদিগের শূদ্রবাদ ভারতব্যাপী হইয়াছে"। আর বৈশ্য বলিতে যাঁহারা প্রধানতঃ কৃষি, বাণিজ্য করেন (বঙ্গদেশের প্রকৃত সচ্চাষী জাতি) এবং যাঁহারা গোপালন করেন অর্থাৎ যাদবগণ। এই যাদবগণ বলিতে বঙ্গদেশের গোপালক গোপবংশকে অর্থাৎ গোয়ালাবংশকে বুঝায় না। কারণ ইঁহারা শূদ্রবর্ণ (ব্যাস সংহিতা—১০, ১১, ১২ শ্লোক)। আর এই বৈশ্যশ্রেণীর গোপালকগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতের যাদববংশ—যে বংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পালিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ মথুরা ও বৃন্দাবন জেলার ব্রজবাসী গোয়ালারা বৈশ্যবর্ণ (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ

শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম খণ্ড—শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত এবং পদ্মপুরাণম্ —সৃষ্টিখণ্ডম্—১৬ ও ১৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। পুনরায় হিন্দুসমাজের ইতিহাস ১০৪, ১৩৭ পৃঃ :—

"আর এক প্রকার বৈশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা অরণ্যবাসী গোরক্ষক। পশুপালন ইহাদিগের প্রধান বৃত্তি ছিল। ইহাদের স্বতন্ত্র ভাষা ও স্বতন্ত্র বেশ ছিল। ইহারা অনেক সময়ে, ভৃত্য-ভাবে কাজ করিত অর্থাৎ দাসদিগের কর্ম্ম করিত (১)। এই কারণে নন্দগোপের গোধন চরাইতেন বলিয়া জরাসন্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দাস বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন"। উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটী উৎকৃষ্ট পদবী "সাউ" বৈশ্যবর্ণের বাণিজ্য-প্রধান সম্প্রদায় (শূদ্রবর্ণের সাহু অর্থাৎ তেলি বা কলু, স্বর্ণকার ও ভুজিওয়ালা সম্প্রদায় নহে) প্রকৃত অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী সমাজে অদ্যাবধি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। বাংলার এই বৈশ্যকুলের এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের উক্ত বৈশ্যকুলের মিলন বৌদ্ধযুগে হয় (এরূপ দৃষ্টান্ত যে বঙ্গসমাজে বিরল নহে তাহা পূর্ব্বে ১১ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে)। পরে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থান হয় (৭ম অথবা ৮ম শতাব্দীতে) তখন ব্রাহ্মণগণ এই বৈশ্যকুলকে উপবীত-ধারণে, যজ্ঞে, হোমে বেদ অধ্যয়নে অর্থাৎ দ্বিজবংশের আর অধিকার দিলেন না। হিন্দু-সমাজের ইতিহাস—২৯০পৃঃ— "ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানকালে বৈশ্যদিগের অবস্থা অতীব হীন হইল। শূদ্র হইতে বৈশ্য প্রায় অভিন্ন হইল। এই কারণে উক্ত বৈশ্যকুল সেই সময়ে শূদ্র হইতে নিজেদের মান, সম্ভ্রম,

(১) মৎপ্রণীত "বৈশ্য-সচ্চাষী সমাজ" নামক প্রবন্ধখানির শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দাস মহাশয় প্রণীত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ৮ পৃষ্ঠায় লিখিত "বৈশ্যের দাসত্ব" প্রশ্নের মীমাংসা।

মর্য্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিবার মানসে, নিজেরাই বাধ্য হইয়া 'সচ্চাষী' বা 'চাষাধব' এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্য নাম গ্রহণ করেন নাই, তাহার একমাত্র কারণ হইতেছে যে, ইঁহারা কৃষিপ্রধান ব্যক্তি ছিলেন। (পূর্ব্বে ১২ পৃষ্ঠায় ইহার আলোচনা করা হইয়াছে)। পুনরায় 'জাতিভেদ'—৯১ পৃঃ—শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "বৈশ্যের প্রধান অবলম্বন কৃষি। এইজন্য পরিপক্ক শস্যের রূপ পীতবর্ণই হিন্দুশাস্ত্রে বৈশ্যের লক্ষণ (বা বর্ণ) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।"

বৌদ্ধযুগের উক্ত মিলন একই বর্ণের উভয় শাখার মিলন; সুতরাং সচ্চাষী জাতি—'মিশ্রবর্ণ জাতি বা বর্ণশঙ্কর জাতি' নহেন। ইহা প্রকৃত আদি বৈশ্যবর্ণ সন্তান এবং এইজন্যই ইহার উৎপত্তির সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, "বৈশ্যবর্ণ শ্রীভগবান প্রজাপতি ব্রহ্মার উরু অথবা নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে"। উদাহরণসমূহ যথা :—

(ক) ব্রহ্মাপুরাণম্—অনুষঙ্গপাদঃ—৬অঃ—৭৪ শ্লোক ও ৯অঃ—১১৫ শ্লোক :—

বক্ত্রাদ্যস্য ব্রাহ্মণাঃ সংপ্রসূতাঃ যদ্বক্ষস্তঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বভাগে।
বৈশ্যাশ্চোরোর্যস্য পদ্ভ্যাঞ্চ শূদ্রাঃ সর্ব্বেবর্ণা গাত্রতঃ সংপ্রসূতাঃ॥

অর্থাৎ "মনুষ্যসমূহের প্রথম সৃষ্টি সময়ে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষ হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে বৈশ্য এবং পদতল হইতে শূদ্রের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সকল বর্ণই অর্থাৎ চারিবর্ণই তাঁহার শরীর হইতে উৎপন্ন।

(খ) পদ্মপুরাণম্—সৃষ্টিখণ্ডম্—৪অঃ—১১৮ শ্লোক :—

তন্মুখাদ্ ব্রাহ্মণাঃ জাতাস্তস্তঃ ক্ষত্রমজায়ত।
বৈশ্যাস্তবোরুজাঃ শূদ্রাস্তাবপদ্ভ্যাং সমুদ্ভাতাঃ॥

অর্থাৎ নারদমুনি শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে কহিলেন,—"আপনার মুখ হইতে ব্রাহ্মণগণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্রজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।"

(গ) বামনপুরাণম্—৮৭ অঃ—২৫, ২৬ শ্লোকঃ—

মূলং তে ব্রাহ্মণাঃ স্কন্ধাঃ ক্ষত্রিয়া ভবতঃ প্রভো।
বৈশ্যাঃ শাখাস্ত্বচঃ শূদ্রা তে নমোঽস্তু বনস্পতে॥
ব্রাহ্মণাঃ সাগ্নয়ো বক্ত্রাৎ সায়ুধা বাহুতো নৃপাঃ।
পার্শ্বদ্বিশশ্চোরুযুগাজ্জাতাঃ শূদ্রাশ্চপাদতঃ॥

অর্থাৎ পুলস্ত্য ঋষি কহিলেন, "হে প্রভো! ব্রাহ্মণগণ তোমার মূল, ক্ষত্রিয়জাতি তোমার স্কন্ধ, বৈশ্যগণ শাখা, এবং শূদ্র জাতি তোমার ত্বক্। হে বনস্পতে! তোমায় আমি নমস্কার করি। সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ তোমার মুখ হইতে, সায়ুধ ক্ষত্রিয়গণ বাহু হইতে, বৈশ্যবর্ণ তোমার পার্শ্ব ও উরুযুগল হইতে এবং শূদ্রজাতি তোমার পদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে"।

(ঘ) স্কন্দ-পুরাণম্—বিষ্ণুখণ্ডম্—পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যম্—২৪ অঃ—৯ শ্লোকঃ—

ব্রাহ্মণা মুখতো জাতা বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়াস্তব।
বিশস্তবোরুজাঃ পদ্ভ্যাং তথা শূদ্রাঃ সমাগতাঃ॥

অর্থাৎ—জৈমিনি কহিতেছেন, "আপনার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে"।

(ঙ) মহাভারতম্—শান্তিপর্ব্ব—৩১৮ অঃ—৯০ শ্লোকঃ—

ব্রহ্মাস্যতো ব্রাহ্মণাঃ সম্প্রসূতাঃ বাহুভ্যাং বৈ ক্ষত্রিয়াঃ সম্প্রসূতাঃ।
নাভ্যাং বৈশ্যাঃ পাদতশ্চাপি শূদ্রাঃ সর্ব্বেবর্ণানান্যথা বেদিতব্যাঃ॥

অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যমুনি বলিতেছেন যে, "শ্রীভগবান ব্রহ্মার আস্য

হইতে ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছে, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয় সকল প্রসূত হইয়াছে, নাভি হইতে বৈশ্যসকল প্রসূত আর পাদ-যুগল হইতে শূদ্রগণের উৎপত্তি হইয়াছে"। এই স্থানে দেখা যাইতেছে যে, বৈশ্যেরা শ্রীভগবান ব্রহ্মার নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।"

(চ) মনুসংহিতা—১ম অঃ—৩১ শ্লোক ঃ—

লোকানান্ত বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥

অর্থাৎ ভগবান মনু বলিতেছেন, "পৃথিব্যাদি লোক সকলের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর আপনার মুখ, বাহু, উরু, ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের সৃষ্টি করিলেন।"

(ছ) ঋগ্বেদ—১০ম—৯০ সূক্তের—১২ ঋক্—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

অর্থাৎ "ইহার মুখ হইল ব্রাহ্মণ, দুই বাহু রাজণ্য হইল, যাহা উরু ছিল তাহা হইল বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল।"

ইত্যাদি ! ইত্যাদি !! ইত্যাদি !!!

উল্লিখিত শাস্ত্রসমূহের নিদর্শন ব্যতীত এই জাতির সম্বন্ধে অপর আর কোনরূপ উৎপত্তির বিবরণ প্রাচীন বা অপ্রাচীন শাস্ত্রে বা গ্রন্থে নাই। তবে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পুনরায় দেখিতে পাওয়া যায় যে—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণম্—অনুষঙ্গপাদঃ—৬৭ অঃ—২২ শ্লোক—মনোঃ ক্ষত্রং বিশশ্চৈব সপ্তর্ষিভ্যো দ্বিজাতয়ঃ।
অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ মনুর পুত্র এবং ব্রাহ্মণগণ সপ্তর্ষিগণের পুত্র"। এই মনু হইতেছেন সূর্য্যদেবের পুত্র (গীতা—৪অঃ

—১ শ্লোক)। সুতরাং প্রকৃত সচ্চাষী অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতি সূর্য্যবংশীয়—এরূপ পরিচয় দিলেও ভুল হয় না। কিন্তু এই সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিবার আবশ্যক। কারণ অপরাপর শাস্ত্রসমূহে চতুর্দ্দশ মনু ও মন্বন্তরের বিষয় লিখিত আছে। সূর্য্যদেবের পুত্র মনু হইতে সূর্য্যবংশের উৎপত্তি এবং বৈবস্বত মনু নামে খ্যাত। ঐ বংশে ইক্ষ্বাকু, পৃথু, মান্ধাতা, সার, ভগীরথ, দশরথ, শ্রীরামচন্দ্র, নিমি, অম্বরীষ প্রভৃতি বহু প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সূর্য্যবংশের সহিত চন্দ্রবংশের সম্বন্ধ অবিছিন্ন। যে বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নৃপতি হইতে সূর্য্যবংশের উৎপত্তি সেই বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলা বা ইড়া হইতে চন্দ্রবংশের উদ্ভব। কোন কোন পুরাণের মতে সোম (চন্দ্র) ইলাকে বিবাহ করেন এবং তাহা হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি। আবার কোনও কোনও পুরাণের মতে চন্দ্র পুত্র বুধের সহিত 'ইলার' বিবাহ হইয়াছিল এবং বুধের পিতা চন্দ্রের নামানুসারে বুধবংশ চন্দ্রবংশ নামে অভিহিত হয়। এই বংশে পুরুরবা, নহুষ, যযাতি, যদু, ভরত, পুরু, শান্তনু, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, প্রভৃতি নৃপতিগণ জন্মগ্রহণ করেন; এবং এই বংশেই শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, জমদগ্নি, পরশুরাম, ধন্বন্তরি, বিশ্বামিত্র, বৃষ্ণি, মধু, বেন, বাসুদেব, কংস প্রভৃতিও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী-জাতি যদি চন্দ্রবংশও বলেন, তাহা হইলে বোধহয় অসঙ্গত হয় না। এই জাতি যে প্রকৃত দ্বিজবংশ সে বিষয়ে আর কোনরূপ সন্দেহ নাই, কারণ রায়বাহাদুর স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট্ কবিশেখর মহাশয় তাঁহারই রচিত—"বৃহৎবঙ্গ" নামক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৩৪১ সালের প্রথম

খণ্ড পুস্তকের ভূমিকা ৩৵০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, "সুঙ্গ ও গুপ্ত রাজগণের সময় নাগর ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালায় ছিলেন—খৃষ্টীয় পঞ্চশতাব্দী পর্য্যন্ত। তারপর তাঁহারা বৌদ্ধ পালরাজগণের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ দেশত্যাগী হইয়া গুজরাট এবং অন্যান্য প্রদেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হন। তখন বঙ্গদেশ অভিশপ্ত দেশে পরিণত হয়। তখন যে সকল নাগর ব্রাহ্মণ স্বদেশে ছিলেন, তাঁহারা বৌদ্ধচারী হইয়া পতিত হন। এজন্য তাঁহারা নানা শ্রেণীতে মিশিয়া গিয়া কোথাও কায়স্থ, কোথাও সচ্চাষী প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হন।"

উক্ত কারণেই বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণবংশের বিবাহাদির আচার ও রীতি-নীতিগুলির ন্যায় প্রকৃত সচ্চাষীকুলেরও বিবাহাদির আচার, রীতি-নীতিগুলি একই প্রকার (অবশ্য বেদমন্ত্র-সম্পাদিত কুশণ্ডিকাদি ক্রিয়াগুলি ব্যতীত)। উপরন্তু, বিবাহ-দিবস গত হইলে পর, অপর দিবসে ব্রাহ্মণদিগের বিবাহে কন্যার সীমন্তে যেমন সিন্দুর-লেপন করা হয়—ঠিক এই প্রকারেই প্রকৃত সচ্চাষীবংশেরও বিবাহকার্য্যের সময় বিবাহ-দিবস গত হইলে পর, তার পরদিবসে কন্যার সীমন্তে সিন্দুর-লেপনকার্য্য সম্পন্ন করা হয়—ইহার আলোচনা পুনরায় পরে বিশদভাবে করা হইয়াছে।

আমাদের শাস্ত্রে যেমন হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত সমুদয় জাতির উৎপত্তির বিবরণ আছে—তেমনি আবার অহিন্দু জাতি, পশু-পক্ষীকীটপতঙ্গাদি চরাচর সমুদয় জীবেরই উৎপত্তির বিবরণ লিখিত আছে। মনুষ্য, পশুপক্ষীকীটপতঙ্গাদি প্রভৃতি স্বাত্বি-কাদি গুণানুসারে নিজ নিজ কর্ম্ম করিয়া থাকে।

৫ম প্রমাণ। প্রকৃত সচ্চাষী জাতি যে, কেবল বৈশ্য জাতি

তাহা নহে—ইহা শাস্ত্রানুযায়ী শ্রীভগবান সৃষ্ট বৈশ্যবর্ণ—ইহার আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে এবং পুনরায় শাস্ত্রানুযায়ী ইহার আরও একটী বৈশ্যবর্ণের উৎকৃষ্ট প্রমাণ জনসাধারণের অবগতির জন্য এস্থানে বিশদভাবে উল্লেখ করা হইল (পূর্ব্বে ইহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৮ম পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে অর্থাৎ কৃষিকার্য্যের সংস্কারটী) ঃ—"প্রকৃত সচ্চাষী জাতির বিবাহ কার্য্যের সময়, ফুলশয্যার দিবসে, সাধারণতঃ বিবাহের তৃতীয় দিবসে এবং বরের বাড়ীতে, বরকে জমিতে (অভাবে বাড়ীর উঠানে মাটী দ্বারা কৃত্রিম জমি প্রস্তুত করিয়াও) লাঙ্গল দিয়া কর্ষণ বা চাষ করিতে হয় এবং সেই কষিত জমিতে পঞ্চশস্য ছড়াইয়া দিতে হয়। এই সময়ে কন্যাকে অর্থাৎ নববধূকে সাহায্যকারিণীরূপে বরের সঙ্গে থাকিতে হয়। এই কার্য্য সম্পাদন করিবার পর, বর ও কন্যা উভয়েই গৃহে ফিরিয়া আসিলে একটী বড় ধান্‌ভরা রেকের অর্থাৎ কুঁন্‌কের গায়ে সিঁন্দূর মাখাইয়া সেই রেক্ সমেৎ সিন্দুর কন্যার সীমন্তে বর লেপন করিয়া দেয়।" এরূপ শাস্ত্র-সম্মত বৈশ্যবর্ণের রীতি একমাত্র এই প্রকৃত সচ্চাষী সমাজ বা জাতি ব্যতীত বাংলা দেশে আর অপর কোন সমাজ বা জাতির মধ্যে প্রচলিত নহে। এমন কি যে সমস্ত সচ্চাষী-নামধেয় বা সচ্চাষী-নামধারী নকল সচ্চাষী-সমাজের বা জাতির সৃষ্টি হইয়াছে—তাঁহাদের মধ্যেও উক্ত কৃষিকার্য্যের সংস্কারটী নাই ; ইহার কারণ হইতেছে যে, নকল সচ্চাষী বা সচ্চাষী-নামধেয় জাতি প্রকৃত সচ্চাষী জাতির ন্যায় বৈশ্যবর্ণ নহেন, পরন্তু উঁহারা শূদ্রবর্ণ ও শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত অন্ত্যজ, নিম্ন জাতি বিশেষ এবং ইহার শাস্ত্রীয় আলোচনা পুনরায় এই পুস্তকের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে করা হইয়াছে।

আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি—১ম সংস্করণ—১৩৩৯ সাল ৩০৯ পৃঃ—"আমাদের দেশে বিবাহ রাত্রির পর একদিন একরাত্র [অর্থাৎ কাল রাত্রি] বাদ দিয়া বিবাহের তৃতীয় রাত্রিতে ফুলশয্যার অনুষ্ঠানটী করা হয়"। বিবাহ একটী ধর্ম্ম-কার্য্য, সুতরাং যখন এই প্রকৃত সচ্চাষী জাতির ধর্ম্ম-কার্য্যের রীতিনীতি-গুলিতেও শাস্ত্রানুযায়ী বৈশ্যবর্ণের নিদর্শনস্বরূপ সংস্কারযুক্ত অর্থাৎ দাবী রহিয়াছে তখন এই জাতি যে বঙ্গদেশের বৈশ্যবর্ণ ইহা স্থির নিশ্চিত।

[বাংলাদেশে যেমন প্রকৃত সচ্চাষী কুলের অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষীকুলের বৈশ্যবর্ণের নিদর্শন বা দাবীস্বরূপ বিবাহরূপ ধর্ম্ম-কার্য্যে উক্ত প্রকার যে কৃষিকার্য্যের সংস্কারটী রহিয়াছে, তেমন উত্তর-পশ্চিম ভারতের বৈশ্য গোয়ালদেরও বৈশ্যবর্ণের দাবী-স্বরূপ বিবাহরূপ ধর্ম্ম-কার্য্যে গোধনযুক্ত ক্রিয়াকলাপ সংস্কার আছে এবং ইহাই ইঁহাদের বৈশ্যবর্ণের প্রধান নিদর্শন। যেহেতু ইঁহারা কৃষিজীবী নহেন সেইহেতু কৃষিকার্য্যের সংস্কারটী ইঁহাদের সমাজে নাই। ইঁহারা হইতেছেন 'গোরক্ষক'।

শ্রীমদ্ভাগবতম্—১০ম স্কন্ধঃ—২৪ অঃ—২১ শ্লোক :—

বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্রবয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্ ॥

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "তন্মধ্যে কোন কালেই আমরা কৃষিবাণিজ্যাদি-বৃত্তি অবলম্বন করি না, গোপালনই আমাদের বৃত্তি। অতএব গোগণই আমাদের দেবতা"। এই কারণে গোধনযুক্ত ক্রিয়াকলাপ সংস্কার ইঁহাদের বিবাহে প্রচলিত আছে ; এরূপ সংস্কারযুক্ত বিবাহ শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত গোয়ালাদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত নহে। এই

প্রদেশের "সাউ"রা বৈশ্য বাণিজ্য-প্রধান সম্প্রদায়। ইঁহাদেরও বিবাহে বাণিজ্যের নিদর্শনযুক্ত সংস্কার আছে। তিব্বত-পর্য্যটক্ শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী প্রাচ্যপ্রত্নতত্ত্বসাগর মহাশয়ও বলেন, "নেপালের 'সাউ' জাতির লোকেরা বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেন এবং তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপও শাস্ত্রোক্ত বৈশ্য জাতিরই অনুরূপ"। উড়িষ্যার "সাউ"রা ব্রাহ্মণ। তবে বঙ্গদেশের সমাজের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহারের সহিত পশ্চিম ভারতের সমাজের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহারের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না বা থাকা সম্ভবপরও নহে। কারণ আধুনিক যুগে বঙ্গবাসীদের প্রধান খাদ্য 'চাউল', আর পশ্চিম ভারতবাসীদের গোধূম বা গোধূম চূর্ণ হইতেছে প্রধান খাদ্য। উভয়ই প্রদেশের ভাষাও এক নহে। পশ্চিম ভারতের বিবাহের ক্রিয়াকলাপ সমস্তই বিবাহ দিবসেই সম্পন্ন হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ সমাজেও এরূপ তারতম্য আছে, যথাঃ—আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি—১ম সংস্করণ—১৩৩৯ সাল—২৬১ পৃঃ—"বিবাহের রাত্রিতেই পাশ্চাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের কুশণ্ডিকা এবং পাণিগ্রহণাদি সমস্ত হইয়া যায়। কিন্তু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা বিবাহের রাত্রির পরদিনে বাসিবিবাহ, কুশণ্ডিকা প্রভৃতি একত্র সম্পাদন করেন।" বঙ্গদেশেরই মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আচার দেখা যায়—আসামও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি—১ম সংস্করণ—১৩৩৯—৩০১ পৃঃ—"আমাদের দেশে (পশ্চিম-বঙ্গে) বিবাহের পর, রাত্রিতেই নিমন্ত্রিত বরযাত্র এবং কন্যাযাত্র ভদ্রলোকগণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া বর ফলাহার (অর্থাৎ লুচি, তরকারী, মিষ্টান্ন ইত্যাদি) করেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে বরের কোনও

আত্মীয় বরের নৈশ ভোজনের (জলযোগের) দ্রব্য গুছাইয়া আনেন; বরকে তাহাই গলাধঃকরণ করিতে হয়”।

পশ্চিম ভারতের ‘আগরওয়ালা বা অগরবাল বা অগ্রবাল’ সম্প্রদায় শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত ‘বণিক’ জাতি বিশেষ—ইঁহারা বৈশ্যবর্ণ নহেন কারণ ইঁহাদের বিবাহ কোনপ্রকার সংস্কার-যুক্ত নহে। তথাপি অধুনা ইঁহারা বৈশ্য বলিতেছেন এবং কেহ কেহ (অবশ্য সকলে নহে) পৈতাও ধারণ করিতেছেন।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—বৈশ্যকাণ্ডে স্বর্গীয় মাননীয় নগেন্দ্র বাবু মাহিষ্য বা কৈবর্ত্ত জাতিকে, পশ্চিম ভারতের অগ্রবাল বা আগরওয়ালা, পূর্ব্ববঙ্গের অগরবাল সৌলুকবংশ ও শ্রীহট্টের সাহুবণিক প্রভৃতিকে বৈশ্য বলিয়া যে সমস্ত পরিচয় এবং বিবাহের রীতিনীতি দিয়াছেন (অবশ্য এ সমস্তগুলি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ফলে তাঁহার প্রাপ্ত) তাহাতে উক্ত কোন জাতিরই বিবাহ-কার্য্য সংস্কারযুক্ত বলিয়া আদৌ প্রতীয়মান হয় না। তাঁহার সম্বন্ধে স্বর্গীয় মাননীয় দীনেশ সেন, ডি-লিট্ মহাশয়, ‘বৃহৎ বঙ্গ’—২য় ভাগ—১৩৪২ সাল—৬২৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, “শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গদেশের অধিকাংশ রাজাকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি তাঁহার কায়স্থদিগের ইতিহাসের নামই দিয়াছেন “রাজন্যকাণ্ড”। অনেকের বিশ্বাস নগেন্দ্রবাবু কুলজী-লেখকদের দ্বারা বারংবার প্রতারিত হইয়াছেন।”

৬ষ্ঠ প্রমাণ। পদ্মপুরাণম্—ভূমিখণ্ডম্—৩৮ অঃ—২০ শ্লোক ঃ--

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং শ্রুতিরেষা সনাতনী॥

অর্থাৎ ঋষিগণ কহিলেন, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয় দ্বিজাতি। সর্ব্ববর্ণেরই শ্রুতি সনাতনা"। হিন্দু-সমাজের ইতিহাস—৯৭ পৃঃ—"বৈশ্যেরা ব্রাহ্মণ্য সমাজে তৃতীয়বর্ণ, ইঁহারা দ্বিজ অর্থাৎ বেদে অধিকারী।"

পূর্ব্বকালে দেশের লোকেরা সর্ব্ববিষয়েই শাস্ত্রানুযায়ী নিজ নিজ কার্য্য করিতেন। কিন্তু অধুনা অনেক স্থলে ইহার বিপরীত হইয়া গিয়াছে। এমন কি বর্ণের শ্রেষ্ঠ যে ব্রাহ্মণ দেবতাস্বরূপ—তাঁহাকেও তাঁহার নিষিদ্ধ কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং বৌদ্ধযুগের পর যখন বৈশ্যকুল আর পুনরায় হোমে, যজ্ঞে, উপবীত-ধারণে, বেদ-অধ্যয়নে অর্থাৎ দ্বিজবংশের অধিকার পাইলেন না, তখন অধুনা এই সচ্চাষী জাতির মধ্যে জনসাধারণকে দেখাইবার মত দ্বিজবংশের নিদর্শন থাকিবার সম্ভাবনা হইতে পারে না। তথাপি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই দ্বিজবংশের বিবাহরূপ ধর্ম্ম-কার্য্যের রীতিনীতিগুলি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, এই দুই দ্বিজবংশের বিবাহরূপ ধর্ম্ম-কার্য্য জাতিগত সংস্কারযুক্ত রহিয়াছে এবং এই কারণে বিবাহের দিবস গত হইলে পর অপর দিবসে কন্যার সীমন্তে সিন্দুর দিবার প্রথায় নিয়মিত আছে অর্থাৎ বিবাহ দিবস গত হইলে পর কুশণ্ডিকাদি সংস্কারগুলি সম্পন্ন হয় এবং তারপর কন্যার সীমন্তে সিন্দুর দেওয়া হয়, ইহাই প্রচলিত প্রথা।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 'শশিনাথ' নামক দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকের ১৭৮ পৃঃ হইতে ২৫০ পৃঃ পর্য্যন্ত উপন্যাস-ছলে ব্রাহ্মণ-বংশের বিবাহের বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে দিয়াছেন। ২১১ পৃঃ ও ২৪২পৃঃ তিনি লিখিয়াছেন, "কুশণ্ডিকা

না হওয়া পর্য্যন্ত পুরো বিয়ে হয় না। ব্রাহ্মণের বিয়েতে রাত্রের ব্যাপারটা কিছুই নয়, মাথায় সিঁতুর পর্য্যন্ত পড়ে না"। আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি—২৫০ পৃঃ—"রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা এক্ষণে প্রায় সকলেই সামবেদীয়—তুই একঘর যজুর্ব্বেদীয় আছেন কিন্তু ঋগ্বেদীয় কেহই নাই।"

এই সামবেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি (অবশ্য ব্রাহ্মণদিগের জন্য) হইতেছে যে, (পুরোহিত দর্পণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত—৪২৩ পৃঃ হইতে ৪৩৮ পৃঃ পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য) "বিবাহ-দিবসে কর্ত্তা নিত্যক্রিয়া সমাধানন্তর নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া যথাকালে কন্যা সম্প্রদান করিবে। অতঃপর বর-কন্যাকে বাসর-ঘরে লইয়া যাইবে। বিবাহের পর দিবস কুশণ্ডিকা বা উত্তর বিবাহ হইয়া থাকে। ইহা বর্ত্তমান প্রথা। (বিবাহের পর দিবস) সপ্তপদীগমন, পানিগ্রহণ, উত্তর বিবাহ, ভোজনাদি, চতুষ্পথামন্ত্রণমন্ত্র, ধৃতিহোম ও চতুর্থীহোম ইত্যাদি সংস্কারগুলি সম্পাদন করিবার পর, বর বধূর সহিত উভয়ে অগ্নির উত্তর দিকে দাঁড়াইয়া থাকিবেন এবং বধূর মস্তকে কোশা হইতে ঘৃত মিশ্রিত জল দিবেন। তৎপরে আচারবশতঃ জামাতা বধূর সীমন্তে সিন্দুর-তিলক দিয়া অবগুণ্ঠন দিবেন"।

হিন্দু-সর্ব্বস্ব—১৩৩৪ সাল—৪৭৯ পৃঃ হইতে ৪৯৯ পৃঃ—শ্রীযুক্তকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সম্পাদিত সামবেদীয় বিবাহ প্রথা (ব্রাহ্মণগণের জন্য) ঃ—

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের পর যথাকালে কন্যা-সম্প্রদান করিতে হয়। তদনন্তর বাসর-ঘরে বর-কন্যাকে লইয়া যাইতে হয়। বিবাহের পরদিনই কুশণ্ডিকা ও উত্তর বিবাহ ইত্যাদি—কর্ত্তব্য এইরূপ প্রচলিত আছে। উক্ত সংস্কারগুলি সম্পন্ন করিবার পর, বধূসহ

বর বহ্নির উত্তরভাগে দণ্ডায়মান থাকিবেন। বর কোশা হইতে ঘৃতাক্ত জল লইয়া বধূর শিরোদেশে প্রদান করিবেন। পরে আচারানুসারে বর বধূর সীমন্ত-প্রদেশে সিন্দুর-তিলক দিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া দিবেন।"

আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি—২৩০ পৃষ্ঠা। :—

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন দ্বিজবর্ণের, বিবাহই আর্য্যশাস্ত্র মতে সংস্কারাত্মক বিবাহ—হিন্দু-আইনের গ্রন্থে ইংরাজী ভাষায় যাহাকে Sacramental Marriage বলা হয়"। ঠিক উক্ত কারণেই প্রকৃত সচ্চাষীজাতির বিবাহাদি ধর্ম্ম-কার্য্য শাস্ত্রানুযায়ী বৈশ্যবর্ণের সংস্কারযুক্ত অর্থাৎ কৃষিকার্য্যের সংস্কারযুক্ত (পূর্ব্বে ৫ম প্রমাণে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে) এবং এইজন্যই বিবাহ-দিবস গত হইলে পর অপর দিবসে উক্ত সংস্কারটী সম্পন্ন করা হয় এবং তারপর কন্যার সীমন্তে সিন্দুর দেওয়া হয়—ইহাই প্রচলিত প্রথা। সুতরাং এই সচ্চাষী জাতি যে বৈশ্যবর্ণ ও দ্বিজবংশ সম্ভূত সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

৭ম প্রমাণ। সচ্চাষী শব্দটী—সৎ+চাষী হইতে উৎপন্ন সৎ অর্থে শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, সুতরাং চাষীদিগের মধ্যে যাঁহারা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ দ্বিজ বা বৈশ্যবর্ণের চাষী।

৮ম প্রমাণ। সচ্চাষীর অপর নাম "চাষাধব"। এই "চাষাধব" শব্দটীও চাষা+ধব হইতে উৎপন্ন। এস্থলে 'ধব' অর্থে পতি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব, উৎকর্ষ বুঝায়। সুতরাং চাষাদিগের মধ্যে যাহারা পতি বা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ দ্বিজবর্ণ বা বৈশ্যবর্ণ চাষা। (চাষাধোবা বা চাষাধোপা প্রকৃত শব্দ নহে। ইহারা উভয়ে 'চাষাধব' এই মূল শব্দের বিকৃত ঘৃণোদ্দীপক্ অপভ্রংশ মাত্র। ইহার রহস্যটী পূর্ব্বে ৮ম পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে)।

৯ম প্রমাণ। পূর্ব্বে ২য় প্রমাণে আলোচনা করা হইয়াছে যে, তিল, বসা ও গন্ধদ্রব্য বিক্রয় শাস্ত্রানুযায়ী বৈশ্য-বর্ণের নিষিদ্ধ কর্ম্ম। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণও বৃত্তির অভাবে এবং ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম না করিলে, কৃষি, বাণিজ্য এবং গোরক্ষা দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন এবং তাঁহাদিগের পক্ষেও কোন কোন সামগ্রী বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ছিল ও ইহার ব্যতিক্রমে পতিত হইতেন। অধুনা দেশে ব্রাহ্মণ এবং অপরাপর বহু জাতি কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ইত্যাদি বৈশ্যবর্ণের কার্য্য করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ব্যতীত প্রাচীন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের জন্য শূদ্রবর্ণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির গঠন হইয়াছিল : ইহার নিদর্শন প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে এবং দেশের প্রায় সর্ব্ব সামাজিক গ্রন্থে বিদিত আছে (ইহার আলোচনা পূর্ব্বে ১ম পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে)।

পুনরায়, হিন্দু সমাজের ইতিহাস—৫৩০পৃঃ—কর্ম্মভেদে সামাজিক বিভাগ চিরকালই আছে। কর্ম্ম অনুসারে বাঙ্গালী-দের মধ্যে নবশাখা প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি হয়—তবে ইহারা অব্রাহ্মণ ছিল, সুতরাং শূদ্রদিগের মধ্যে গণ্য হইল।

বাংলাদেশে অধুনা প্রকৃত ক্ষত্রিয়বংশ অতি বিরল। (বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস—১৩১৭ সাল—৫পৃঃ—শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল প্রণীত) "বাঙ্গালাদেশে ক্ষত্রিয় না থাকার হেতু হইতেছে এই যে, মগধদেশে চন্দ্র নামে শূদ্রজাতীয় এক মহাবল পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন। কাশীধাম হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি ক্ষত্রিয়দিগের সহিত বৈবাহিক আদানপ্রদান করিয়া ক্ষত্রিয়দলে মিলিতে উৎসুক ছিলেন। ক্ষত্রিয়েরা তাঁহার সহিত এরূপ আদানপ্রদানে ঘৃণা প্রকাশ

করায় তিনি দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্র-বিনাশে ব্রতী হইয়াছিলেন। বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় তাঁহা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল, কতক দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছিল। বৌদ্ধ-বিনাশ ও মগধ সাম্রাজ্য-ধ্বংসের পর ক্ষত্রিয়েরা কাশী, মগধ, এবং মিথিলার অধিকাংশ স্থান পুনরায় দখল করিয়াছিলেন"। এই হেতু অধুনা শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত বহু জাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করিতেছে। হিন্দু-সমাজের ইতিহাস—৫১০ পৃঃ—১৯৩৩ সাল —"এখানে একটু রহস্যের কথা আছে,—কায়স্থেরা এবং অপরাপর বিভাগস্থ বাঙ্গালী হিন্দুরা এখন নিজদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যগ্র হইয়াছেন (যেমন কায়স্থজাতি বলিতে ছেন—ব্রহ্মক্ষত্রিয়, পোদ্‌জাতি বলিতেছেন—পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বাগ্‌দীজাতি বলিতেছেন—ব্যগ্রক্ষত্রিয়,গোপ্‌জাতি বলিতেছেন—গোপ্‌ক্ষত্রিয়, কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্যজাতি বলিতেছেন—উগ্রক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ্ (সদ্গোপ) জাতি বলিতেছেন—ব্রাত্যক্ষত্রিয়, ইত্যাদি। মহাভারত হইতে দেখা যায় যে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ক্ষত্রিয় শব্দের গৌরব ছিল না ; ক্ষত্রিয় ও অবৈদিক প্রায় একই শব্দ হইয়াছিল। স্মরণ রাখিতে হইবে, ক্ষত্রিয়ের নাম হইয়াছিল 'অশ্ববাহন ও মাতঙ্গবাহন' ; শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল বাঙ্গালীই ক্ষত্রিয় নামের অধিকারী ; ইহারা দীর্ঘতমসার অর্থাৎ চিরাজ্ঞানান্ধের সন্ততি"।

ঠিক উক্ত প্রকারেই এই বৈশ্যকুল অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতির সংখ্যাও অন্যান্য জাতিগণের সংখ্যার তুলনায় এত অল্প যে, বাংলাদেশে বৈশ্যবর্ণ নাই—এরূপ বলাটাও অসঙ্গত হয় না। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস—৪৪৭ পৃঃ—শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল প্রণীত "আধুনিক হিন্দু-সমাজের মধ্যে তের আনা লোকই শূদ্র,

দেড় আনা ব্রাহ্মণ, এক আনা ক্ষত্রিয়, অবশিষ্ট আধ আনা মাত্র বৈশ্য। পরন্তু বাংলা দেশে বৈশ্যের সংখ্যা শতকরা একজন হইবে কি না সন্দেহের বিষয়।"

স্কন্দপুরাণম্—মহেশ্বরখণ্ডম্—কুমারিকাখণ্ডম্—২২২ শ্লোক—৪০ অঃ—

উৎসীদন্তি ক্ষত্রবিশো বর্দ্ধন্তে শূদ্রবিপ্রকাঃ ॥

অর্থাৎ "কলিকালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি উৎসন্ন (নষ্টপ্রায়)হইবে, শূদ্র আর ব্রাহ্মণ জাতিরই বৃদ্ধি হইবে।" উক্ত কারণেই ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে, আর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি শূদ্রগণের প্রাচুর্য্য ও প্রাধান্য সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈশ্যবর্ণের এই প্রকার সংখ্যাল্পতাহেতু দেশের অপরাপর বিভিন্ন জাতিবর্গ বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যগ্র হইয়াছেন (পূর্ব্বে ১ম পৃষ্ঠায় এরূপ কতিপয় জাতিবর্গের নাম-উল্লেখ করা হইয়াছে); এমন কি, অনেকে আবার এই সুযোগ উপলব্ধি করিয়া "সচ্চাষী" বলিয়াও পরিচয় দিতেছেন কিন্তু এই দাবী তখনই প্রকৃত দাবী হইতে পারে, যখন ঐ সকল জাতির বিবাহরূপ ধর্ম্ম-কার্য্যের রীতিনীতিগুলি শাস্ত্রসম্মত বৈশ্যবর্ণের অথবা দ্বিজবর্ণের ন্যায় নিজবর্ণগত সংস্কারযুক্ত হইবে নচেৎ এরূপ দাবীর কোন মূল্য নাই—ইহা প্রতারণা করিবার ছলনা মাত্র। আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি—২৩০ পৃঃ—"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন দ্বিজবর্ণের বিবাহই আর্য্যশাস্ত্র মতে সংস্কারাত্মক বিবাহ"! যেমন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ উভয়েই পৈতা ধারণ করেন, গায়ত্রী-জপ করেন কিন্তু উভয়ের মধ্যে কাঁহারা যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ তাহা একমাত্র বিবাহাদি কার্য্যের দ্বারা স্থির করা যায়। বৈশ্য এবং শূদ্র উভয়েরই পৈতা

ধারণের অধিকার নাই (উপস্থিত যাঁহারা পৈতা ধারণ করিয়াছেন সেটা তাঁহাদের স্বেচ্ছাকৃত ও রুচিসম্মত)। গায়ত্রী-জপেরও অধিকার নাই। অথচ এই উভয়ের মধ্যে কে বৈশ্য আর কে শূদ্র তাহা একমাত্র বিবাহাদি ধর্ম্মকার্য্যের নিয়মাবলী হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। শ্রীযুক্ত বিজয় ভূষণ ঘোষ চৌধুরী প্রাচ্যপ্রত্নতত্ত্বসাগর মহাশয় বলেন, এদেশে একটী প্রবাদ আছে, "রাজ্য পে'লে শেখে, যায় যা খুশী লেখে। এখন হিন্দু-রাজত্ব নাই, হিন্দু-সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে"। এখন ইংরাজ রাজার রাজত্ব, সকল প্রকার জাতিই তাঁহার দাসত্ব করেন। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্যকলাপ অধুনা প্রায় সমস্তই বিপরীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একমাত্র এই বিবাহাদি ধর্ম্ম কার্য্যের আচার পদ্ধতির দ্বারা চারিবর্ণ এখনও পরস্পর হইতে বিভক্ত আছেন এবং ইহাই পরম পিতার পরম করুণা। শূদ্রের মধ্যে প্রায় সমস্ত জাতিরই বিবাহাদি ধর্ম্ম-কার্য্যের রীতিনীতি প্রায় একই প্রকার,—পরস্পরের আচারের মধ্যে প্রভেদ বর্ত্তমান থাকিলেও উল্লেখযোগ্য কোন প্রকার সংস্কার নাই এবং এই কারণে ইঁহাদের প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ-দিবসেই অর্থাৎ বিবাহ-রাত্রেই সম্প্রদানের পর কন্যার সীমন্তে সিন্দুর দিবার প্রথা নিয়মিত আছে (তবে কোন কোন স্থলে বিবাহ রাত্রির পর, পর দিবস প্রভাতে বাসর-ঘরের বর-কন্যার রাত্রিযাপনের শয্যা তুলিবার বা উঠাইবার সময় কন্যার সীমন্তে সিন্দুর দেওয়া হয়—এরূপও প্রথা আছে এই পর্য্যন্ত)।

মহাভারতম্—শান্তি—২৯৬ অঃ—২৭ শ্লোক :--

"নচাপিশূদ্রঃ পতভীতি নিশ্চেয়ো,
নচাপি সংস্কারমিহার্হতীতিবা।

অর্থাৎ পরাশর মুনি বলিতেছেন, "শূদ্রজাতির কোন সংস্কার নাই; কেবল সংস্কার নাই তাহা নহে, শূদ্রের পাতকও নাই"।

'হিন্দু-সর্ব্বস্ব'—১৩৩৫ সাল—৫১৬ পৃঃ হইতে ৫২০ পৃঃ—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সম্পাদিত যজুর্ব্বেদীয় বিবাহ প্রথা শূদ্রদিগের জন্য ঃ—"বিবাহ রাত্রিতে সম্প্রদান-কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর—শূদ্রেরা এই স্থলে বিনা মন্ত্রে তিন অঞ্জলি লাজ (খই) আহুতি দেয়। পরে জামাতার বামদিকে বধূকে বসাইয়া বর তাহার ললাটে (সীমন্তে) সিন্দুর দিয়া থাকে। অনন্তর সধবা স্ত্রীলোকেরা শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনিসহকারে বরকন্যাকে বাসর ঘরে লইয়া যাইবেন।

আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহপদ্ধতি—১ম সংস্করণ, ১৫১ পৃঃ—"গৌড় জনপদে (পশ্চিম বাঙ্গলায়) ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতির (দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ মহাশয়দেরও) বৈবাহিক হোম বা কুশণ্ডিকা এবং সপ্তপদীগমন প্রভৃতি কার্য্য নাই। কন্যা সম্প্রদানের দ্বারাই বিবাহ সিদ্ধ হইয়া যায়। তবে কোন কোন স্থলে পুরোহিত মহাশয় 'লাজ-হোমের' একটা লোক দেখান নকল করেন ; কতকগুলি খড় জ্বালিয়া বর ও কন্যাকে দিয়া তিন অঞ্জলি খই সেই আগুনে ছড়াইয়া দেওয়ান এবং নিজে বিড়্ বিড়্ করিয়া মন-গড়া দুই চারি পংক্তি শ্লোক আবৃত্তিঃ করেন। এই খই' পোড়ানর প্রহসন (Farce) সম্প্রদানের পরই সম্পাদিত হয়। কোন কোন স্থলে কুলাচারস্বরূপ 'বাসি বিবাহ' নাম দিয়া কতকগুলি স্ত্রীআচার (যেমন, কড়ি খেলা, স্নান করান ইত্যাদি) বিবাহের রাত্রি প্রভাত হইলে পর কন্যাকর্ত্তার বাটীতে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব্ব ও উত্তর বাঙ্গালায় ভদ্র কায়স্থগণের মধ্যে বিবাহে যে কুশণ্ডিকার প্রচলন আছে তাহাতে কুশণ্ডিকার মন্ত্র-

গুলি বরের পরিবর্ত্তে পুরোহিত পড়েন যেন তাঁহারই বিবাহ হইতেছে !!"

অম্বষ্ঠতত্ত্বকৌমুদী—১৩২৩ সাল—৩৯ পৃঃ—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল সেন কবিরত্ন মুন্সী মহাশয় বলিয়াছেন "কায়স্থ প্রভৃতি শূদ্রগণের বিবাহে দান-কার্য্য ব্যতীত কোন মন্ত্র-ব্যবহার হয় না এবং কুশণ্ডিকা ও সপ্তপদীগমন প্রভৃতি কিছুই হয় না।"

বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ—শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায় প্রণীত—১৩১০ সাল, ৮৮পৃঃ—(উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থগণের আচার ও ব্যবহার) ঃ—

"বিবাহ রাত্রে, কন্যাদান কার্য্য সম্পাদিত হইলে পর কন্যাকে পাত্রের বামদিকে বসান হয় এবং সিন্দুর দান করা হয়। তারপর লাজ-হোম হয় ও পরে বর-কন্যাকে বাসর ঘরে লইয়া যাওয়া হয়।"

প্রকৃত সচ্চাষী কুলের বিবাহেও কুশণ্ডিকাদি সংস্কারগুলি নাই। ইহার কারণ হইতেছে এই যে, (পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে) বৌদ্ধ যুগের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান কালে (৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে) বৈশ্যকুল দ্বিজবংশের অধিকার অর্থাৎ উপবীত ধারণে বেদ- অধ্যয়নে, হোমে ও যজ্ঞে ইত্যাদি অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হন নাই; সেইজন্য বেদমন্ত্রে সম্পাদিত উক্ত কুশণ্ডিকাদি সংস্কারগুলি হইতে এই জাতি অধুনা বঞ্চিত আছেন। তথাপি এই জাতির বিবাহকার্য্যে আধুনিক যুগেও নিজ বর্ণগত অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণের নিদর্শন বা দাবীস্বরূপ 'কৃষিকার্য্যের' সংস্কারটী (পূর্ব্বে ৫ম প্রমাণে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে) যুক্ত আছে এবং এই কারণে বিবাহ দিবস গত হইলে, অপর দিবসে উক্ত সংস্কারটী সম্পাদিত হইবার পর (যেমন ব্রাহ্মণ ও

প্রকৃত ক্ষত্রিয় কুলের কুশণ্ডিকাদি সংস্কারগুলি সম্পাদিত হইবার পর) কন্যার সীমন্তে সিন্দুর দিবার নিয়মে আবদ্ধ। সুতরাং বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতির ধর্ম্মকার্য্যের সহিত (৩৮ ও ৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত) শূদ্রবর্ণের ধর্ম্মকার্য্যের এখনও যে উল্লিখিত প্রকার পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে—ইহা শ্রীভগবানের অনন্ত করুণা। অতএব প্রকৃত সচ্চাষী জাতি যে, বঙ্গদেশের একমাত্র বৈশ্যবর্ণ জাতি ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'সম্বন্ধ নির্ণয়,—১৯০৯ সাল—৬৮২ পৃঃ—শ্রীযুক্ত লাল মোহন বিদ্যানিধি প্রণীত—"তিলী, গন্ধবণিক, শাঁখারি, কাঁসারি, বারুই ও তাম্বুলী প্রভৃতি জাতির বৈশ্যত্ব প্রাপ্তির চেষ্টাও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রাপ্তি সদৃশ ব্যর্থ।"

[এস্থলে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম যে, কোন কোন গ্রন্থকার 'সীমন্তে সিন্দুর দেওয়ার ব্যবস্থাটী দ্বারা কোন জাতি নির্দ্দিষ্ট হয় না বা বিবাহকার্য্যে সিন্দুরের কোন বিশেষত্বই নাই'—এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ দেখা যায় যে, হিন্দু সমাজের অন্তর্গত প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর সধবা স্ত্রীলোকেরা সীমন্তে সিন্দুর ব্যবহার করিয়া থাকেন। অহিন্দুর মধ্যে যদি কোন ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা হইলে সেটা তাঁহাদেরই রুচিসম্মত। হিন্দু-সমাজে এই সিন্দুরের বিশেষত্ব আছে বলিয়াই, সধবা স্ত্রীলোকেরা পতিহীনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা ত্যাগ করেন। আর বিধবারা বা কুমারীরা পর্য্যন্ত কখনও সখ্ করিয়াও নিজ নিজ সীমন্তে সিন্দুর পরেন না। এমন কি এরূপও দেখা যায় যে, কোন বিধবা নারী কর্ম্মফলে যদি বারাঙ্গনায় পরিনীতা হন, তাহা হইলেও তিনি পুনরায় আর সীমন্তে সিন্দুর পরেন না।

আমাদের দৈবকার্য্যেও এই সিন্দুরের আবশ্যক হয়। প্রাচীন শাস্ত্রেও আছে,—পদ্মপুরাণম্—সৃষ্টিখণ্ডম্—২২ অঃ—৮২ ও ৮৩ শ্লোক ঃ—

গীত মঙ্গলঘোষঞ্চ কারয়িত্বা সুবাসিনীম্।
পূজয়েদ্রক্তবাসোভি রক্তমাল্যানুলেপনৈঃ ॥৮২
সিন্দুরং স্নানচূর্ণঞ্চ তাসাং শিরসি পাতয়েৎ।
সিন্দুরং কুঙ্কুমং স্নানমতী বেষ্টং যতস্ততঃ॥ ৮৩

অর্থাৎ "তারপর গীত ও মঙ্গলবাদ্য করাইয়া রক্তবসন, রক্তমাল্য ও রক্ত অনুলেপন দ্বারা সধবা রমণীগণের অর্চ্চনা করিবে। তাহাদিগের মস্তকে সিন্দুর এবং স্নানীয় চূর্ণ প্রদান করিবে; যেহেতু সিন্দুর কুঙ্কুম ও স্নানীয় চূর্ণ সধবা রমণীগণের অতীব প্রিয়।" উক্ত পুরাণে আরও এক স্থলে এই সিন্দুরের ব্যবহারের বা প্রয়োজনের বিষয় লিখিত আছে।

বামনপুরাণেও ঠিক আধুনিক কালের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী না হইলেও, বিবাহকার্য্যে যে এই সিন্দুরের আবশ্যক হয়, তাহা হরপার্ব্বতীর বিবাহ উপলক্ষে উক্ত পুরাণের ৫৩ অঃ—৩৭ শ্লোকে বর্ণিত আছে, যথা ঃ—

মুক্তাদামৈঃ প্রকামং হরগিরিতনয়া ক্রীড়নার্থং তদাঘ্নন্।
পশ্চাৎ সিন্দুরপুঞ্জৈরবিরত বিততৈশ্চক্রতুঃ ক্ষ্মাং সুরক্তাম্ ॥৩৭

অর্থাৎ 'হরপার্ব্বতীর বিবাহ-উপলক্ষে ক্রীড়া নিমিত্ত অজস্র মুক্তাদাম সকল বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল এবং পুঞ্জপুঞ্জ সিন্দুর বিস্তারে ভূমিতল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।'

স্কন্দপুরাণম্—আবন্ত্যখণ্ডে—রেখাখণ্ডম্, ১০৬ অঃ, ১৪ শ্লোক

কণ্ঠসূত্রকসিন্দুরঃ কুঙ্কুমেন বিলেপয়েৎ।
কল্পয়েত স্ত্রিয়ং গৌরীং ব্রাহ্মণং শিবরূপিণম্ ॥১৪

অর্থাৎ "দ্বিজপত্নীকে, গৌরী ও দ্বিজকে শিবরূপে চিন্তা করিবে এবং কণ্ঠসূত্র, সিন্দুর ও কুঙ্কুমের বিলেপন দান করিবে"।

সাঁওতালদিগের মধ্যেও একমাত্র সিন্দুর-দানেই বিবাহ সিদ্ধ হইয়া যায়।

অতএব সিন্দুর পরায় বা সিন্দুর ব্যবহার করায় হিন্দুজাতির বিশেষত্ব আছে কিনা, তাহা সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ উক্ত আলোচনা হইতে অনুগ্রহপূর্ব্বক বিচার করিয়া লইবেন।

১০ম প্রমাণ। যেহেতু মহারাজ বল্লাল সেন মহাশয়ের কার্য্য-কলাপের মধ্যে সচ্চাষী বা চাষাধব জাতির কোনরূপ নিদর্শন নাই, সেই কারণে এই জাতির কৌলীন্য মহারাজ বল্লাল সেন স্থাপিত কৌলীন্য-মর্য্যাদার অন্তর্গত নহে। এই জাতির কৌলীন্য মহারাজ বল্লাল সেনের পূর্ব্বে প্রাচীন আর্য্য-সমাজ হইতে প্রচলিত। মহারাজ বল্লাল সেন যে নীতি অবলম্বন করিয়া কৌলীন্য-মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন আর্য্য-সমাজেও ছিল। আর্য্য-সমাজের এই কৌলীন্য একমাত্র দ্বিজবংশে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য—এই তিন দ্বিজবর্ণে প্রচলিত ছিল; ইহার নিদর্শন প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে বহু স্থানে আছে এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহারই রচিত 'সমাজ-তত্ত্ব' নামক পুস্তকে ইহার বিশদ-ভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী M. A., D. Litt., C. I. E., F. A. S. মহাশয়ও—মহারাজ বল্লাল সেনের পূর্ব্বে যে এদেশে দ্বিজবংশে কৌলীন্য ছিল তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

স্কন্দ-পুরাণম্—বিষ্ণুখণ্ড—বৈশাখমাসমাহাত্ম্যম্—১১ অঃ—৩৩ শ্লোকঃ—

ইতীক্ষ্বাকু কুলীনেন রাজ্ঞা পৃষ্টো মহাযশাঃ ইত্যাদি ॥

অর্থাৎ "অনন্তর ইক্ষ্বাকুকুল কুলীন রাজা কীর্ত্তিমান্ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাযশা বশিষ্ঠ মনে মনে প্রীত হইলেন।"

স্কন্দপুরাণম্—বিষ্ণুখণ্ডম্—বেঙ্কটাচলমাহাত্ম্যম্—২২ অঃ—৪৪ শ্লোক ঃ—

শ্রেয়স্কামী হি বিপ্রেন্দ্র শ্রাদ্ধে তু ন নিমন্ত্রয়েৎ।
বেদশাস্ত্রাদি যুক্তোঽপি কুলীনঃ কর্ম্মঠোঽপি বা ॥

অর্থাৎ "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বেদশাস্ত্রাদিযুক্ত, কুলীন অথবা কর্ম্মঠ হইলেও বন্ধ্যাপতি শ্রাদ্ধে একেবারেই ত্যাজ্য।"

স্কন্দপুরাণম্—আবন্ত্যখণ্ডে—অবন্তীক্ষেত্র মাহাত্ম্যম্—৬০ অঃ—৩৭ শ্লোক ঃ—

একস্য নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বিপ্রান্নিমন্ত্রয়েৎ।
সপত্নীকান্ সদাচারান্ কুলীনান্ জ্ঞাতিসম্ভবান্ ॥

অর্থাৎ "সদাচার, কুলীন, জ্ঞাতিসম্ভব, সপত্নীক ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে।

স্কন্দপুরাণম্—কাশীখণ্ডে—উত্তরার্দ্ধম্—৫৬ অঃ—৩৭৪২ শ্লোক ঃ—

অহো যাদৃগসৌ বিপ্রঃ সর্ব্বত্রাতিবিচক্ষণঃ।
ক্ষমী কুলীনোঽকৃপণো ভোক্তা নির্ম্মলমানসঃ।
ইত্যাদিগুণসম্পন্নঃ কোঽপি কাপি ন দৃশগতঃ ॥

অর্থাৎ "আহা! এই ব্রাহ্মণটী কেমন সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শী। ক্ষমাশীল, কুলীন, দাতা, ভোক্তা ও নির্ম্মলচিত্ত এতাদৃশ বহুগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি আমরা কুত্রাপি দেখি নাই।"

হিন্দু-সমাজের ইতিহাস—৪১০ পৃষ্ঠা ঃ—"এখনও বাঙ্গালা-দেশের পূর্ব্বভাগে যেমন মৈমনসিংহ জেলাতে অনেক ব্রাহ্মণ

আছেন যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বল্লাল সেন স্থাপিত কৌলীন্য-মর্য্যাদার অন্তর্গত ছিলেন না।"

পদ্মপুরাণম্—স্বর্গখণ্ডম্—১৫ অঃ—নারদ মুনি বলিতেছেন, "রাজন্! এ বিষয়ে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করত তোমার তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছি। পুরাকালে সত্যযুগে নিষেধ নগরবরে কুলীন, সৎক্রিয়ান্বিত ও দেবদ্বিজপাবকপূজক হেমকুণ্ডল নামে কুবেরাভ এক বৈশ্য ছিল। সে কৃষি, বাণিজ্য, নানাবিধ ক্রয় বিক্রয় করিত।" সুতরাং প্রকৃত সচ্চাষী জাতি যে বৈশ্যবর্ণ এবং ইহার কৌলীন্য যে মহারাজ বল্লাল সেনের পূর্ব্বে প্রাচীন আর্য্য-সমাজ বা সত্যযুগ হইতে প্রচলিত সে বিষয় নিঃসন্দেহ। [বাংলা দেশে হিন্দু-সমাজের মধ্যে প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত কৌলীন্য প্রথার প্রচলন যে অদ্যাপি রক্ষিত আছে সম্ভবতঃ ইহার কারণ হইতেছে এই যে, প্রাচীন কালের এই প্রথা যখন নষ্টপ্রায় হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন এই দেশের ব্যক্তিগণের (যেমন মহারাজ বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতির) চেষ্টায় ইহা একপ্রকার পুনর্জীবিত হয়। ইহাদের চেষ্টার ফলে, শূদ্রবর্ণের কতিপয় জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় এবং বাংলার কয়েক স্থানের ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও ইহা নূতনভাবে পরিমার্জ্জিত হইয়া প্রচলিত হয়। আবার এই প্রচেষ্টার ফলে বাংলার অপরাপর স্থানের ব্রাহ্মণগণের এবং বৈশ্যগণের (অর্থাৎ প্রকৃত সচ্চাষী কুলের) প্রাচীন কালের কৌলীন্য স্বতঃই জীবিত থাকে। কিন্তু বাংলার বাহিরে অন্যান্য দেশের হিন্দু-সমাজে অধুনা ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় না—যেহেতু ইহার সংরক্ষণে উক্ত দেশসমূহের ব্যক্তিবর্গ বা সমাজ বাংলা দেশের ন্যায় কখনও

যত্নবান হন নাই ; সুতরাং কাল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন কালের এই প্রথাটীও অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বাংলা দেশের এমন অনেক কিছু সামাজিক আচার ব্যবহার আছে যাহা অপরাপর দেশের হিন্দু-সমাজে দৃষ্ট হয় না, আবার ঐ সব দেশে বহু সামাজিক নিয়ম বাংলা দেশের নিকট অধুনা অশাস্ত্রীয় ও আশ্চর্য্যবৎ—পুনরায় ২য় পরিচ্ছেদের ৭০ পৃষ্ঠায় এরূপ আলোচনা করা হইয়াছে]।

১১শ প্রমাণ। মহারাজ বল্লাল সেন মহাশয়কে কেহ 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত), কেহ বা শুধু 'ক্ষত্রিয়' বলিয়াছেন (গৌড়ের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত), আবার কেহ বা 'কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; ('সমাজতত্ব' শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত) পুনরায় তাঁহাকে আবার বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন (বাংলার সামাজিক ইতিহাস—শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল প্রণীত)। সুতরাং তিনি (মহারাজ বল্লাল সেন মহাশয়) যে জাতিই হউক না কেন, তিনি যে নিকৃষ্ট জাতীয় ছিলেন না, উৎকৃষ্ট জাতীয় ছিলেন ইহা নিশ্চয়। সেইরূপ সচ্চাষী জাতির সম্বন্ধে দেশের কোন গ্রন্থে বা পুস্তকে সঙ্গতভাবে শূদ্রবর্ণ বা শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত কোন জাতি বলিয়া যখন একটীও নিদর্শন নাই, বরং রায়বাহাদুর স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন, ডি-লিট্, কবিশেখর মহাশয় 'বৃহৎবঙ্গ' নামক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৩৪১ সালের প্রথম খণ্ড পুস্তকের ভূমিকার ৩৶০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন ঃ—(পূর্ব্বে ২৭ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে) যে, "বৌদ্ধযুগের বঙ্গদেশের নাগর অর্থাৎ পতিত ব্রাহ্মণেরাই সচ্চাষী।"

পুনরায় "জাতিভেদ"—১৩৩১ সাল—২৫৬ পৃঃ—শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন, "সচ্চাষী শাস্ত্রানুযায়ী বৈশ্য"। তখন এরূপ ক্ষেত্রেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রকৃত সচ্চাষী জাতি বৈশ্যবর্ণ এবং দ্বিজবংশজাত— ইহা ব্যতীত আর অপর কিছুই নহেন।

১২শ প্রমাণ। হিন্দুসমাজের ইতিহাস—৪৩০, ৪৩১ পৃঃ— "১২০০ খৃষ্টাব্দে অন্যূন পাঁচশত বৎসর এই স্মৃতির শাসন চলিয়া আসিতেছিল। এই পাঁচশত বৎসর স্মৃতির বিধান-মতে দেশের অধিকাংশ লোকের নাম ছিল শূদ্র বা দাস। তাহারা আপনাদিগকে দাস বলিয়া জানিত, দাস বলিয়া স্বীকার করিত, আপনাদিগকে দাস বলিয়া পরিচয় দিত এবং আপনারা দাসের মত থাকিত।" পুনরায় ৪৯৪ পৃঃ—

"প্রাচ্যাঃ দাসাঃ অর্থাৎ পূর্ব্বদেশবাসিগণ দাস বা শূদ্র।" এই দাস অর্থে শূদ্র বুঝাইতেছে। কিন্তু প্রকৃত সচ্চাষী সমাজ বা জাতির মধ্যে 'দাস' পদবী আদৌ নাই; সুতরাং এই জাতি যে শূদ্র নহে ইহাও আর একটী উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ইহা যে বৈশ্য জাতি এবং বৈশ্যবর্ণ—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। [উপস্থিত এই বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী সমাজের বহু প্রবীন মাননীয় ব্যক্তি-বর্গকে যে 'দাস' পদবীর ব্যবহার করিতে দেখা যায়, ইহা ইঁহাদের স্বেচ্ছাকৃত ও রুচিসম্মত জানিবেন। কারণ, ইঁহাদের প্রত্যেকেরই বংশগত প্রকৃত পদবী ভিন্নপ্রকার, যথা ঃ—ভাবক, বুনো, হাতি, কোরঙ্গা, মণ্ডল, ঢেঁকি, আলুনী, ভাঞ্জি, ঢালি ইত্যাদি পদবীযুক্ত ব্যক্তিগণ 'দাস' শব্দের ব্যবহার করেন। 'মণ্ডল' একটী শ্রেষ্ঠ উপাধি। ইহা অহিন্দুরও আছে, আবার হিন্দুর মধ্যে অনেক জাতির আছে। এমন কি, ইহা বর্দ্ধমান

জেলার কাটোয়া থানার অন্তর্গত 'রোণ্ডা' গ্রামের শ্রোত্রীয় রাঢ়ী-শ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও প্রবর্ত্তিত। এই শব্দটী যে, সম্মান-সূচক ও গৌরবাত্মক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা সংস্কৃত 'মণ্ড্' ধাতু হইতে উৎপন্ন (বংশপরিচয়—ষষ্ঠ খণ্ড—১৩৩৪ সাল—৩৬২পৃঃ হইতে ৩৬৫ পৃঃ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার প্রণীত দ্রষ্টব্য)। কায়স্থ বংশের মধ্যেও ইহা প্রচলিত আছে।(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ বিবরণ ২য় খণ্ড—১৩৩৬ সাল—১৬৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য ; পুনরায় 'আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ পদ্ধতি' ২য় সংস্করণ—১৪৩পৃঃ—"শ্রীহট্ট বিভাগের রাজস্ব সচিব বা দেওয়ান কায়স্থ জাতীয় শ্রীনারায়ণ মণ্ডল")। মণ্ডল পদবী সাধারণতঃ নিম্নলিখিত জাতীয় সমাজে প্রচলিত আছে যথা :—ব্রাহ্মণ, বৈশ্যবর্ণের বা প্রকৃত সচ্চাষী, কায়স্থ, গন্ধবণিক, সদ্‌গোপ্, মাহিষ্য, তন্তবায় (তাঁতি,) শৌণ্ডিক (শুঁড়ী), নমঃশূদ্র বা অপশূদ্র ইত্যাদি এবং মুসলমান সমাজ। বলা বাহুল্য যে, ২৪পরগণার 'কলশুর' গ্রামের বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতীয় বিখ্যাত 'দাস'দের পদবী দাস নহে। ইহাদের বংশগত পদবী 'বিশ্বাস'। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বকালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধীনে এই বংশ কর্ম্মচারী ছিলেন [এই জাতির নাম উল্লেখও তদানীন্তন কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে আছে এবং ইহার আলোচনাও পরে ৫৯ পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে]। 'দাস'দিগের কর্ম্ম করিতেন বলিয়া সেই অবধি ইহারা 'দাস' নামে পরিচিত। উপস্থিত এই বংশের সন্তানগণ—যাঁহারা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ধান্যকুড়িয়া, নদীয়া ও অপরাপর গ্রামে গিয়া বসতি করিতেছেন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বা প্রাচীন 'বিশ্বাস' পদবী রক্ষা করিতেছেন, কেহ বা আবার 'দাস' শব্দের অনুরক্ত হইয়াছেন, আর কেহ বা মণ্ডল-পদবী

গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা সকলেই এই এক 'বিশ্বাস' বংশের ও কংস-গোত্রের সন্তান। মূলতঃ দাস-পদবী—প্রকৃত সচ্চাষী সমাজ অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী সমাজের বহির্ভূত জানিবেন। সুতরাং বৈশ্যবর্ণের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই 'দাস' শব্দের ব্যবহার সংশোধন করা ন্যায়সঙ্গত কি না তাহা সমাজস্থ মাননীয় ব্যক্তিবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার চিন্তা করিলে বড় ভাল হয়। নিজ বংশগত পদবী ব্যবহার করা কোনরূপ আপত্তিকর হইতে পারে না। কারণ, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজেও বহুবিধ শ্রুতিকটু পদবীর প্রচলন আছে। ব্রাহ্মণ সমাজে যথা :—(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড—৩য় ভাগ—৪৩, ৬৮পৃঃ ; এবং বল্লাল-চরিতম্ ৯ হইতে ১১ পৃঃ)—মুখটী, হড়, গড়গড়ী, (বা গড়গড়া) গুড়্, ঘণ্টা, পূতিতুণ্ড, কেশরকোনী, দিণ্ডি, পীতমুণ্ডী, মাস্‌চটক্, কুসুমকুলি, বোক্‌ট্যাল্, শিরাড়ী, তিলাড়ী, বালী, ঝিক্‌রাড়ী, হিজ্জল, সিম্‌লা, সিম্‌লাই, পলসাঞী, বাপুলি, সাহুড়ি, দগ্ধবাটী, তৈলবাটী, ষাঁড়েশ্বরী, কুলকুলী, কুড়মুড়ী, কুক্কুটী, ঝামা, খনি, ধুন্ধুড়ী, লোম, চেঙ্গা, মৎসাশী, বাল, কেরল, বলিহারি, ঝিকর, আকাশ, ঘুঘু, কার্‌ফর্‌মা, পারি, পোড়ারী ইত্যাদি। এতদ্ ব্যতীত আরও বহুবিধ বংশের উপনাম আছে যথা (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড—২য় ভাগ—১৪২ পৃঃ) :—জোখা, গোদা, চাউলা, আধ্‌জামিরিয়া, লেড়্‌ডাঙ্গা, গণক, পিণ্ডা, কাছাপাতানিয়া, কেটিয়া, চুলা, গবা, পেন্দা, কাটা, কবিরাজ, জেশেখা ও ঠাকুর-কাটা ইত্যাদি।

কায়স্থ-সমাজ যথা (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড—১ম খণ্ড, ১৩৪০ সাল, ২৮ পৃঃ) :—বসু, ঘোষ, গুহ,

মিত্র, দত্ত, নাগ, নাথ, দেব, সেন, পালিত, ও সিংহ এই দ্বাদশটী সিদ্ধ বলিয়া কুল-গ্রন্থে প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন ৮৭ ঘর আছে যথা ঃ—কর, ভদ্র, রুদ্র, চন্দ্র, গ্রহ, ধর, নন্দী, পাল, অঙ্কুর, দাম, ক্ষাম, বান্, হোড়, ভূত, ভূতি, বাতি, দাড়ি, চাকি, ঢোল, স্বর, ঘর, আইচ, সোম, পৈ, হুই, নাই, তোষ, লোধ, গুণ, মান্, মন, গণ, অপ, শূর, গোলক, দূতক,, দাহক, ধরণী, শর্ম্মা, বর্ম্মা, ভঞ্জ, ভুজঙ্গ, রঙ্গ, শীল, খিল, পীল, চাঞ্চি, শাঞ্চি, পুঞ্চি, গুঞ্চি, রাণা, দানা, রাহুত, অপক্ষেম, বেদক, অর্ণব, চাস্, যশ, কীর্ত্তি, শক্তি, বিন্দু, বন্ধু, ধনু, সুমনু, ভূমিক, তেজ, নাদ, বল, ভট, ভট্টি, নন্দন, বর্দ্ধন, রক্ষিত, রাজ, আদিত, বিষ্ণু, হেম, ওম, (হোম্), গণ্ড, কুণ্ড, রাহা, হেস. ব্রহ্ম, শাল, আঢ্য। এই সমস্ত ব্যতীত আরও কতিপয় পদবীর প্রচলন আছে যথা ঃ—(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস বারেন্দ্র কায়স্থ বিবরণ—২য় খণ্ড—১৩৩৪ সাল—১০৭ পৃঃ)—পোল, পাল, ভজ, আচার, দো, দাম, পাণি, চাকী, ভূতি, লোধ, পোদ্, হোড়, হাড়, পই, বই, ইত্যাদি।]

১৩শ প্রমাণ। প্রকৃত সচ্চাষী জাতির পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ ভট্টাচার্য্য, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি উচ্চ রাঢ়ীশ্রেণীর অন্তর্গত এবং ইঁহারা নবশাখ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণের সহিত কোনরূপ আদান প্রদান করেন না। কারণ 'জাতিভেদ'—১৭৬ পৃ ঃ—শ্রীদিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত—"নবশাখের" ব্রাহ্মণগণ সমাজে অপদস্থ এবং ইঁহাদিগের সহিত অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তেমনভাবে আদান প্রদান, আহারাদি করেন না।" পুনরায় 'সম্বন্ধ নির্ণয়'—১৯০৯ সাল—১৭০ পৃঃ—শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়

বলিয়াছেন, "কায়স্থের পুরোহিত ও নবশায়কের পুরোহিত এক "

সুতরাং প্রকৃত সচ্চাষী জাতি যে শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত কোন জাতি নহেন তাহা উক্ত প্রসঙ্গ হইতেও স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে, অতএব ইহা যে বৈশ্যজাতি বা বাংলা দেশের আদি বৈশ্যবর্ণ সন্তান—ইহা একেবারে নির্ভুল।

[পুরোহিতগণের মধ্যে যাঁহারা অধুনা লোভ ও মোহবশতঃ অথবা অভাবগ্রস্ত হইয়া বা ভ্রমবশতঃ সচ্চাষী-নামধেয় নকল সচ্চাষী জাতির পৌরহিত্য কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহা-দিগের এরূপ কার্য্যের জন্য নকল জাতিবর্গের নিকৃষ্টতা কিছুমাত্র লাঘব হইবে না। বরং ব্রাহ্মণগণের নিজেদেরই শাস্ত্রানুযায়ী গৌরব, মর্য্যাদা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা (মহাভারতম্—অনু ঃ—১৩৫ অঃ—৫, ৬ শ্লোক এবং পদ্মপুরাণম্—স্বর্গখণ্ডম্—২৮ অঃ দ্রষ্টব্য)। শাস্ত্রে আছে—কলির ব্রাহ্মণ তপস্যাহীন, দুর্ব্বল, শূদ্রযাজী, লোভী হইবেন। এরূপ শুনা যায় যে, কেহ কেহ অহিন্দুর দান অম্লান বদনে গ্রহণ করেন কিন্তু হিন্দু অথচ অব্রাহ্মণের দানগ্রহণে আপত্তি প্রদর্শন করেন। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য ব্রাহ্মণগণের বিবেচনার উপর ন্যস্ত রাখাই যুক্তিসঙ্গত। সমাজ-সংস্কার কার্য্যে ইঁহাদের লিপ্ত না রাখাটাই আধুনিক যুগে বুদ্ধিমানের কার্য্য। পুনরায় মনুসংহিতা, পদ্মপুরাণম্, মহাভারতম্ ইত্যাদি শাস্ত্রসমূহে আদেশ আছে যে, "আবশ্যক হইলে দূষিত বা অনুপযুক্ত গুরু এবং পুরোহিত উভয়ই ত্যাগ করিতে পারা যায়"। মনুসংহিতা—৩য় অঃ—১৫৩ শ্লোক ঃ—

প্রেষ্যো গ্রামস্য রাজ্ঞা কুনখী শ্যাবদন্তকঃ।
প্রতিরোদ্ধা গুরোবৈ ত্যক্তাগ্নির্বার্দ্ধুষিস্তথাঃ॥

অর্থাৎ ভগবান মনু বলিতেছেন, "গ্রামের বা রাজার সরকারী ভৃত্য, কুৎসিত নখরোগবিশিষ্ট এবং কৃষ্ণবর্ণ দন্তবিশিষ্ট, গুরুর প্রতিকূলাচরণকারী, শ্রৌত, স্মার্ত্ত, অগ্নি-পরিত্যাগকারী, চরিত্র-হীন এবং কুসীদজীবী (অর্থাৎ সুদখোর) এই সকল ব্রাহ্মণকে হব্য-কার্য্যে পরিত্যাগ করিবে।"

পৃথিবীর ইতিহাস---২য় খণ্ড—দ্বিতীয় সংস্করণ—৩৪২ পৃঃ হইতে ৩৫৬ পৃঃ শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত :—ভারতবর্ষে দেশভেদে ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, যথা :—পঞ্চ-গৌড় ও পঞ্চদ্রাবিড়। পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ যথা :—স্বারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়দেশীয়, উৎকলীয় এবং মৈথিল। পঞ্চদ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণগণ যথা :—মহারাষ্ট্রীয়, অন্ধ্র, বা তৈলঙ্গী, দ্রাবিড়ী, কার্ণাটিক্, গুর্জ্জরী বা গুজ্‌রাটী। সারস্বত ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ সিন্ধুদেশে, পঞ্জাবে ও কাশ্মীরে বাস করেন। সিন্ধুদেশ ও পঞ্জাবের ব্রাহ্মণগণের উপাধি :—মিশি (মিশ্রী), মোল, তেখা, ঝিঙ্গন, জেতেলি, কুমরীয়, কালিয়া, মালিয়া, কুপুরিয়া, মধুরিয়া, বাগ্‌গে এবং শুক্লযজুর্ব্বেদী। কাশ্মীরের ব্রাহ্মণগণ সকলেই 'পণ্ডিত' উপাধিধারী এবং চতুর্ব্বেদের অধিকারী বলিয়া দাবী করেন। এখানে 'ডোগ্‌রা' নামে আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পার্ব্বত্য প্রদেশে দেখা যায়। কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণগণের তিনটী ভাগ আছে যথা :—কান্যকুব্জ, সরযুপুরী, সনাধ্যায় এবং তাঁহাদের উপাধি :—মিশ্র, সুকুল, দোবে বা দ্বিবেদী, পাঁড়ে, চৌবে বা চতুর্ব্বেদী, পাঠক, দীক্ষিত, আওস্তী, ত্রিবেদী বা তেওয়ারী, বাজ-পেয়ী। ইহারা শুক্লযজুর্ব্বেদী, সামবেদী ও ঋগ্বেদী। গৌড়ীয় বা বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা :—কান্যকুব্জাগত (বারেন্দ্র ও রাঢ়ীশ্রেণীয়), সপ্তশতী, বৈদিক,

(সাধারণতঃ নবদ্বীপ পূর্ব্বস্থলী, ভট্টপল্লী স্থানে বাস করেন)। এই সকল ভিন্ন শাকলদ্বীপী ব্রাহ্মণ (বিহারের দক্ষিণাংশে বাস করেন)—আসামী ব্রাহ্মণ ও অগ্রদানী ব্রাহ্মণ আছেন। আসামী ব্রাহ্মণগণ অনেকেই 'বৈদিক' বলিয়া পরিচয় দেন, আবার শিবসাগর ও লক্ষ্মীপুর অঞ্চলের আসামী ব্রাহ্মণগণ আপনাদের 'কনোজীয়' বলিয়া পরিচয় দেন। উৎকলীয় বা উড়িষ্যার ব্রাহ্মণ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত যথা:—দাক্ষিণাত্য (কটক্, পুরী ও তৎসন্নিকটস্থ স্থানের ব্রাহ্মণগণ) ও জাজ্পুরী (জাজ্পুর অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ এবং উহাদের উপাধি—পতি, পাণ্ডা, দাশ, মিশ্র, সৎপথি প্রভৃতি। উড়িয্যার ব্রাহ্মণেরা আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা:—(১) বৈদিক, উপাধি—সামন্ত, মিশ্র, নন্দ, পতিকর আচার্য্য, সৎপথি, দেবী, সেনাপতি, পর্ণগ্রাহী, নিঃশঙ্ক, বৈনীপতি; (২) পূজারি বা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ; (৩) বিষয়ী ব্রাহ্মণগণ, উপাধি· মহাপাত্র, পাণ্ডা, সেনাপতি, পতি, পণি, পশুপালক। মহাস্থানী ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন। [সাউ-পদবী উড়িষ্যা দেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত আছে]।

মিথিলা প্রদেশের ব্রাহ্মণগণ মৈথিল নামে প্রসিদ্ধ এবং পাঁচ ভাগে বিভক্ত যথা: শ্রোত্রীয়, যোগ, পঞ্জীবোধ, নাগর, জৈবর এবং উপাধি—মিশ্র, ওঝার বা ঠাকুর, পাঠক, পুর, পাদরি, চৌধুরী, রায়, খাঁ, পরিহস্ত, কুমার। ইঁহারা সামবেদী, শুক্লযজুর্ব্বেদী, ঋগ্বেদী এবং শাক্ত, বৈদিক ও রামাবৎ—এই তিন শ্রেণী এবং আধুনিক যুগে ইঁহারাই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদৃত। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত: ইঁহাদের উপাধি—পন্থ, রাও, দেশাই, দেশপান্তে,

দেশমুক, কুলকর্ণী, পতি, গোখেল, যোশী, পরাঞ্জপে, রাণাডে, আপ্তে, আথাঙেল, চিতেল, আচাঙেন, বাপতে, ভেব, পাটবর্দ্ধন, গাদ্‌রে, প্রভৃতি। ইঁহারা ঋগ্বেদী, সামবেদী, অথর্ব্ববেদী। অন্ধ্র-ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ ষোল ভাগে বিভক্ত এবং ঋগ্বেদী ও শুক্ল-যজুর্ব্বেদী। দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণগণ- ঋগ্বেদী, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদী, শুক্ল-যজুর্ব্বেদী, সামবেদী, দ্রাবিড়ী-অথর্ব্ববেদী এবং নুম্বী।, কর্ণাট দেশের ব্রাহ্মণগণ কর্ণাটিক বলিয়া পরিচিত; ইহারা ঋগ্বেদী, যজুর্ব্বেদী, সামবেদী; উপাধি যথাঃ—ভট্ট, আচার্য্য, ঠাকুর, ব্যাস্। গুজরাটী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে "ঔদীচ্য ব্রাহ্মণের" সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহারা সামবেদী ও যজুর্ব্বেদী। দাক্ষিণাত্যের নাম্বুরী ব্রাহ্মণ-বংশে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই ইতিহাসখানির রচনা প্রসঙ্গে যে অল্পসংখ্যক গ্রন্থে এবং পুস্তকে সচ্চাষী জাতির সম্বন্ধে অপবাদ বা কুৎসা আছে বলিয়া আমি অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি সে সমস্তই যে অসঙ্গত অথবা অসত্যমূলক—তাহা যুক্তি-তর্কের দ্বারা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। এই পুস্তকগুলি আমার পঠিত পুস্তক-সমূহের তালিকার মধ্যে (*) এইরূপ চিহ্নিত করা জানিবেন।

১। আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহারই রচিত "আত্মচরিতে" সচ্চাষী জাতিকে নিকৃষ্ট বলিয়া অভিবাদন করিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে তাঁহার কোন ত্রুটি হয় নাই; কারণ পূর্ব্বে ১৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই জাতির প্রাচীনকালের গৌরব আজ জনসাধারণের নিকট ঘনতমসাবৃত—তাহার উপর আবার পাশ্চাত্য বা ইংরাজি-শিক্ষার অভাব নিবন্ধন এই জাতি অদ্যাপি জনসাধারণের নিকট 'নিকৃষ্ট' বলিয়া খ্যাত।

২। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন কোন গ্রন্থকার প্রকৃত শব্দের বিকৃত অর্থ করিয়া কোন কোন জাতিকে নিকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করেন। এমন কি, জাতির কাল্পনিক নামের সৃষ্টি এবং কাল্পনিক উৎপত্তির বিবরণও দেখাইতে বিরত হন নাই। প্রকৃতপক্ষে এরূপ চেষ্টায় তাঁহাদের অজ্ঞতাই প্রকাশিত হয়, জাতির পরিচয় তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় না। যেমন, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 'সদ্‌গোপ্‌-তত্ত্ব'—১ম সংস্করণ—২য় ভাগ—১৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—

"সৎ+চাষী=সৎচাষী। 'সৎচাষী' মানে ভাল চাষী নহেন, ইহার দ্বারা বুঝায় 'চণ্ডাল'—(অভিধান)"। সৎ অর্থে অসৎ বা ভাল নহে এবং সচ্চাষী অর্থে 'চণ্ডাল' এরূপ অর্থ কোন অভিধানে আছে তাহা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও (এমন কি, "বিশ্বকোষ" পর্য্যন্ত) আমি পাইলাম না। পরন্তু, শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয় 'অস্পৃশ্য-জাতি'—ভাদ্র ১৩৩৪ সাল—পুস্তকের ৪১ ও ৫১ পৃষ্ঠায় 'সদ্‌গোপ্ বা সদ্গোপ্' জাতিকে শূদ্রবর্ণের নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া বিশেষভাবে এক বিশদ বিবরণ দিয়াছেন'। [সদ্গোপ্ জাতির বিবাহ বৈশ্যবর্ণের কোন প্রকার সংস্কারাত্মক নহে এবং বিবাহ-রাত্রে সম্প্রদান-কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর, কন্যার সীমন্তে সিঁন্দুর দেওয়া হয়]। উক্ত প্রকার অজ্ঞতার পরিচয় আদৌ বিরল নহে, উদাহরণ যথা :—

৩। 'গৌড়ের ইতিহাসে'—১ম খণ্ড—১৩১৭ সাল—২২৬ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন :—"চাষাধোপা—দ্রাবিড়ের অনার্য্য জাতি-সম্ভূত"। ভারতবর্ষের দ্রাবিড় জাতির বা অন্যান্য অনার্য্য জাতির প্রকৃত পরিচয়-জ্ঞান প্রাচীন কালের ব্যক্তিবর্গেরই ছিল। উপস্থিত এই জাতির নিদর্শন—সাঁওতাল, কোল, ভীল, খাসিয়া, কুকি, নাগা, গারো, লুসাই প্রভৃতি জাতিসমূহকে দেখিলে কতক পরিমাণে বুঝা যায়। এই জাতির কোনটাই বাঙ্গালী-সমাজভুক্ত নহে, বাঙ্গালীদের ন্যায় আচার-বিচারযুক্ত নহে, বাঙ্গালীদের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষাও বলে না; প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ভিন্ন প্রকার মাতৃভাষা আছে। বাঙ্গালীদের ন্যায় ইহাদের সমাজ ব্রাহ্মণযুক্ত নহে। সুতরাং সচ্চাষী জাতি বা সমাজ

যদি দ্রাবিড় অনার্য্য জাতি হইতে উৎপন্ন হইত তাহা হইলে ইহা কখনও বাঙ্গালাদেশের বুকের উপর বাঙ্গালী সমাজের অপরাপর জাতিসমূহের ন্যায় আচার-বিচারযুক্ত, বাঙ্গলা-ভাষাযুক্ত, ব্রাহ্মণযুক্ত হইয়া প্রাচীনকাল হইতে কখনও বাস করিতে পারিত না। নিজ জ্ঞানবুদ্ধির অতীত কোন অজ্ঞাত বিষয়ের প্রতি অসঙ্গতভাবে ভ্রান্তিমূলক অভিমত প্রকাশ করাটা প্রকৃত মানবের কার্য্য নহে।

৪। 'বল্লাল-চরিতম্'- শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য অনূদিত। উক্ত গ্রন্থখানি, গ্রন্থকার মহাশয়ের সংগৃহীত একখানি হস্ত লিখিত (পুঁথি) ও কতিপয় জাতীয় পুস্তকের সাহায্যে পুনঃ রচিত ও মুদ্রিত। ইহা প্রকৃত 'বল্লাল-চরিতম্' কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ। কারণ উক্ত পুস্তকে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের নাম উল্লেখ করা এবং তথা হইতে উদ্ধৃত জাতিসমূহের নাম এবং সেই সঙ্গে 'কৃষিরজক' এই জাতির নাম ও ইহা সদ্‌গোপ সংক্রান্ত জাতি বা সদ্‌গোপ হইতে উৎপন্ন জাতি—এরূপ বিবৃত আছে। এই 'কৃষিরজক'কে ইনি আবার (অর্থাৎ গ্রন্থকার মহাশয়) 'চাষা ধোপা' বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আমি উক্ত বল্লাম-চরিতম্ ব্যতীত আরও দুইখানি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার সম্পাদিত 'বল্লাল-চরিতম্' পুস্তকগুলি বিশেষভাবে পাঠ করিয়াছি—কিন্তু এই গ্রন্থগুলিতে 'কৃষি-রজক' বলিয়া কোন শব্দ নাই বা এরূপ কোন প্রকার জাতির নাম উল্লেখ করা নাই। পুনরায় শ্রীযুক্ত সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়—১৩২১ সালের—'বল্লাল-চরিত' সমালোচনায় ৪৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—"সহৃদয় পাঠকগণ, এক্ষণে বোধ হয়, বুঝিতে পারিতেছেন, বল্লাল-চরিতগুলি কিরূপ ধরণের স্বকপোল-

কল্পিত উপন্যাস। ইহাতে সত্যের বিন্দুমাত্র সমাবেশ নাই। এই সমস্ত পুস্তকগুলি নিতান্ত আধুনিক"।

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "মহানাদ বা বাঙ্গালার গুপ্ত ইতিহাস" ১৩৩৫ সাল—৩৪ ও ৩৬ পৃষ্ঠায় "বল্লাল চরিতের" বিশদভাবে সমালোচনা করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, "আধুনিক কুল-গ্রন্থসমূহে ও বল্লাল-চরিত্ পুস্তক-গুলিতে বহু কল্পিত কথার সৃষ্টি হইয়াছে। এমন কি উহারা সব জাল গ্রন্থ।"

৫। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ পাল মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'গন্ধবণিক-তত্ত্ব'—১৩১০ সাল পুস্তকের সঙ্করবর্ণ জাতিমালার তালিকায় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের নাম উল্লেখ করিয়া 'কৃষিরজক' জাতির নাম ও ইহার পূর্ব্ববর্ণিত অনুরূপ সদ্গোপ জাতি সংক্রান্ত উৎপত্তির বিবরণ দেওয়া আছে। আমি তিনখানি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারের অনূদিত 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ' অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে, 'কৃষিরজক' বলিয়া কোন শব্দ নাই বা উক্ত প্রকার উৎপত্তির বিবরণও নাই। বরং উক্ত পুরাণে গন্ধবণিক জাতিকে শূদ্রের বর্ণসঙ্কর জাতি বলিয়া বর্ণনা করা আছে। গন্ধবণিক জাতি যে শূদ্রজাতি তাহা শাস্ত্রীয় আলো-চনার দ্বারা এবং সামাজিক পুস্তকগুলির আলোচনা দ্বারা আমার এই গ্রন্থে পূর্ব্বে বহু স্থলে দেখান হইয়াছে। সদাশয় পাঠক পাঠিকাগণের সুবিধার্থে এস্থলে পুনরায় "সম্বন্ধ-নির্ণয়" —শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত—১৯০৯ সাল—১৯৪ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিলাম, "বঙ্গদেশবাসী বণিকগণ শূদ্রমধ্যে পরিগণিত। কাংস্যবণিক, শঙ্খবণিক, তাম্বুলী-বণিক, গন্ধবণিক—নবশায়ক মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উল্লিখিত 'কৃষিরজক' জাতির সম্বন্ধে—'জাতিতত্ত্বকল্পদ্রুম' নামক পুস্তক প্রণেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ, বি-এল, মহাশয় ১৩৩৫ সালের উক্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন, "৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত 'জাতি নির্ণয়ে'—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে উদ্ধৃত তথাকথিত 'কৃষিরজকের' উৎপত্তি কল্পিত। উহা উক্ত পুরাণের সংস্কৃত সংস্করণে নাই। উহা কাল্পনিক।" সুতরাং এখন বলা যাইতে পারে যে, এই 'কৃষিরজক' শব্দটী এবং তথাকথিত এই জাতির উৎপত্তির বিবরণ আধুনিক কালের একজন গ্রন্থকার কল্পিত এবং তাঁহারই সমর্থনরূপী আরও তিন চারি জন বা কতিপয় সামাজিক গ্রন্থকারের উদ্ভব হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অন্যের প্ররোচনায় সামান্য একটী মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে নরক-দর্শন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত গ্রন্থকার মহাশয়গণের এরূপ স্বেচ্ছাকৃত পাপের ফলভোগ যে কিরূপ ভীষণ হইতে পারে তাহা একমাত্র শ্রীভগবানই জানেন। সুতরাং আশা করি, গ্রন্থকার মহাশয়গণ ভবিষ্যতে এরূপ অদ্ভুত ও অলীক যুক্তির প্রয়োগে বিরত থাকিবেন।

৬। শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত 'সম্বন্ধ নির্ণয়'—১৯০৯ সাল—২০৫ পৃঃ লেখা আছে:—"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় ভারতচন্দ্র-কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে 'চাষা ধোপা' নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া লিখিত আছে"। অবশ্য গ্রন্থকার, বিদ্যানিধি মহাশয় এই প্রসঙ্গে কেবল লিখিয়াছেন—'এই জাতির জীবিকা কৃষিকার্য্য' কিন্তু ইহার উৎপত্তির অথবা অপর কোনরূপ আলোচনা এই জাতির সম্বন্ধে আর করেন নাই। উক্ত কবিবর তদানীন্তন কালের সচ্চাষী বা চাষাধব জাতির অবস্থা অনুযায়ী বিবরণ দিয়া গিয়াছেন মাত্র সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই;

কারণ আমার এই গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, মহারাজ বল্লাল সেনের সময় হইতে এই জাতির প্রতি দেশের প্রায় অপর সর্ব্ব জাতীয় ব্যক্তিবর্গের ভীষণ আক্রোশ জন্মিয়াছিল এবং সেই অবধি তাঁহারা সচ্চাষী জাতিকে সর্ব্বপ্রকারে এবং সর্ব্ববিষয়ে অসঙ্গতভাবে অপদস্থ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এমন কি, ইহাতেও ইহারা ক্ষান্ত হন নাই। অবশেষে চাষাধব শব্দটীকেও চাষাধোবা বা চাষাধোপায় পরিণত করিয়া তবে শান্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয় 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস' ১৩১৭—সাল নূতন সংস্করণ পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, "প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে সম্পূর্ণ সত্য ইতিহাস একখানিও নাই। সব্বত্রই বিজয়ীরা পরাজিতের উপর নানারূপ মিথ্যা দোষারোপ করিয়া নিজ দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকারগণ ভয়, লোভ বা পক্ষপাতের বশীভূত হইয়া ঠিক সত্য কথা লিখিতে পারেন নাই। ভ্রমবশতঃও প্রচুর মিথ্যাকথা কিংবদন্তীতে, সনদে এবং গ্রন্থসমূহে প্রবেশ করিয়াছে"।

হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

মানুষ স্বয়ং নিজে, তাঁহার জাতি, তাঁহার সমাজ, তাঁহার রাজ্য, তাঁহার ঐশ্বর্য্য সমস্তই অধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলেন। জগতের সব্বজাতির ইতিহাসে এরূপ বহু নিদর্শন আছে সুতরাং নূতন করিয়া এসম্বন্ধে বলিবার আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি বুঝেন না বা বুঝিবার ইচ্ছাও নাই তাঁহাকে বুঝান সহজ সাধ্য নহে। সম্ভবতঃ এই কারণেই শাস্ত্রে আছে, "অজ্ঞানীকে জ্ঞান দিবে না, আর পতিতকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিবে না। অধুনা অনেকেই ব্রাহ্মণের উপর বীতশ্রদ্ধা হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা কিন্তু সঙ্গত কার্য্য নহে। শাস্ত্রে আছে, পদ্মপুরাণম্—স্বর্গ-

খণ্ডম্—৩২ অঃ—৫২ শ্লোক, "বিষ্ণু ব্রাহ্মণরূপে এই পৃথিবীতে বিচরণ করেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত কোন কর্ম্মই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না"। স্বর্ণ যেমন সত্যকালে স্বর্ণ ছিল, এ কলিকালেও সেই স্বর্ণ হইয়া আছে। তেমনই ব্রাহ্মণ সত্যকালেও ছিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণ এই কলিকালেও আছেন। যদি তাঁহার আচার, ব্যবহার ও সংস্কারের কিছু দোষণীয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে বিচারের ভার নিজের উপর না রাখাটাই যুক্তি-সঙ্গত। পরন্তু, ব্রাহ্মণের প্রতি কর্ত্তব্য-জ্ঞানে ব্রাহ্মণের উপযুক্ত সমাদর প্রদান করিলে সেই ব্রাহ্মণ হয়ত একদিন নিজের দোষগুলি সংশোধন করিতে প্রয়াস পাইবেন ('রামপ্রসাদ'—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত)। ব্রাহ্মণ আমাদের অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের ধর্ম্মপথের প্রদর্শক। ব্রাহ্মণ ব্যতীত দীক্ষা হয় না। কিন্তু অধুনা অনেকে আবার এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম করিতেছেন। এরূপ কার্য্য শাস্ত্র-সঙ্গত নহে; কারণ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন। মানুষ জন্মগ্রহণ করিলেই তাঁহাকে মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে। এই যে অজানা পথে যাইতে হইবে তার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হওয়া প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য; নচেৎ মৃত্যু-সময়ে বড়ই আক্ষেপ করিতে হয়।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্—অনুষঙ্গপাদঃ—১৩ অঃ—৩০ শ্লোক :—

ন হ্যেনং প্রস্থিতং কশ্চিদ্গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
যদনেন কৃতং কর্ম্ম তদেন মনুগচ্ছতি॥

অর্থাৎ "জীবগণের মৃত্যুকালে কেহই তাহার অনুগমন করে না; কেবলমাত্র কৃতকর্ম্মই তাহার অনুগমন করিয়া থাকে"। এই জন্যই গুরুমন্ত্রের প্রয়োজন হয়। গুরু করিতে হয় যতদূর সম্ভব পবিত্র, শাস্ত্রজ্ঞ, চরিত্রবান, কঠিনব্যাধিশূন্য, কোনরূপ

অঙ্গহীন হইবেন না (অর্থাৎ কানা, খোঁড়া, কালা, নুলো, ইত্যাদি হইবেন না)। এরূপ গৌরবর্ণযুক্ত ব্রাহ্মণ হওয়া দরকার। তবে ব্রহ্মচারী গুরুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নিয়মিতভাবে প্রত্যহ গুরুমন্ত্র জপ্ করিতে হয়। কারণ তিন দিন উপর্য্যুপরি গুরুমন্ত্র জপ্ না করিলে ঐ মন্ত্র আর কার্য্যকারী হয় না অর্থাৎ ঐ মন্ত্র পচে যায় এবং নূতন করিয়া পুনরায় গুরুমন্ত্র লইতে হয়। জপের সর্ব্বনিম্ন সংখ্যা হইতেছে ১০৮ বার কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে আরও কিছু বেশী সংখ্যা জপ্ করিতে হয়। গুরুমন্ত্র লইলে যতদূর সম্ভব পবিত্রভাবে থাকিতে হয় ও পবিত্র আহার করিতে হয়। পদ্মপুরাণম্—স্বর্গখণ্ডম্—২৮অঃ—৩২ হইতে ৩৬ শ্লোক—ও ক্রিয়াযোগসার ঃ—"বক, হংস, দাতূই, চটক, পারাবত, কোকিল, বায়স, গৃধ্র, কপোত (কালো পায়রা), টিট্টিভ, গ্রাম্যকুক্কুট্ (মুর্গী), জালপাদ, সিংহ, ব্যাঘ্র, মার্জ্জার, কুক্কুর, গো, শূকর, শৃগাল, মর্কট এবং গর্দ্দভ ভক্ষণ করিবে না। (কুক্কুট, গো, শূকর ইত্যাদি অভক্ষ্য, ভক্ষণ করিলে ভয়াবহ ক্ষয়রোগ হয়— স্কন্দপুরাণম্) ঔষধার্থে বা যজ্ঞ নিমিত্ত মাংস খাইবে কিন্তু লোভবশে খাইবে না। পরধনে বা পরদারে কদাচ লোভ করিও না। উভয় সন্ধ্যায় আহার করিবে না। রাত্রিকালে দধি ভক্ষণ করিবে না। তেজকামী পুরুষ স্ত্রীর ভোজনকালে তাহাকে দেখিবে না। যে আততায়ী ব্রাহ্মণকে মনে মনেও হিংসা না করে, সে দেবগণেরও দুর্ল্ভ সর্ব্বলোক প্রিয়তা লাভ করে। ব্রাহ্মণ যাহার গৃহে আসিয়া নৈরাশ্য প্রাপ্ত হন না, তাহার সর্ব্বপাপ ক্ষয় পায় এবং সে অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করে। সত্যপালন ও বীর্য্যধারণ যতদূর সম্ভব করা উচিত।" উক্ত নিয়মগুলি পালন না করিলে গুরুমন্ত্র কার্য্যকারী

হয় না। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, আর কি শূদ্র সকলকেই উক্ত নিয়মের অধীন হইতে হয়, নচেৎ তাঁহার মানব জন্মের কোন সার্থকতা হয় না। যদি কোন ব্রাহ্মণ কোনরূপ দূষিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে সেরূপ ক্ষেত্রে অপর পবিত্র চরিত্রবান ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া দৈবকার্য্য সম্পাদন করা যুক্তি সঙ্গত। 'মন চাঙ্গা ত কট্‌রামে গঙ্গা' এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে কার্য্য করেন। কিন্তু ইহা একমাত্র মুক্ত পুরুষের পক্ষেই শোভা পায়। কামিনীকাঞ্চনে লিপ্ত সংসারাবদ্ধ জীবের জন্য নহে, ইঁহাদিগকে কষ্ট স্বীকার করিয়া 'মা গঙ্গার' নিকট যাইতে হইবে নচেৎ 'মার' কৃপালাভ করা সম্ভবপর নহে। এই সম্বন্ধে স্বর্গীয় রায় বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন, ডি-লিট মহাশয়ও —'বৃহৎবঙ্গ' ১মভাগ—১ হইতে ৫ পৃষ্ঠায় অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবও বলিয়াছেন, মনে করো না যে আচারবিহীন শৌচবিহীন হ'লেই পরমহংস হওয়া যায়।

"যার তার হাতে খেলেই জাতিবুদ্ধি যায় না বরং তাতে আরও বিষম অনিষ্টই হোয়ে থাকে। যার পাককরা অন্ন আহার করা হয় তার শারীরিক ও মানসিক সমস্তভাব, আহার্য্য বস্তুর সঙ্গে ভোজনকারীর ভিতরে সংক্রামিত হয়ে থাকে। সাধারণ চক্ষে মানুষ তাহা দেখতে পায় না বটে কিন্তু এ অতি সত্য (ভারতের সাধনা—শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ দেব গোস্বামী)। সাধক পুরুষের পক্ষে উক্ত নিয়মটী বর্ণে বর্ণে পালন না করিলে তাঁহার সাধনপথে বহু অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হয়—ইহা খাঁটী সত্য। দেশের বহু খ্যাতনামা মনীষিগণের জীবনী আলোচনা করিয়া এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যতদিন যৌবনের

তেজ, উদ্দাম এবং ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি থাকে ততদিন তাঁহারা শাস্ত্র বিশেষ মানেন না বা অনেক অশাস্ত্রীয় কার্য্যও করেন; কিন্তু শেষ জীবনে তাঁহারাও আবার গোঁড়া হিন্দু হইয়া যান এবং শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্ম সকল করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হন। সুতরাং শাস্ত্রসমূহ সম্পূর্ণভাবে সত্য না হইলেও যে বহু অংশে সত্য—তাহার প্রমাণ ইহাই যথেষ্ট।

৯ই পৌষ—১৩৪১—আনন্দবাজারে প্রকাশিত মাননীয় কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্য্য ঋষিগণের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন—"ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ অলৌকিক শক্তি দ্বারা প্রকৃত সত্য উপলব্ধিপূর্ব্বক জ্ঞান রাজ্যে বিচরণ করিতেন। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা জীবনের প্রকৃত সমস্যা সমাধান করিতে ব্যর্থকাম হইয়াছে"। অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিয়া কেহ কখনও ভগবান লাভ করিতে পারেন নাই—সুতরাং সম্ভবমত শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করা সকলেরই উচিত।

পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত বিখ্যাত অধ্যাপক মোক্ষমুলার (Max muller) বলিয়াছেন "যদি জ্ঞানের চরম শিক্ষা কিছুতে থাকে তবে তাহা হিন্দু শাস্ত্র 'বেদে'ই আছে। জ্ঞান সম্বন্ধে 'বেদ' অপেক্ষা বড় কথা কেহ কখনও বলিতে পারেন নাই, পারিবেও না"।

বৈশ্যবর্ণের বা প্রকৃত সচ্চাষী-সমাজের প্রতি গ্রন্থকারের সবিনয় নিবেদন:—বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী বা প্রকৃত সচ্চাষী সমাজ অনুগ্রহপূর্ব্বক বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবেন যে, আমার এই পুস্তকে লিখিত স্থানসমূহের সচ্চাষী-সমাজ ব্যতীত যদি অন্য কোন স্থানের 'সচ্চাষী নামধেয়' সমাজের ব্যক্তিবর্গ পুত্রকন্যার

বিবাহ দিবার জন্য অর্থাৎ সামাজিক মিলনের জন্য স্বজাতীয় বলিয়া পরিচয় দেন এমন কি দলীল পত্রাদিও দেখান—তাহা হইলেও নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে অবগত হইবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত উঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিবেন না। কারণ ঃ—

১। যে স্থানের সমাজ কৌলীন্য প্রথা বর্জ্জিত। সে সমাজ বা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ প্রকৃত অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতীয় নহেন; বরং উঁহারা শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত অন্তজ বা অপশূদ্র জাতীয় এবং 'নকল সচ্চাষী জাতি' বলিয়া জানিবেন। ইহার সমর্থনস্বরূপ এস্থলে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম,— "বঙ্গীয় পতিত জাতির কর্ম্মী"—১৩২২ সাল—৫ম অঃ—'বঙ্গের পতিত জাতি' শ্রীহরিদাস পালিত প্রণীত. "প্রত্যেক জাতীয় সমাজে পৃথক পৃথক ব্যবসায়ের বুদ্ধির ও আচার-ব্যবহারের প্রচলন আছে, সকলে সকলের অন্নজল গ্রহণ করিবে না। ধোপা ধোপার কার্য্যই করিবে—সে কখনও ক্ষুর ধরিবে না। মুচি ভাগাড় কামাইবে, জুতা প্রস্তুত করিবে কিন্তু অপর জাতির কাপড় পরিষ্কার করিবে না। এমন কি ধোপাও মুচি, হাঁড়ী, ডোমের কাপড় ধৌত করিবে না। আমাদের এই সব পতিত জাতির মধ্যেও বড় ছোট ভাব আছে। যাহারা বড় তাহারা কুলীন; তাহারা ছোটকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিবে না।" উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, পতিত জাতির অর্থাৎ শূদ্রবর্ণের অন্ত্যজ বা অপশূদ্র জাতির মধ্যে কৌলীন্য বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহা প্রকৃত কৌলীন্য মর্য্যাদার অর্থাৎ প্রাচীন আর্য্য-সমাজের কৌলীন্য অথবা মহারাজ বল্লাল সেন স্থাপিত কৌলীন্য মর্য্যাদার অন্তর্গত নহে।

প্রকৃত অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতির কৌলীন্য প্রাচীন আর্য্য-সমাজের কৌলীন্য (১০নং প্রমাণে পূর্ব্বে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে) এবং ইহা একমাত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন দ্বিজবংশে প্রচলিত ছিল। মহারাজ বল্লাল সেন মহাশয়ও যে কৌলীন্য মর্য্যাদার প্রবর্ত্তিত করেন—তাহাও উক্ত প্রাচীন আর্য্য-সমাজের নীতি অবলম্বনে হয়। হিন্দুসমাজের ইতিহাস—৪১৩ পৃঃ—"বল্লাল সেন যে নীতি অবলম্বন করিয়া কৌলীন্য প্রথা স্থাপন করিয়াছিলেন সেই নীতি পুরাকাল হইতে প্রচলিত ছিল"।

কিন্তু তিনি অর্থাৎ মহারাজ বল্লাল সেন শূদ্রের মধ্যে পতিত বা অপশূদ্র জাতিসমূহের মধ্যে কৌলীন্য দান করেন নাই। বাঙ্গালার সমাজিক ইতিহাস—১৩১৭ সাল—২৬, ২৭ পৃঃ—শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল প্রণীত :—"কায়স্থ, তিলী, কামার, কুমার প্রভৃতি সৎশূদ্রের গুণ ও সঙ্গতি দেখিয়া (যথা—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ ও দান এই নয়টী কুলীনের লক্ষণ) তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে বল্লাল কুলীন করিয়া গিয়াছিলেন। অবশিষ্ট অপশূদ্রদের বল্লালী মর্য্যাদা হয় নাই"। সুতরাং যে জাতীয় সমাজে প্রকৃত কৌলীন্য নাই অথচ কায়স্থ নবশায়কভুক্ত জাতীয় নহেন, সে সমাজ শূদ্রবর্ণের নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া জানিবেন।

পুনরায় প্রকৃত কৌলীন্য মর্য্যাদার রহস্য হইতেছে এই যে, যে সমস্ত জাতীয় সমাজে ইহার প্রচলন আছে, সেই সমস্ত জাতীয় সমাজে সাধারণতঃ ন্যূনপক্ষে চারিটি বিভিন্ন পদবীযুক্ত ঘরগুলির এই মর্য্যাদা আছে। কিন্তু কোন কোন জাতির কোন কোন স্থানের সমাজে দুই ঘর পর্য্যন্ত কুলীনও দেখা যায় (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু ; তাম্বূলবণিক

—শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত—বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ—শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায় ইত্যাদি) কিন্তু—ইহার ব্যতিক্রমে বা অন্যথায় উহা প্রকৃত কৌলীন্য নহে জানিবেন। উদাহরণসমূহ যথা :—

(ক) ব্রাহ্মণ সমাজের কুলীন ঘরগুলি সাধারণতঃ হইতেছে বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, ঘোষাল, পূতিতুণ্ড, কাঞ্জিবিল্ল ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত ঠাকুর, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য, মিশ্র, খাঁ, মজুমদারও কুলীনের পদবী (কৌলীন্য প্রথা—১৩১৪ সাল —১৩১ পৃঃ—শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র পূতিতুণ্ড প্রণীত)। বারেন্দ্র শ্রেণীর :—ভাদুড়ী, মৈত্র, সংযামিণী (সান্ন্যাল), ভীমকালী, বাগচী, লাহিড়ী (আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি—১৩৪৪ সাল —২৭ পৃঃ)—

(খ) কলিকাতা, ২৪ পরগণা, নদীয়া ও যশোহর জেলার বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী বা প্রকৃত সচ্চাষী সমাজের কুলীন ঘরগুলি সাধারণতঃ হইতেছে পাইক, রায়, হালদার ও বল্লভ।

(গ) বৈদ্য-সমাজের কুলীন ঘরগুলি সাধারণতঃ হইতেছে—ধন্বন্তরী, সেন, মৌদ্গল্য, দাশ, শক্তি, সেন, কাশ্যপগুপ্ত (অম্বষ্ঠতত্ত্বকৌমুদী, ১৩২৩ সাল—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল সেন কবিরত্ন মুন্সী প্রণীত)

(ঘ) কায়স্থ-সমাজের কুলীন ঘরগুলি সাধারণতঃ হইতেছে —উত্তররাঢ়ী—ঘোষ, সিংহ, দক্ষিণরাঢ়ী—ঘোষ, বসু, মিত্র, বারেন্দ্রকায়স্থ—দাস, নন্দী, চাকী, বঙ্গজকায়স্থ—ঘোষ, বসু, গুহ।

মোট এই ১১ ঘর কুলীন (বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ ১৩১০ সাল —১৫৩ পৃঃ শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ রায়)

(ঙ) তাম্বুলী-সমাজের কুলীন ঘরগুলি সাধারণতঃ হইতেছে

—আদিসমাজ—চেল, দত্ত, পাল, সেন ; ১৪গ্রামী-সমাজ—দত্ত, সিংহ ; অষ্টগ্রামী-সমাজ—দে, সেন, নন্দী, গুঁই, রক্ষিত, লাহা, ; চতুর্গ্রামী-সমাজ—দে, কুণ্ড, সেন, গন ; দক্ষিণ দাঁড়ায়-সমাজ—দে, দত্ত, সেন, সিংহ, লাহা, রক্ষিত, দাঁ, নন্দী, পাল, চেল, কুণ্ড, গুঁই ইত্যাদি) (তাম্বূল বণিক—১৩১০ সাল—শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত)

(চ) সদ্‌গোপ্ (সদ্গোপ্) সমাজের কুলীন, ঘরগুলি সাধারণতঃ হইতেছে—পূর্ব্বকুল—সুর, নিয়োগী, বিশ্বাস ; পশ্চিমকুল—শিউর (শিহুর বা শিয়োর), ভাল্‌কী ও কাঁক্‌শা এই তিন ঘর এবং উপাধিগুলি—সিংহ, সিংহরায়, কোঙর, রায়চৌধুরী ও রায়। (সদ্‌গোপ্‌তত্ত্ব—১ম ভাগ—১৯৩৮ সাল—৭৬ হইতে ৮৩ পৃঃ শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ, বি-এল প্রণীত)

(ছ) তিলি-সমাজের কুলীন ঘরগুলি সাধারণতঃ হইতেছে—পাল, শেঠ, শ্রীমানী, ও মল্লিক।

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি

এস্থলে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম যে, নবশায়ক সম্প্রদায়-ভুক্ত জাতিসমূহের মধ্যে—তন্তবায় (তাঁতি) এবং মোদক (ময়রা) জাতীয় সমাজে প্রকৃত কৌলীন্য নাই কিন্তু এই উভয় সমাজই চারিটি শ্রেণী বা শাখা দ্বারা বিভক্ত আছেন (বৈশ্য-বস্ত্র-বণিকতত্ত্ব –তন্তবায় জাতির ইতিহাস—শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বিভূতি ও মোদক জাতির জন্মকথা—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দে প্রণীত দ্রষ্টব্য)

সুতরাং যে জাতির মধ্যে বা যে স্থানের সমাজের ব্যক্তি-বর্গের মধ্যে প্রকৃত কৌলীন্য মর্য্যাদার ন্যায় কুলীন ঘরগুলি নাই এবং যদি উক্ত জাতি বা উক্ত স্থানীয় সমাজের ব্যক্তিবর্গ

কায়স্থ ও নবশায়ক সম্প্রদায়ভুক্ত জাতি বা সমাজ না হন—অথচ সেই স্থানের সমাজ বা সেই সমাজের ব্যক্তিবর্গ যদি সচ্চাষী জাতি বলিয়া পরিচয় দেন, তাহা হইলে ইহা উহাদের প্রতারণা করিবার ছলনা মাত্র বলিয়া জানিবেন। কারণ—উহারা যে শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত অন্ত্যজ জাতি—এ বিষয়ে পূর্ব্বে ৩৪ পৃষ্ঠায় আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত করা হইয়াছে। অতএব উহারা সচ্চাষী নামধারী 'নকল সচ্চাষী জাতি' বলিয়া জানিবেন।

২। বৈশ্যের বা বৈশ্যবর্ণের প্রধান অবলম্বন 'কৃষিকার্য্য' (পূর্ব্বে ৭ পৃষ্ঠায় ইহার শাস্ত্রীয় আলোচনা করা হইয়াছে) এবং এই 'কৃষিকার্য্যের' সংস্কারটি যখন বাংলাদেশে একমাত্র প্রকৃত বা বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতির বিবাহরূপ ধর্ম্ম-কার্য্যে বৈশ্যবর্ণের নিদর্শন বা দাবীস্বরূপ এখনও প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে—তখন যে স্থানের সমাজের বিবাহ-কার্য্যে এই 'কৃষিকার্য্যের' সংস্কারটী নাই—সে স্থানের সমাজের ব্যক্তিবর্গ সচ্চাষী জাতি বলিয়া পরিচয় দিলেও (এমন কি জাতির পরিচয়ের জন্য দলীল-পত্রাদি দেখাইলেও) উহারা যে প্রকৃত অর্থাৎ বৈশ্য-বর্ণের সচ্চাষী জাতীয় নহেন—ইহা স্থির নিশ্চিত; পরন্তু উহারা যে শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত অন্ত্যজ জাতি বিশেষ এবং সচ্চাষী নামধেয় নকল সচ্চাষী জাতি বা সমাজ—ইহাও নিঃসন্দেহ।

৩। 'দাস' পদবীযুক্ত ব্যক্তিবর্গ প্রকৃত বা বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী নহেন। অথবা যে স্থানের সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে 'দাস' পদবীর প্রচলন আছে—সে স্থানের সমাজ কখনই প্রকৃত সচ্চাষী বা বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতীয় সমাজ নহে। এরূপ সমাজ শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত জাতীয় বিশেষ এবং সচ্চাষী নামধারী

নকল সচ্চাষী সমাজ বলিয়া জানিবেন (পূর্ব্বে ৪৯ পৃষ্ঠায় ইহার শাস্ত্রীয় আলোচনা করা হইয়াছে)। পুনরায়—হিন্দু সমাজের ইতিহাস ১৪৩ পৃষ্ঠা—

"বৌদ্ধ এবং অপরাপর অবৈদিক সম্প্রদায়ের সহিত সংঘর্ষে অনেক নূতন বর্ণ দেখা দিয়াছিল। এই সকল নূতন সম্প্রদায়-দিগকে পুনঃ অভ্যুদয়-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণেরা অতি ঘৃণার চক্ষে, দেখিত এবং তাহাদিগকে হীনতাব্যঞ্জক 'দাস' নাম দিয়াছিল"।

[উড়িষ্যাদেশে ব্রাহ্মণদিগের যে 'দাশ' পদবী আছে—ইহা এই দেশেরই আচার মাত্র ; কারণ "যস্মিন দেশে যদাচার" অর্থাৎ যে দেশে যেরূপ আচার বা প্রথার প্রচলন আছে। যেমন মান্দ্রাজ প্রদেশের হিন্দু-সমাজের মধ্যে সহোদরা ভগিনীর গর্ভজাত কন্যাকে অর্থাৎ ভাগ্নীকে মাতুল মহাশয় স্বচ্ছন্দে বিবাহ করিতে পারেন—ইহা এই দেশেরই প্রথা বা আচার মাত্র অথচ বাঙ্গালা দেশের নিকট ইহা অশাস্ত্রীয় বলিয়া বিদিত আছে। আবার পশ্চিম ভারতের কোন কোন স্থানের হিন্দু-সমাজের মধ্যে নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বধূ পতিহীনা হইলে পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুনরায় তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। এরূপ প্রথা কিন্তু বাংলা দেশে নাই। আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি—১৩৪৪ সাল—১৩ পৃঃ—"পাণ্ডবদিগের মত কয় ভ্রাতায় মিলিয়া এক পত্নীকে বিবাহ করিবার রীতি কুমায়ন প্রদেশে ব্রাহ্মণ, রাজপুত্ আদি জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। পঞ্জাবের জাঠ্দের মধ্যে বহু পতিত্ব-মূলক বিবাহের প্রচলন দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত আরবে, তিব্বতে এবং হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকা ও অধিত্যকা নিবাসী কতিপয় জাতির মধ্যে এক নারীর যুগপৎ বহু পতিত্ব-মূলক বিবাহের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে।" উড়িষ্যা

দেশবাসীগণ বলিয়া থাকেন যে তাঁহাদের ব্রাহ্মণেরা যে “দাশ” শব্দ ব্যবহার করেন এই “দাশ” শব্দ শূদ্রত্বজ্ঞাপক “দাস” শব্দ হইতে পৃথক এবং স্বতন্ত্র শব্দ। হিন্দু-সমাজের ইতিহাস—৫০৫, ৫০৬ পৃঃ—

“চিকিৎসা করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হইতেন। অবৈদিকতার সহিত এক সময়ে চিকিৎসা ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধ হয় ও তাহাদিগকে সেই কারণে অবৈদিকতাসূচক ‘দাস’ উপাধি গ্রহণ করিতে হয়, সেই ব্রাহ্মণেরা এখন শূদ্র-বৈদ্য নামে পরিচিত”।

৪। কলিকাতা মহানগরী, ২৪ পরগণা জেলা, নদীয়া জেলা ও যশোহর জেলা স্থানসমূহে প্রকৃত বা বৈশ্য বর্ণের সচ্চাষী জাতির আদিম বাস এবং উক্ত স্থানসমূহের উক্ত সমাজ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পদবীগুলির দ্বারা ভূষিত আছেন। যথা ঃ—মণ্ডল, সাউ (সাহু নহে), বুনো, কোরঙ্গা, বাইন (বান্), বল্লভ, ঘরামি, পাইক, তেলেঙ্গা, খাঁড়া, রায়, হাতি, ঢেঁকি, ঢেংরা, মৈতা (মাইতি নহে), হালদার, আলুনি, কবিরাজ, তাল, ভাঞ্জি, খাঁ, হাজারি, টিকারী, হাজ্‌রা, ভাবক, দারোগা, পাহাড়, গাইন্, কাবাসী, সমাদ্দার, পাট্ওয়ারী, মাঝি, গুইতি, ঘাঁটী, কয়াল, শৈল, কাজ্‌লা, সাঁপুই, বিশ্বাস, গোলদার, হাতা, ঢালী প্রভৃতি। এতদ্‌ব্যতীত আরও কতিপয় পদবীর প্রচলন থাকিতে পারে বটে কিন্তু একমাত্র শূদ্রত্ব জ্ঞাপক ‘দাস’ পদবী এই সমাজে নাই এবং ইহা এই জাতির দ্বিজ বা বৈশ্যবর্ণের নিদর্শনস্বরূপ গৌরব। বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতীয় সহৃদয় ব্যক্তিবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ নিজ বংশগত পদবীর প্রচলনে বিরত থাকিবে না। কারণ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজেও বহুবিধ শ্রুতিকটু পদবীর যে প্রচলন আছে তাহা পূর্ব্বের

৪৯ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে। ৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ব্রাহ্মণ সমাজের পদবীগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উহাদের সহিত এই সচ্চাষী সমাজের পদবীগুলির বহু অংশে ঐক্য আছে; সুতরাং ইহা হইতেও বলা যায় যে, এই জাতি নিশ্চয় দ্বিজবংশ-জাত। বঙ্গদেশে উল্লিখিত স্থানসমূহ ব্যতীত সম্ভবতঃ আর অপর কোন স্থানে বৈশ্যবর্ণের বা প্রকৃত সচ্চাষী জাতির বসতি নাই। ইংরাজ বাহাত্তুরের কৃপায় বঙ্গদেশের অপরাপর স্থানের যে সমস্ত জাতিবর্গ 'সেন্সাসে' সচ্চাষী বা চাষাধব জাতির অন্তর্ভূত হইয়াছেন ইহার জন্য তাঁহারা অর্থাৎ ঐ সমস্ত বিভিন্ন স্থানের জাতিবর্গ যে, প্রকৃত সচ্চাষী বা বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতীয় হইবেন—ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ ইং ১৯২১ ও ১৯৩২ সালের 'সেন্সাসে' সচ্চাষী জাতি সদ্‌গোপ জাতি বলিয়া লিখিত হইয়াছেন অর্থাৎ সচ্চাষী ও সদ্‌গোপ এই দুইটী জাতি একই জাতি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত সচ্চাষীজাতি ও সদ্-গোপ জাতির সামাজিক মিলন অদ্যাবধি কুত্রাপিও হয় নাই; ইহার একমাত্র কারণ হইতেছে যে, 'সেন্সাসে' উক্ত দুইটী জাতি একই প্রকার জাতি বলিয়া লিখিত থাকিলেও শাস্ত্রানুযায়ী ইঁহারা উভয়ই পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণ এবং ভিন্ন জাতি। সেইরূপ:—

(১ম) মুর্শিদাবাদ জেলার 'চাষাতী' জাতি যে সচ্চাসী বলিয়া 'সেন্সাসে' লিখিত হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'জাতিভেদ' নামক ১৩৩১ সালের পুস্তকের ১৭৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, "চাষাতী" শূদ্রবর্ণের নিম্ন শ্রেণী জাতি।" অথচ এই নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের ২৫৬ পৃষ্ঠায় তিনি পুনরায় বলিয়াছেন, "সচ্চাষী—শাস্ত্রানুযায়ী বৈশ্য।"

(২য়) মালদহ জেলার 'হলধর'রা সেন্‌সাসে সচ্চাষী বা চাষাধব জাতির অন্তর্ভূ'ত হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশের বহু স্থানে 'হলধর' নামে পরিচিত শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত বহু জাতি আছেন (শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস", "বঙ্গের পতিত জাতীর কর্ম্মী" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং প্রকৃত অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী সমাজের মাননীয় ব্যক্তিবর্গ উল্লিখিত দুইটি জেলার সচ্চাষী নামধেয় সমাজ—প্রকৃত সচ্চাষী বা বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতীয় কি না, এ বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্য নিম্নলিখিত তথ্যগুলি অনুগ্রহপূর্ব্বক বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া লইবেন :—

(ক) প্রকৃত সচ্চাষী বা বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতির প্রধান নিদর্শন হইতেছে—বিবাহের 'কৃষিকার্য্যের' সংস্কার; এই সংস্কারটী উক্ত দুইটী জেলার সচ্চাষী নামধেয় সমাজের বিবাহ-কার্য্যে প্রচলিত আছে কি না? যদি না থাকে, তাহা হইলে উহারা প্রকৃত বা বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতীয় নহেন।

(খ) উহাদের সমাজে প্রকৃত কৌলীন্য আছে কি না এবং তদনুরূপ বিভিন্ন পদবীযুক্ত কুলীন ঘরগুলিও ন্যূনপক্ষে দুই ঘরও (এই সম্বন্ধে পূর্ব্বে ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে) আছে কি না?

যদি প্রকৃত কৌলীন্য না থাকে, তাহা হইলে উহাদের সমাজ প্রকৃত বা বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী সমাজ নহে।

(গ) উক্ত স্থানসমূহের সমাজ 'দাস' পদবী বিহীন কি না? দাস-পদবী বিহীন না হইলে এই সমাজগুলি প্রকৃত সচ্চাষী সমাজ নহে।

(৩য়) পাব্‌না জেলার সচ্চাষী সমাজে (ইং ১৯৪০ সালের

বঙ্গাব্দ ১৯৪৬ সালের বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী সমাজের নেতৃবর্গের অনুসন্ধান ফলে প্রাপ্ত সংবাদ) প্রকৃত কৌলীন্য নাই এবং ইহাদের বিবাহে "কৃষিকার্য্যের" সংস্কারটীও নাই; সুতরাং ইঁহারা প্রকৃত বা বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতীয় নহেন।

(৪র্থ) খুলনা জেলার বহু নিকৃষ্ট জাতিরা কৃষিজীবী জাতি। ইঁহাদের সমাজে প্রকৃত কৌলীন্য নাই, সুতরাং ইঁহারা সচ্চাষী শ্রেণীভুক্ত হইবার প্রয়াস পাইলেও প্রকৃত বা বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতীয় নহেন [যশোহর খুলনার ইতিহাস—২য় খণ্ড—১ম সংস্করণ—১৩২৯ সাল—৮৩৪ পৃঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত)।

(৫ম) গঙ্গার অর্থাৎ হুগলী নদীর বা ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ স্থানের (যথা—হাওড়া জেলা, হুগলী জেলা ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের) সচ্চাষী নামধারীরা—প্রকৃত সচ্চাষী বা বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতীয় নহেন। ইঁহারা শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত অন্ত্যজ জাতি বিশেষ। কারণ ঃ—

(ক) প্রথমতঃ, এই সমস্ত স্থানের সমাজের বিবাহে 'কৃষিকার্য্যের' সংস্কারটী নাই। কলিকাতা বেনিয়াপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দাস (ভাঞি) মহাশয় কর্ত্তৃক ১লা মাঘ ১৩৪৬ সালের প্রকাশিত মৎপ্রণীত 'বৈশ্য-সচ্চাষী সমাজ' প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা পুস্তকের ৬ পৃষ্ঠায় তিনিও স্বীকার করিয়াছেন যে, "(বিবাহ-রাত্রে) কুশণ্ডিকা ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার অব্যবহিত পরে তাঁহারা (অর্থাৎ গঙ্গার পশ্চিম পারস্থ সচ্চাষী নামধারীরা) সিঁন্দূর লেপন কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন।" [সুতরাং 'কৃষিকার্য্যের' সংস্কারটী ত নাই, উপরন্তু হরিশচন্দ্র বাবুর উক্তবর্ণিত কুশণ্ডিকা প্রকৃত

কুশণ্ডিকা নহে। ইহা যে লাজাহুতি বা লাজ হোম তাহা সহৃদয় জনসাধারণ নিম্নপ্রসঙ্গ পুরোহিতদর্পণ ইত্যাদি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন]। অতএব এখানকার সমাজ বৈশ্যবর্ণ ত নহেন পরন্তু শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত জাতীয় সমাজ, কারণ :— হিন্দুসমাজের ইতিহাস ৫১১ পৃঃ- "শূদ্রের কোন প্রকার সংস্কার নাই" এবং এই জন্যই—

(খ) ইঁহাদের বিবাহ দিবসে কন্যা সম্প্রদান কার্য্য সম্পন্ন হইবার পরই সেই রাত্রিতেই কন্যার সীমন্তে সিঁন্দুর দেওয়া হয়। হরিশ্চন্দ্র মহাশয়ও তাঁহার রচিত উক্ত পুস্তকের ৪ পৃষ্ঠায় পুনরায় লিখিয়াছেন, "তাঁরা (অর্থাৎ গঙ্গার বা ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ সচ্চাষী নামধারীরা) বিবাহের রাত্রে কন্যার সীমন্তে সিঁন্দুর লেপন করিয়া থাকেন।" এরূপ প্রথা শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতিসমূহের প্রথা (ইহার আলোচনা পূর্ব্বে ১১ পৃষ্ঠায় বিশদভাবে করা হইয়াছে)। পুনরায় 'পুরোহিত দর্পণ'—১৩৪৪ সাল—৪৫৯ পৃঃ হইতে ৪৬৪ পৃঃ (যজুর্ব্বেদীয় শূদ্রের বিবাহ প্রথা) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত :—

"বিবাহ-দিবসে যথাকালে কন্যা সম্প্রদান কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর,—অনেকস্থলে শূদ্রগণ এই সময়েই লাজাহুতি (লাজ হোম) শেষ করে। তদর্থে অগ্নি জ্বালিয়া কেবল অমন্ত্রক তিন অঙ্গুলি লাজ (খই) প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে বর ও কন্যার মিলিত হস্তদ্বারা আহুতি দিয়া থাকেন। পরে কন্যাকে বরের বাম ভাগে লইয়া জামাতা কন্যার সিঁতেয় [অঙ্গুরী বা অন্য কোন পাত্র দ্বারা যেখানে যে নিয়ম] সিঁন্দুর দিয়া দিবেন। অনন্তর বর কন্যাকে বাসর ঘরে

লইয়া যাইবেন"। [সচরাচর জাঁতিদ্বারা, দর্পণদ্বারা, কুন্‌কের দ্বারা, কলাপাতা দ্বারা, আংটী দ্বারা, মেটে সরা দ্বারা (মৎপ্রণীত বৈশ্য-সচ্চাষী সমাজ দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি প্রথায় কন্যার সীমন্তে সিঁন্দুর দেওয়া হয়]

পুরোহিত দর্পণে লিখিত উক্ত লাজাহুতিকে বিবাহ কুশণ্ডিকা বলে না। কারণ কুশণ্ডিকা বেদমন্ত্রে সম্পাদিত হয়। যেহেতু আধুনিক যুগে, বৈশ্যের এবং শূদ্রের বেদে অধিকার নাই, সেইজন্য বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ-সংক্রান্ত সমাজ ও প্রকৃত ক্ষত্রিয় সমাজ ব্যতীত অপর আর কোন সমাজে ইহার প্রচলন নাই।

'অম্বষ্ঠ-তত্ত্ব-কৌমুদী'—১৩২৩ সাল—৩৯ পৃঃ—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল সেন কবিরত্ন মুন্সী মহাশয় বলিয়াছেন, "কায়স্থ প্রভৃতি শূদ্রগণের বিবাহে দানকার্য্য ব্যতীত কোন মন্ত্র ব্যবহার হয় না এবং কুশণ্ডিকা ও সপ্তপদীগমন প্রভৃতি কিছুই হয় না।"

সুতরাং হাওড়া, হুগলী জেলা ও এতদ্‌ সন্নিকটস্থ স্থান সমূহের সচ্চাষী নামধেয় সমাজ বা সমাজের ব্যক্তিবর্গ শূদ্র বর্ণের অন্তর্গত জাতি বিশেষ এবং সচ্চাষী নামধারী নকল সচ্চাষী জাতি—এ বিষয় নিঃসন্দেহ। পুনরায় ঃ—

(গ) এই সমস্ত স্থানসমূহের সমাজে 'দাস' পদবীর প্রচলন আছে। হরিশ্চন্দ্র মহাশয়ও তাঁহার উক্ত পুস্তকের ১১পৃঃ লিখিয়াছেন, "এই সমাজের অনেকেই নিজেকে দাস বলিয়া পরিচয় দেন সত্য...ইত্যাদি"।

এই 'দাস' পদবী প্রকৃত বা বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী সমাজ-বহির্ভূত (পূর্ব্বে ৪৭, ৪৮, ৪৯ পৃষ্ঠায় ইহার আলোচনা করা

হইয়াছে)। সুতরাং ইঁহারা অথবা উক্ত স্থানসমূহের সচ্চাষী নামীয় সমাজ—প্রকৃত বা বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতীয় সমাজ আদৌ নহেন। ইঁহারা শূদ্রজাতীয় সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

[পদ্মপুরাণে আছে—ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ নীচাশ্রয়াঃ
দাসাভবন্তি দেবর্ষে যদর্থে কৃষ্ণসেবিনঃ॥

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র লোকে কয়।
কৃষ্ণের ভজন কৈলে দাস নাম হয়॥

এস্থলে 'দাস' অর্থে সেবক বা ভক্ত বুঝায়। কিন্তু এইজন্য ইহা দ্বারা আবার বুঝায় না যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-বর্গকেই—'দাস' শব্দটী পদবীরূপে গ্রহণ করিতে হইবে অথবা 'দাস' পদবীযুক্ত ব্যক্তি বা জাতি মাত্রই ভগবান ভক্ত এবং যাঁহাদের 'দাস' পদবী নাই তাঁহারা আবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত নহেন। সেই জন্য উক্ত ধর্ম্মে (বৈষ্ণব ধর্ম্মে) দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ নিজ জাতিগত পদবীগুলি—যথা ঃ—চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, ঘোযাল, লাহিড়ী, ভাদুড়ী ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া 'দাস' শব্দটি পদবীরূপে ব্যবহার করেন নাই, অথবা যাঁহাদের বসু, ঘোষ, মিত্র, সিংহ, সাউ, বল্লভ, পাইক ইত্যাদি পদবীগুলি আছে তাঁহারাও এই সমস্ত পদবীগুলি উঠাইয়া দিয়া এই 'দাস' শব্দের ভক্ত হন নাই, এবং যাঁহার আবার চেল, দত্ত, শীল, পাল, শ্রীমানি, মল্লিক, রক্ষিত পদবীগুলির অধীন তাঁহারাও সকলে উক্ত পদবীগুলির পরিবর্ত্তে এই 'দাস' শব্দটি পদবীরূপে গ্রহণ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে যদি এই 'দাস' শব্দটি পদবীরূপে প্রচলনের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দাস বা ভক্ত বুঝাইত তাহা হইলে ২৪ পরগণা জেলার খড়দহ গ্রামের বিখ্যাত শ্রদ্ধেয় গোস্বামী মহাশয়েরাও ভক্তির চরম

পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য নিজ জাতিগত পদবীগুলি মুছিয়া ফেলিয়া বহুপূর্ব্ব হইতেই এই দাস পদবীর দ্বারা ভূষিত হইতে নিশ্চয়ই বিরত থাকিতেন না। বৈষ্ণব কাহাকে বলে? এ বিষয়ে পদ্মপুরাণেই আছে, ব্রহ্মখণ্ডম্ ১অঃ ২১ শ্লোক ঃ—

হিংসা-দম্ভ-কাম-ক্রোধৈ বর্জ্জিতাচৈব যে নরা।
লোভ-মোহ-পরিত্যক্তা জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবাদ্বিজ ॥

অর্থাৎ ব্যাসদেব বলিলেন, "যাহাদের হিংসা নাই, দম্ভ নাই, কাম, ক্রোধ বা লোভ, মোহ নাই জানিবে তাহারাই প্রকৃত বৈষ্ণবজন"। হিন্দুসমাজের ইতিহাস ৫২৮ পৃঃ—"চৈতন্যদেব পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র বাঙ্গালা দেশকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তবে আমরা বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগকে দাস বলি কেন? দাস অর্থে শূদ্রধর্ম্মা অর্থাৎ অবৈদিক"।

'দাস' শব্দটী যে হীনতাজ্ঞাপক ও শূদ্রত্বজ্ঞাপক শব্দ তাহা ইতিহাসসমূহে বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার উল্লেখও এই গ্রন্থে নানা স্থানে করা হইয়াছে। শাস্ত্রেও আছে, ভগবান মনু বলিতেছেন—মনুসংহিতা—১০অঃ—৩৪ শ্লোক ঃ—

নিষাদোমার্গবং সূতে দাসং নৌকর্ম্ম জীবিনম্।

অর্থাৎ "নিষাদকর্ত্তৃক আয়োগব স্ত্রীগর্ভে সমুৎপাদিত সন্তানের নাম মার্গব বা দাস। পরাশর সংহিতা—১১অঃ—২০ শ্লোক ঃ—

"দাস" —শূদ্রজাতীয় বলিয়া লিখিত আছে।

স্কন্দপুরাণম্—বিষ্ণুখণ্ডে—বেঙ্কটাচলমাহাত্ম্যম্—৯ অঃ—

"এই সময়ে শূদ্র হইয়াও বাল্যকাল হইতে বিষ্ণুভক্তিমান রঙ্গদাস নামক এক ব্যক্তি পাণ্ড্যদেশ হইতে তথায় আগমন করিল। অনন্তর শূদ্র রঙ্গদাস নির্ঝর সমীপে কপিলা পূজিত শিবকে সন্দর্শন করিয়া ঐ শিবসম্মুখস্থ অগাধ পাপনাশক

চক্রতীর্থে গমন করে এবং তথায় স্নান করিয়া ধীরে ধীরে বেঙ্কটাচলের দিকে অগ্রসর হয়"।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী বি-এ, কবিরত্ন মহাশয় বলেন, "মহাপুরুষ শ্রীলোচন দাস এবং শ্রীবৃন্দাবন দাসের কথা স্বতন্ত্র। কারণ ইঁহারা যে সমস্ত সৎগুণের অধিকারী ছিলেন তাহা আধুনিক কালের কামিনী-কাঞ্চনে লিপ্ত সংসারাবদ্ধ সাধারণ মানুষের থাকা সম্ভবপর নহে। সুতরাং সাধারণের যে 'দাস' তাহা জাতিগত শূদ্রত্বজ্ঞাপক। উপরন্তু, উক্ত মহাপুরুষদ্বয় সমাজে ব্রাহ্মণ নামেই পরিচিত ছিলেন ইহা প্রসিদ্ধ"।

(ঘ) যেহেতু ইঁহারা অর্থাৎ গঙ্গার পশ্চিমপারস্থ হাওড়া জেলার, হুগলী জেলার নাম সচ্চাষী নামধারী ব্যক্তিবৃন্দেরা প্রকৃত সচ্চাষী অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতীয় নহেন, সেইহেতু ইহাদের সমাজে প্রকৃত কৌলীন্য মর্য্যাদা নাই এবং এই কারণে বিভিন্ন পদবীযুক্ত কুলীন ঘর গুলিও নাই (ন্যূনপক্ষে দুইঘরও কুলীন নাই ৬৬, ৬৭, ৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উপরন্তু, ইহারা যখন কায়স্থ, নবশায়ক প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত জাতি নহেন, তখন ইহারা যে শূদ্রবর্ণের অন্ত্যজ জাতীয় অথবা অপশূদ্র জাতি সে বিষয় নিঃসন্দেহ। কারণ, বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস ১৩১৭ সাল ২৬, ২৭ পৃষ্ঠা—শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল প্রণীত ঃ—

"কায়স্থ, তিলী, কামার, কুমার প্রভৃতি সৎশূদ্রদের গুণ ও সঙ্গতি দেখিয়া তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে বল্লাল কুলীন করিয়া গিয়াছিলেন। অবশিষ্ঠ অপশূদ্রদের বল্লালী মর্য্যাদা হয় নাই"।

[শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দাসও তাঁহার প্রকাশিত উক্ত পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, "ঠিক আমাদের (অর্থাৎ গঙ্গার পূর্ব্ব-তীরস্থ প্রকৃত বা বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষীজাতীয় সমাজের) প্রথার

অনুরূপ কৌলীন্য প্রথা উক্ত সমাজে (অর্থাৎ গঙ্গার বা ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ হাওড়া ও হুগলী জেলার এবং এতদ্ সন্নিকটস্থ স্থান সমূহের সচ্চাষী নামধেয় সমাজে) বিদ্যমান না থাকিলেও, ভিন্নরূপে বিরাজ করিতেছে। উহাদের মধ্যে পারুই বংশ রাজা অর্থাৎ কুলীন"।

এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, প্রাচীন আর্য্য সমাজের কৌলীন্য ও মহারাজ বল্লাল সেন স্থাপিত কৌলীন্য—এ উভয়ই যখন একই নীতি অবলম্বনে স্থাপিত (৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তখন কৌলীন্য মর্য্যাদা দুই প্রকার হইতে পারে না। উপরন্তু, পদবী বিশ্লেষণ দ্বারা কৌলীন্যের দাবী কোন শাস্ত্রে নাই এবং কৌলীন্য মর্য্যাদাযুক্ত কোন জাতীয় সমাজেও ঐরূপভাবে প্রবর্ত্তিতও নহে (৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বে ৪৭ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে, মণ্ডল একটী শ্রেষ্ঠ পদবী। ইহা গৌরবাত্মক এবং সম্মানসূচক শব্দ যথা :—চতুর্যোজন পর্য্যন্তমধিকার নৃপস্য চ

যো রাজা বহুত গুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরঃ।

কিন্তু প্রকৃত কৌলীন্য মর্য্যাদাযুক্ত কোনও জাতীয় সমাজে এই মণ্ডল কুলীন নহেন। আবার 'দাস' শব্দটী হীনতাজ্ঞাপক শব্দ অথচ এই 'দাস' আবার কায়স্থ সমাজে কুলীন (৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং হাওড়া ও হুগলী জেলার সচ্চাষী নামধারী ব্যক্তিগণের বা উঁহাদের জাতীয় সমাজের যে কৌলীন্য হরিশ্চন্দ্র মহাশয় প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা পতিত বা অস্পৃশ্য জাতীয় সমাজের 'মনগড়া নকল কৌলীন্য' বলিলে বোধ হয় কোন ভুল হয় না এবং ইহার আলোচনাও এই পুস্তকে ৬৫ পৃঃ—শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের, "বঙ্গের পতিত জাতির কর্ম্মী" নামক পুস্তক হইতে দেখান হইয়াছে।

(ঙ) হাওড়া, হুগলী জেলার ইতিহাস (১৩৩৫ সালের) শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস, উত্তর পাড়া বিবরণ, বালীর ইতিহাসের ভূমিকা ইত্যাদি গ্রন্থসমূহে এতদ্ অঞ্চলে সচ্চাষী বা চাষাধব জাতির বাস আছে, এরূপ ধরণের কোনপ্রকার উল্লেখও নাই। এস্থলে পুনরায় আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম যে, কৃষিকার্য্য, গোরক্ষা, ও বাণিজ্য যেমন বৈশ্যের কর্ম্ম—তেমনই শূদ্রেরও ইহাতে অধিকার আছে—(পূর্ব্বে ৪, ৫ পৃষ্ঠায় ইহার শাস্ত্রীয় আলোচনা দেখান হইয়াছে) পুনরায় পদ্মপুরাণম্—ব্রহ্মখণ্ডম্—১৪ অঃ—১৫ শ্লোক—

"পূর্ব্বে দ্বাপর যুগে, বৈশ্যবৃত্তি-নিরত ভীম নামে এক শূদ্র ছিল।" সুতরাং কৃষি, গোরক্ষা, ও বাণিজ্য কর্ম্মসমূহে লিপ্ত ব্যক্তি বা জাতি মাত্রই বৈশ্য নহেন এবং এই কারণেই শাস্ত্রসমূহে বর্ণিত শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত বর্ণশঙ্কর জাতি সমূহকে আধুনিক যুগে উক্ত বৈশ্য কর্ম্মসমূহে লিপ্ত থাকিতে দেখা যায়।

পুনরায়ঃ— শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দাস (ভাণ্ডি) মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকের ১৫, ১৬ পৃঃ বলিয়াছেন, "কাশ্যপ, বৃহদ্বল ইত্যাদি ঋষি প্রবর্ত্তিত গোত্রের দ্বারা জাতির উৎকৃষ্টতাই বুঝায়"। ইহা কিন্তু আদৌ সত্য নহে। কারণঃ—

"আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ পদ্ধতি" ২য় সংস্করণ ১৩৪৪ সাল ১ ও ২৩ পৃঃ শ্রীযুক্ত বিজয় ভূষণ ঘোষ চৌধুরী, প্রাচ্য প্রত্নতত্ব সাগর মহাশয় বলিয়াছেন, "শূদ্রগণের নিজস্ব গোত্র ও প্রবর নাই। পরবর্ত্তীকালে পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা শূদ্রযাজন প্রথা চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ কাশ্যপ গোত্র [কেহ কেহ আবার আপনার নিজের গোত্রটীও] ঐ সকল জাতির তথাকথিত "যজমান"দিগের স্কন্ধে চাপাইয়া

দিয়াছেন।” সুতরাং অধুনা হিন্দু সমাজের অন্তর্গত প্রায় সর্ব্ব জাতিরই গোত্র আছে; অতএব গোত্রের নাম উল্লেখ দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট জাতিকে বুঝায় না বা কোন জাতির উৎকৃষ্টতাও বুঝায় না। যেমন :—

সাবর্ণ গোত্রে—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, মেথর, ডোম ইত্যাদি জাতিসমূহ বিদ্যমান আছেন।

কাশ্যপ গোত্রে—ব্রাহ্মণ, বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী, বৈদ্য, কায়স্থ, মাহিষ্য, তিলী, তাম্বূলি, শৌণ্ডিক, রজক্, গোপ্, সুবর্ণবণিক, মুচী, গন্ধবণিক, ইত্যাদি জাতিসমূহকে দেখা যায়।

শাণ্ডিল্য গোত্রে—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, সাহা, তাম্বূলবণিক, ইত্যাদি জাতিসমূহ বর্ত্তমান আছেন। সুতরাং উল্লিখিত কারণ সমূহের জন্য—প্রকৃত বা বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী নহেন অথচ সচ্চাষী জাতি বলিয়া পরিচয় দেন এরূপ ব্যক্তিবর্গ বা ব্যক্তিবর্গের সমাজ (যেমন—উক্ত হাওড়া, হুগলী জেলার সচ্চাষী নামধেয় বা নামধারী সমাজ) প্রকৃত পক্ষে শূদ্রবর্ণের অন্তগত অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য বা অপশূদ্র জাতীয় নকল-সচ্চাষী সমাজ বা জাতি।

পুনরায় :—

বঙ্গের রজক্ বা ধোপা জাতীয় ব্যক্তিবর্গ সুযোগ পাইলেই যে, সচ্চাষী বলিয়া পরিচয় দেন, ইহা জনৈক ধোপাজাতীয় ব্যক্তি বা সভাসুন্দর মহাশয়ের (লেখক মহাশয় নামটী প্রকাশ করেন নাই)। ১৫ই বৈশাখ ১৩৪৭ সাল, ইং ২৮শে এপ্রিল ১৯৪০ সাল তারিখের ‘আনন্দ বাজার পত্রিকায়’ প্রকাশিত ‘আদমসুমারী ও বাংলার সভাসুন্দর সমাজ’ নামক আবেদন পত্রে স্পষ্টই ব্যক্ত ও প্রমাণিত

হইয়াছে'। উক্ত আবেদন পত্রের মর্ম্মটী হইতেছে এই যে, (অবশ্য লেখক মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াই লিখিতেছেন) "বাংলার রজক জাতীয় ব্যক্তিবর্গ সামাজিক অত্যাচারের ফলে নানাস্থানে নানাভাবে যথা--শুক্লদাস, সভাসুন্দর, সৎচাষী, রজক, ধোপা ইত্যাদি নামে নিজেদের পরিচয় দিতেছেন, এমন কি পদবী বিভ্রাটও উপস্থিত করিতেছেন। কিন্তু এরূপ প্রচেষ্টার ফলে, এই রজক জাতিরই ক্ষতিবৃদ্ধি বা ক্ষয়বৃদ্ধি হইতেছে। সুতরাং জাতীয় সকলে 'সভাসুন্দর' এই নামে নিজেদের পরিচয় দিবেন এবং গভর্ণমেণ্টকেও ইহার জন্য জানাইবেন।"

উক্ত মহাশয় পুনরায় ১৫ই কার্ত্তিক ১৩৪৭ সালের আনন্দ-বাজার পত্রিকার "সভাসুন্দর ও সচ্চাষী" নামক প্রতিবাদের উত্তরে নিজের নাম "শ্রীকালীপদ দাস, সম্পাদক সর্ব্ববঙ্গ সভা-সুন্দর সমিতি" রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত প্রকাশিত পত্রে প্রকৃত বা বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতির সম্বন্ধে তাঁহার যতটুকু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে, তাহাই তিনি সাধারণের নিকট বিবৃত করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও ইহাতে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, "বঙ্গদেশে বিশেষতঃ হাওড়ায় সাধারণতঃ শিক্ষিত সভাসুন্দরাই (অর্থাৎ ধোপারাই) সচ্চাষী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন"। এই প্রসঙ্গে তিনি যে কলিকাতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আদৌ অসঙ্গত নহে। কারণ—শুধু যে কলিকাতায় তাহা নহে—ইহার দক্ষিণাঞ্চলে স্থান সমূহে এমন কি উত্তরাঞ্চলের আগরপাড়া, নৈহাটী, গৌরীপুর ইত্যাদি নামক স্থান সমূহে ও গঙ্গার পশ্চিম পারস্থর ন্যায় ধোপা জাতীয় কয়েক-জন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি বাস করিতেছেন,—তাঁহারাই আবার সচ্চাষী নামে পরিচয় দিয়া আত্মগোপন ও প্রতারণা করিতেছেন।

এস্থলে বলা বাহুল্য যে, প্রকৃত বা বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতীয় কতিপয় ব্যক্তিবর্গও (অবশ্য সাধারণের নিকট ইঁহাদের নামগুলি প্রকাশ করাটা যুক্তিসঙ্গত নহে) উক্ত 'নকল সচ্চাষীদের' দ্বারা প্রতারিত হইয়া বহু দিবস হইতে বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী সমাজ হইতে চ্যুত বা পরিত্যক্ত হইয়া আছেন। এরূপ প্রতারণা যে আইনতঃ বিশেষভাবে দণ্ডনীয় সে বিষয় নিঃসন্দেহ।

কায়স্থজাতীয় কতিপয় সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গের নিকটও এরূপ শ্রুত হইয়াছি যে, "বহু অন্তজ, অস্পৃশ্য জাতীয় ব্যক্তিবর্গ দেশের নানাস্থানে 'কায়স্থ' বলিয়া পরিচয় দেন এবং প্রকৃত কায়স্থ সমাজে মিলিত হইবারও বিশেষভাবে প্রয়াস পাইতেছেন। ইঁহারা সব 'নকল কায়স্থ' এবং ভিন্ন জাতি।"

অতএব প্রকৃত সচ্চাষী জাতির যে সমস্ত উক্ত প্রকার নকল জাতি সমূহের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার জন্য আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই বা ইহাতে নূতনত্ব ও কিছুই নাই।

ব্রাহ্মণকে যদি ব্রাহ্মণ বলিতে পারা যায় : কায়স্থ, নবশায়ক প্রভৃতি জাতিবর্গকে যদি শূদ্র বলিতে পারা যায়—তখন 'নকল সচ্চাষীদের' অন্ত্যজ অস্পৃশ্য বা অপশূদ্র জাতি বলিবার জন্য কিছুমাত্র সঙ্কুচিত বা ভীত হইবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। কারণ ঃ—আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ পদ্ধতি—১৩৪৪ সাল—১৬৭পৃঃ "আইনের বলে কেহ জাতি, সমাজ অথবা কৌলীন্যের সম্মান পাইতে পারেন না। সেগুলির কর্ত্তা ধর্ত্তা একমাত্র স্বজাতি এবং সমাজের সামাজিকেরাই হইতে পারেন।"

পণ প্রথার অপকারিতা ও জাতিভেদ

আজকাল সর্ব্ব সমাজেই পণ প্রথার অপকারিতার সম্বন্ধে নানাবিধ অলোচনা হইতেছে ; অথচ এই প্রথা সর্ব্ব সমাজেই

বর্ত্তমান। এমন কি ইউরোপ সমাজেও আছে। কন্যার পিতা বা অভিভাবক স্বেচ্ছায় যাহা যৌতুক হিসাবে দান করিতে সমর্থ হন, তাহাই একমাত্র গ্রহণীয়, এইভাবে পাশ্চাত্য সমাজে পণ প্রথার প্রচলন আছে। এইরূপ ভাবে যদি আমাদের দেশের সমাজগুলিতেও ইহার প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে সমাজস্থ কোন ব্যক্তির কোনরূপ অনিষ্ট হয় না। উপরন্তু, পুত্রকন্যার বিবাহের জন্য ভিন্ন নিকৃষ্ট সমাজের সহিত মিলনের আকাঙ্খাও সম্ভবতঃ কাঁহারও মনে উদয় হইবে না এবং স্ব স্ব সমাজ ও ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা পাইবে।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'সমাজ' বিশ্বভারতী সংস্করণের ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দোকানদারী দিয়া আরম্ভ করা, যাহারা আজ বাদে কাল আমার আত্মীয় শ্রেণীতে গণ্য হইবে, আত্মীয়তার অধিকার স্থাপন করিয়া তাহাদের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে নির্ম্মমভাবে দরদাম করিতে থাকা এমন দুঃসহ নীচতা যে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, সে সমাজের কল্যাণ নাই, সে সমাজ নিশ্চয়ই নষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে।" বেদে আছে কন্যার বিবাহ যোগ্য বয়স ৭ এবং ৯ বৎসর; আর শাস্ত্রে আছে ১২ বৎসর (পরাশর সংহিতা, ৭ম অঃ)। ইহার পর কন্যা অরক্ষণীয়া হইয়া যায়।

পদ্মপুরাণম্—ভূমিখণ্ডম্, ৪৭ অঃ—৪৮, ৫৯, ৬০ শ্লোক,— "হে কান্ত! শ্রবণ কর, অষ্টম বর্ষ বয়স পর্য্যন্তই কন্যাকে গৃহে রাখিতে হয়। পরে প্রবলা হইলে তাহাকে আর স্বগৃহে রাখিতে নাই।" উত্থানের পথ—১ম খণ্ড—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন প্রণীত ব্রহ্মচর্য্যে বিভিন্ন জাতির মতামত ১০ পৃঃ ও হিন্দুর পতনোত্থান

১১পৃঃ—"অতি শিক্ষিতা হইলে, নারী লাবণ্যহীনা হয় ও রুগ্ন সন্তান প্রসব করে এবং স্তন্যদানে অসমর্থা হয়। ঋতুকালের কিছু পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া হইলে মানসিক ব্যাভিচারের ও অবসর হয় না, সেজন্য ঐ কাল ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অনুমোদিত কারণ ঐ সময় হইতে মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ঋতুমতী হইবার পরেই প্রথম বেগবশতঃ পশুপক্ষীরও সঙ্গম লালসা বড়ই প্রবল হয়, মনুষ্যও ঐ নিয়মের অধীন। পতি দূরে থাকিলেও বিবাহিতা নারীর মন আশ্বস্ত থাকে।" যতদিন হিন্দুসমাজ উক্ত নিয়ম পালন করিতেন, ততদিন সমাজের লোকের আয়ু, বল, মেধা, বুদ্ধি সমস্তই আধুনিক কালের অপেক্ষা যে বহু অংশে শ্রেষ্ঠ ছিল তাহা জ্ঞানী এবং দূরদর্শী ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। হিন্দু সমাজের ন্যায় খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজেও অল্প বিস্তর জাতি ভেদ আছে (সমাজতত্ত্ব—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মহাশয় প্রণীত দ্রষ্টব্য)। কেহ কেহ বলেন যে, বৈষ্ণব ধর্ম্মে জাতি ভেদ নাই, কিন্তু ইহা প্রকৃত সত্য নহে। কারণ, বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত কোন ব্রাহ্মণ মহাশয় হয়ত ধর্ম্মের উদারতা দেখাইবার জন্য, উৎসবাদিতে শূদ্রের সহিত একত্র আহারাদি করিতে পারেন, কিন্তু যখন তাঁহার নিজ পুত্র-কন্যার বিবাহ উপস্থিত হয় তখন তিনি নিজ ব্রাহ্মণ কুলের দিকে লক্ষ্য স্থাপন করেন, ভুলেও তখন একটীবারও অব্রাহ্মণদিগের প্রতি তাকান্ না। হাওড়া ও হুগ্‌লীর ইতিহাস—২য় ভাগ—১৩৩৫ সাল—১০৮ পৃঃ ঃ—

"অধুনা বৈষ্ণবদিগের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতি ভেদ না থাকিলেও, যাঁহারা উচ্চশ্রেণীর বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত—তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান আছে।"

স্বজাতি হইতে স্খলিত হইবার কারণ ও তার পরিণাম

হিন্দু সমাজের ইতিহাস—৩৫৪ পৃঃ ঃ—

"ব্রাহ্মণগণের হিংসা করিলে, প্রহারাদি দ্বারা ব্রাহ্মণকে ক্লেশ প্রদান করিলে, অঘ্রেয় দ্রব্য ও মদ্য সেবন করিলে—এই সমস্ত পাপে স্বজাতি হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। জাতি ভ্রংশকর ও শঙ্করীকরণ পাতকের জন্য মনুষ্যকে মৃত্যুর পর নরক ভোগ করিতে হয়, পরে পশু যোনিতে জন্ম হয়। স্ত্রীগণ এইরূপ দুষিতা হইলে, এই সমস্ত পশুগণের ভার্য্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। যখন পুনরায় মনুষ্যরূপে জন্মিবে তখন পূর্ব্বকৃত পাপের ফলে তাহাকে নানাপ্রকার রোগ ভোগ করিতে হইবে—ইহা প্রসিদ্ধ (স্মৃতি)"।

কলিকাতা মহানগরীর বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী সমাজ পুত্র-কন্যার বিবাহের জন্য প্রথমে কলিকাতার মধ্যেই চেষ্টা করেন ; অত্যন্ত দায়গ্রস্ত না হইলে কেহ সহজে পল্লীগ্রাম অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। সুতরাং ২৪ পরগণা, নদীয়া ও যশোহর জেলা ব্যতীত শ্রীভগবানের ইচ্ছায় যদি আর অপর কোন স্থানে বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী সমাজ না থাকে ; কারণ,

বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস—১৩১৭ সাল—৪৪৭পৃঃ -

"আধুনিক হিন্দু সমাজের মধ্যে তের আনা লোকই শূদ্র, দেড় আনা ব্রাহ্মণ, এক আনা ক্ষত্রিয়, অবশিষ্ট আধআনা মাত্র বৈশ্য। পরন্তু বাংলাদেশে বৈশ্যের সংখ্যা শতকরা একজন হইবে কিনা সন্দেহের বিষয়।"

স্কন্দ পুরাণম্—মাহেশ্বর খণ্ডে কুমারিকা খণ্ডম্—২২২ শ্লোক ৪০ অঃ—উৎসীদন্তি ক্ষত্রবিশো বর্দ্ধন্তে শূদ্রবিপ্রকাঃ।

অর্থাৎ "কলিকালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি উৎসন্ন (নষ্টপ্রায়) হইবে, শূদ্র আর ব্রাহ্মণ জাতিরই বৃদ্ধি হইবে।"

হিন্দু সৎকর্ম্মমালা প্রভৃতি গ্রন্থসমূহের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ও এই গবেষণাখানির প্রশংসাপত্রে "বাংলা দেশে প্রকৃত সচ্চাষী জাতির সংখ্যা অতি অল্প"—এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

সুতরাং এরূপ স্থলে উল্লিখিত তিন্‌টী জেলার বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী সমাজের ব্যক্তিবর্গ, পরস্পরের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান কার্য্যের যদি বিশেষভাবে প্রচলিত করেন তাহা হইলে সুদূর ভবিষ্যতেও সমাজস্থ কোন ব্যক্তির কোনরূপ অসুবিধা যে হইবে না, ইহা নিঃসন্দেহ।

মাহিষ্য—সমাজে উচ্চ ও নীচ এই উভয় সম্প্রদায় আছে। যাঁহারা উচ্চ তাঁহারা নীচগণ হইতে নিজ সমাজকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া যাইতেছেন।

সদ্‌গোপ্ সমাজেও ঠিক উক্ত প্রকার ব্যবস্থা আছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়গণ উভয়ই প্রকাশ করিয়াছেন যে, "বঙ্গদেশের বহু স্থানের ভিন্ন জাতিরা (যথা, গোপ্, চাঁদগোপ্ ইত্যাদি) এবং যশোহর জেলার নিকৃষ্ট জাতিরা অধুনা সদ্‌গোপ্ নামে পরিচয় দিয়া প্রকৃত সদ্‌গোপ্ সমাজে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং ঐ সমস্ত 'নকল সদ্‌গোপ্' হইতে নিজ সমাজের ব্যক্তিবর্গকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকিবার জন্য পরামর্শ দান করিতেছেন।"

পূর্ব্ববঙ্গের সাহা জাতিরা বলেন, "তাঁহারা তাম্বুল বণিক সমাজভুক্ত এবং তাঁহাদিগের সহিত পশ্চিম বঙ্গের সাহা জাতির কোন সংশ্রব নাই, কারণ ইঁহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন সম্প্রদায় এবং

জাতিতে শৌণ্ডিক বা শুঁড়ি।" পশ্চিম-ভারতের বৈশ্য-গোয়ালারাও মাত্র মথুরা ও বৃন্দাবন জেলায় বাস করেন কিন্তু ইঁহারাও নিজ সমাজকে শূদ্রবর্ণের গোয়ালা হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই প্রদেশের বৈশ্য বাণিজ্য-প্রধান 'সাউ' সম্প্রদায়ও শূদ্রবর্ণের বণিক জাতির সহিত কোনরূপ সামাজিক সংশ্রব রাখেন না। 'তাম্বুল-বণিক' প্রণেতা শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় ও উক্ত পুস্তকে ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "অসবর্ণ বিবাহ বিশ্বজনীন। ইহা হইতে কোন জাতি রক্ষা পাইতে পারেন না (কারণ, ইহাতে সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি হয়)। শাস্ত্রকারগণ অসবর্ণ বিবাহ নিষেধ করেন।" শাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়,—মনুসংহিতা—৩ অঃ—১২ শ্লোক ঃ—

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মাণি"।

অর্থাৎ ভগবান মনু বলিতেছেন, "বিবাহ কার্য্যে দ্বিজাতিদিগের (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের) পক্ষে সর্ব্বাগ্রে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্ত"।

পুনরায়—পদ্মপুরাণম্, পাতালখণ্ডম্—২৮অঃ—১১৪ শ্লোক—

বৃষলীং যঃ স্ত্রিয়ং কৃত্বা তয়া গার্হস্থ্যমাচরেৎ।
পূয়োজে নিপতত্যেব মহাদুঃখ সমন্বিতঃ॥

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি শূদ্রাকে পত্নী করিয়া তাহার সহিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আচরণ করে, সে পূয়োদক নামক নরকে নিপতিত হইয়া অশেষবিধ ক্লেশ পায়!"

পুনরায় পরাশর-সংহিতা—৬অঃ—৪১, ৪২ শ্লোক—

রজকী চর্ম্মকারী চ লব্ধকস্য চ পুক্কসী।
চাতুর্ব্বর্ণ্যা গৃহে যস্য হ্যজ্ঞানা দধি তিষ্ঠতি॥ ৪১

জ্ঞাত্বাতু নিষ্কৃতিং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বোক্ত স্যার্দ্ধমেবচ।
গৃহদাহং ন কুর্ব্বী তাপ্যন্যৎ সর্ব্বঞ্চ কারয়েৎ ॥ ৪২

অর্থাৎ মহাত্মা পরাশর মুনি বলিতেছেন,—"যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিম্বা শূদ্রের গৃহে, অজানিতরূপে রজকী, চর্ম্মকারী, লুব্ধকী, পুক্কসী বাস করে, তাহা হইলে যখন ইহা জানিতে পারিবে, তখনই প্রোক্ত কার্য্যসমূহের অর্দ্ধানুষ্ঠান করিবে (অর্থাৎ, পূর্ব্বে লিখিত বিধিমত প্রায়শ্চিত্ত করিবে), কিন্তু গৃহদাহ করিতে হইবে না"।

সুতরাং প্রকৃত অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী-জাতীয় সহৃদয় ব্যক্তিবর্গ, যে কোন কারণে হউক না কেন, সচ্চাষী-নামধেয় বা সচ্চাষী-নামধারী—'নকল সচ্চাষী-জাতির' সহিত সামাজিক মিলনে অনুগ্রহপূর্ব্বক বিরত থাকিবেন। 'নকল সচ্চাষী-জাতির' সহিত বৈবাহিক মিলন শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য—যেহেতু ইহাতে বর্ণসঙ্কর সৃষ্ট করা হয়। শাস্ত্রে আছে—মহাভারতম্—শান্তি-পর্ব্ব—২৬৫ অঃ—৩৩ শ্লোকে ঃ—

গো ব্রাহ্মণ হিতার্থঞ্চ বর্ণানাং সঙ্করেষু চ।
বৈশ্যো গৃহ্নীত শস্ত্রাণি পরিত্রাণার্থমাত্মনঃ ॥

অর্থাৎ ভীষ্মদেব বলিতেছেন, "বৈশ্যজাতি, বর্ণসঙ্কর নিবারণ বিষয়ে, গো (বেদ), ব্রাহ্মণহিতের জন্য এবং আপনার পরি-ত্রাণার্থ শস্ত্রগ্রহণ করিবে।"

অতএব এই জাতি যখন সমস্ত হিন্দু-সমাজের বর্ণসঙ্কর অনুৎপত্তির রক্ষকরূপে শাস্ত্রে গৌরবান্বিত হইয়া আছেন এবং এখনও যখন এই যশঃ এই জাতির প্রায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে—তখন এই জাতি যদি ভবিষ্যতে জাতিবৃদ্ধির কামনায় অথবা পুত্রকন্যার বিবাহের সুবিধার্থে ভিন্ন জাতীয় অর্থাৎ শূদ্রবর্ণের

অন্তর্গত হাড়ি, মুচি, ডোম, রজক তুল্য অন্ত্যজ জাতীয়—সচ্চাষী-নামধেয় বা নামধারী 'নকল সচ্চাষী-জাতির সহিত সামাজিক মিলনে প্রবৃত্ত হন—তাহা হইলে এই জাতির অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল কখনই হইবে না এবং ধ্বংসই ইহার পরিণাম !!

পঠিত পুস্তকগুলির মধ্যে (?) এরূপ চিহ্নিত পুস্তকগুলিতে সচ্চাষী জাতির নামোল্লেখ আছে মাত্র, কিন্তু উৎপত্তির বিবরণ নাই। (ক) এইরূপ চিহ্নিত পুস্তকগুলিতে সচ্চাষী-জাতির সম্বন্ধে যে সমস্ত অপবাদ করা আছে, তাহা যে সমস্তই অসঙ্গত এবং অসত্যমূলক তাহা এই গ্রন্থের ৫৫ পৃঃ হইতে ৬০ পৃঃ পর্য্যন্ত প্রতিবাদ প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে। (*) এইরূপ চিহ্নিত পুস্তক-গুলিতে "সচ্চাষী-জাতি" শাস্ত্রানুযায়ী বৈশ্য এবং ব্রাহ্মণ-বংশ—(বৃহৎবঙ্গ); সুতরাং উৎকৃষ্ট জাতি, এরূপ লিখিত আছে। এতদ্ ব্যতীত অবশিষ্ট পুস্তকগুলিতে সচ্চাষী-জাতির কোনরূপ উল্লেখ নাই। অতএব প্রকৃত সচ্চাষী-জাতি যে বঙ্গদেশের বৈশ্যবর্ণ জাতি এবং দ্বিজবংশ—ইহাও উক্ত তালিকাভুক্ত পুস্তকসমূহের দ্বারা সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শিত করা হইল। শাস্ত্রানুযায়ী নিজ বর্ণগত অধিকারানুসারে এই জাতি যদি পুনরায় অধুনা উপবীত (পৈতা) ধারণ ও অপরাপর বৈশ্যাচার গ্রহণ করেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে জন-সমাজে ইহার সম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবারই পূর্ণ সম্ভাবনা এবং অপর নিকৃষ্ট জাতীয় সচ্চাষী-নামধেয় বা সচ্চাষী নামধারী 'নকল সচ্চাষী সমাজ' হইতে স্বসমাজের মর্য্যাদা ভবিষ্যতে চিরকালের জন্য যে অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ। পরাশর-সংহিতা—৩অঃ—২ শ্লোক ঃ—

ক্ষত্রিয়োছাদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চ দশাহকৈঃ
শূদ্রঃ শুদ্ধ্যতি মাসেন পরাশর বচো যথা ॥

অর্থাৎ "ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিন, বৈশ্য পঞ্চদশ দিবস (১৫ দিন), এবং শূদ্র এক মাসকাল অশৌচ ধারণ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে—পরাশরের এই মত"। বামনপুরাণম্—১৪ অঃ, ৯০২ শ্লোক ঃ—

"ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের পূর্ণশৌচ ভিন্ন ভিন্ন; ব্রাহ্মণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিন, বৈশ্যের পঞ্চদশ দিন এবং শূদ্রের এক মাস। এই নিয়মে অশৌচান্ত করিয়া সকল বর্ণই স্ব স্ব ক্রিয়ানুষ্ঠানের অধিকারী হইয়া থাকে।"

মাননীয় ও সদাশয় জনসাধারণের নিকট এবং প্রকৃত অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী-সমাজের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের নিকট গ্রন্থকারের সবিনয় নিবেদন এই যে, প্রকৃত সচ্চাষী জাতিকে—"বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী" অথবা "বৈশ্য-সচ্চাষী" এই ন্যায় সঙ্গত শব্দের দ্বারা অভিবাদন করিবেন। ইহা দ্বারা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বক্ষণে এই জাতির প্রকৃত পরিচয় স্বতঃই প্রকাশিত থাকিবে। ভরসা করি, এই ইতিহাসখানির রচনা-প্রসঙ্গে যদি কিছু অপরাধ এবং ধৃষ্টতা হইয়া থাকে—তাহা হইলে সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক এ দীনের ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

"The wrong will fail,
The right prevail."—Longfellow

সমাপ্ত

এই ইতিহাসখানি রচনা করিবার জন্য—কলিকাতার সিঁথি এমারেল্ড লাইব্রেরী, কাশীপুর ইনষ্টিটিউট লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ লাইব্রেরী এবং হাওড়া বার্নস্-স্পোর্টিস্-ক্লাব লাইব্রেরী ইত্যাদি গ্রন্থাগারসমূহ হইতে যে সমস্ত পুস্তকগুলির সাহায্য লইতে হইয়াছিল—তাহাদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	পুস্তকের নাম	লেখক বা সম্পাদকের নাম
১।	ঋগ্বেদ সংহিতা	শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত
২।	মনু সংহিতা	,, পঞ্চানন তর্করত্ন।
৩।	পরাশর সংহিতা	,, কৈলাসচন্দ্র সিংহ ১৩৯৩।
৪।	ঊনবিংশতি সংহিতা	(অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশন, অঙ্গির, যম, আদিত্য, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস্, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, ও বশিষ্ঠ সংহিতা) ,, পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।
৫	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	,, ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার ১৩৪৩।
৬	মহাভারতম্	মহর্ষি বেদব্যাস্ প্রণীতম্। ,, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।
৭।	শ্রীমদ্ভাগবতম—১০ম স্কন্ধঃ	মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীতম্ শ্রীযুক্ত ,, হরিপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৩২২।
৮।	ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্	,, দেবেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।
৯।	শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ	পঞ্চানন তর্করত্ন অনূদিত ১২৯৭ সাল।
১০।		কালীকিশোর বিদ্যাভূষণ অনূদিত ১৩২৯ সাল

	পুস্তকের নাম	লেখক বা সম্পাদকের নাম
১১।	শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ	পরিষদ্ পুস্তক নং ১৬২৬—১৩০৪ সাল।
১২।	পদ্মপুরাণম্	,, মন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস্ প্রণীতম্ এবং পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।
১৩।	বল্লাল-চরিতম্	,, শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য অনূদিত।
১৪।	বল্লাল-চরিত (সমালোচনা)	,, সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস—১৩২১।
১৫।	শ্রীমদানন্দ ভট্ট বিরচিত সংস্কৃত বল্লাল চরিতের বঙ্গানুবাদ	,, দীননাথ ধর—১৯০৪।
১৬।	জাতিতত্ত্ব বারিধি বা বল্লাল মোহমুদ্গর (১ম ও ২য়)—	,, উমেশচন্দ্র গুপ্ত
১৭।	বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ, রাজন্য, কায়স্থ ও বৈশ্যকাণ্ড)	,, নগেন্দ্রনাথ বসু।
১৮।	হিন্দুসমাজের ইতিহাস—১ম ও ২য়	,, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—১৯৩৩
১৯।	পৃথিবীর ইতিহাস	,, দুর্গাদাস লাহিড়ী।
২০	যশোহর-খুলনার ইতিহাস ২য়	,, সতীশচন্দ্র মিত্র—১৩২৯।
২১।	মুর্শিদাবাদ কাহিনী	,, নিখিলনাথ রায়—১৩৩৪।
২২।	পাব্না জেলার ইতিহাস (১ম ও ২য়)	,, রাধারমণ সাহা।
২৩।	হাওড়া ও হুগ্লি জেলার ইতিহাস ১ম	,, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য ১৩৩২।
২৪।	,, ,, ২য়	,, ,, ১৩৩৫
২৫।	শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস	
২৬।	উত্তর পাড়া বিবরণ	,, অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২০।
২৭।	বালীর ইতিহাসের ভূমিকা	,, প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪৩।
২৮।	আদিশূর ও বল্লালসেন	,, পার্ব্বতী শঙ্কর রায়চৌধুরী।
২৯।	সেন রাজগণ	,, কৈলাসচন্দ্র সিংহ—১২৯৩।
৩০।	হিন্দু সমাজ বিজ্ঞান	,, কালী প্রসন্ন দাসগুপ্ত।

পুস্তকের নাম	লেখক বা সম্পাদকের নাম
৩১। নদীয়া কাহিনী	,, কুমুদনাথ মল্লিক—১৩১৮।
৩২। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস	,, দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল—১৩১৭।
৩৩। বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম ও ২য়)	,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩৪। মহানাদ বা বাঙ্গালার গুপ্ত ইতিহাস	,, প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৩৫।
৩৫। † গৌড়ের ইতিহাস—১ম	,, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী—১৩১৭।
৩৬। ? জাতিকথা	,, মৎস্বামী সমাধী প্রকাশ আরণ্য।
৩৭। সমাজ	,, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব।
৩৮। সমাজতত্ত্ব	,, পূর্ণচন্দ্র বসু।
৩৯। জাতিভেদ	,, সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার।
৪০। সমাজ বিপ্লব	,, দীনবন্ধু আচার্য্য।
৪১। সমাজ সংস্কার	,, তারাকুমার কবিরত্ন।
৪২। জাতিতত্ত্ব ও নমস্শূ কুলদর্পণ	,, সীতানাথ বিশ্বাস।
৪৩। * জাতিভেদ	,, দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ ১৩৩১
৪৪। ? বঙ্গে বৈশ্য ক্ষত্রিয়	,, দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যভূষণ—১৩৩৪
৪৫। চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ	,, ১৩২৪
৪৬। ? জাতিতত্ত্বকল্পদ্রুম	,, শরৎচন্দ্র ঘোষ—১৩৩৫
৪৭। জাতের খবর	,, ইন্দুপতি মুখোপাধ্যায়—১৩৩১।
৪৮। অস্পৃশ্য জাতি	,, দক্ষিণাচরণ সেন শর্ম্মা—১৩৩৪।
৪৯। ? মাকড়সার জাল (নাটক)	,, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—১৩৪৬।
৫০। বঙ্গের পতিত জাতির কর্ম্মী	,, হরিদাস পালিত—১৩২২।
৫১। জাতি, সংস্কৃতি, ও সাহিত্য	,, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৫২। নীচের সমাজ	শ্রীমতী শান্তি ঘোষাল।
৫৩। সমাজ	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী সংস্করণ)

	পুস্তকের নাম		লেখক বা সম্পাদকের নাম
৫৪।	† আত্মচরিত		আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।
৫৫।	মানব সমাজ	,,	শশধর রায়—১৩২০।
৫৬।	? বংশপরিচয় (১ হইতে ৮ম)	,,	জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।
৫৭।	বাঙ্গালি নামের অর্থ কি ?	,,	ভবাণী প্রসাদ নিয়োগী ১৩৩৩।
৫৮।	হিন্দু সংগঠন	,,	বিনয়কৃষ্ণ সেন।
৫৯।	জগতের সভ্যতার ইতিহাস	,,	জ্ঞানেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩২০।
৬০।	বাঙ্গালার ইতিহাস (নবাবী আমল)	,,	কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—১৩০৮।
৬১।	কৌলীন্য প্রথা	,,	বৃন্দাবনচন্দ্র পূতিতুণ্ড—১৩১৪।
৬২।	বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণতত্ত্ব)	,,	নীরদচরণ মিশ্র ১৩৩৪।
৬৩।	? বঙ্গীয় সমাজ	,,	সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী১৩০৬।
৬৪।	জাতিভেদ	,,	জগদীশচন্দ্র গোস্বামী।
৬৫।	সমাজ সংস্করণ	,,	রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর—১৩৩১।
৬৬।	হিন্দু ধর্ম্মের ভ্রম সংশোধন	,,	গুণসিন্ধু স্বামী—১ম সংস্করণ।
৬৭।	কায়স্থ তত্ত্ব দীধিতি	,,	উপেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী ১৩৩৫।
৬৮।	কায়স্থ জাতির ইতিহাস	,,	বিশ্বেশর রায় চৌধুরী—১৩৩৯।
৬৯।	বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ	,,	কৃষ্ণবল্লভ রায়—১৩১০।
৭০।	বৈশ্যবস্ত্র বণিক তত্ত্ব (তন্তুবায় জাতির ইতিহাস)	,,	বেণীমাধব বিভূতি—১৩৩৫।
৭১।	মোদক জাতির জন্ম কথা	,,	মহেন্দ্রনাথ দে—১৩৩৫
৭২।	সদ্গোপ্ জাতির ইতিহাস	,,	জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার—১৩২১।
৭৩।	† সদ্গোপ্ তত্ত্ব (১ম ও ২য়)	,,	শরৎচন্দ্র ঘোষ—১ম সংস্করণ।

পুস্তকের নাম	লেখক বা সম্পাদকের নাম
৭৪। † গন্ধবণিক তত্ত্ব	গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৩১০
৭৫। তাম্বুল বণিক	,, দুর্গাচরণ রক্ষিত—১৩১০।
৭৬। মাহিষ্য বিবৃতি	
৭৭। বৈশ্য সাহা জাতির ইতিহাস	
৭৮। নাপিত সমস্যা	,, কৃষ্ণপদ দাস ১৩৩১।
৭৯। ? পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়	,, মহেন্দ্রনাথ করণ—১৩৩৪
৮০। আর্য্য পৌণ্ড্রক	,, মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল—১৩১৭।
৮১। মালী জাতীর উদ্বোধন	,, দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য. ১৩৩০
৮২। মালী জাতির	,, ,, ,, ১৩৩৬।
৮৩। অম্বষ্ঠতত্ত্ব কৌমুদী	,, শ্যামলাল সেন কবিরত্ন মুন্সী ১৩২৩
৮৪। গোপ্ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব	নবীনচন্দ্র ঘোষ যাদব—১৩৩১।
৮৫। বাঙ্গালি বৈশ্য	,, দুর্গাচরণ রক্ষিত—১৩০৪।
৮৬। রাম প্রসাদ	যোগিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
৮৭। শশিনাথ (উপন্যাস)	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
৮৮। পুরোহিত দর্পণ	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য—১৩৪৪।
৮৯। হিন্দু সর্ব্বস্ব	কালী প্রসন্ন বিদ্যারত্ন সম্পাদিত ১৩৩৪।
৯০। আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহপদ্ধতি ১ম সংস্করণ	,, বিজয় ভূষণ ঘোষ চৌধুরী।
৯১। ? ,, ,,	২য় সংস্করণ—১৩৪৪।

[এই পুস্তকখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ ক্লাসেরমানবতত্ত্ব বা নর-বিজ্ঞানের (anthropologyর) পাঠ্যপুস্তক তালিকাভুক্ত]

৯২। † সম্বন্ধ নির্ণয়	,, লালমোহন বিদ্যানিধি—১৯০৯।
৩। * বৃহৎ বঙ্গ (১ম ও ২য়)	,, দীনেশচন্দ্র সেন-ডি-লিট্ কবি-শেখর ১৩৪১।

	পুস্তকের নাম		লেখক বা সম্পাদকের নাম
৯৪।	অমিয় নিমাই চরিত	,,	শিশির কুমার ঘোষ।
৯৫।	ভারতের সাধনা	,,	ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ।
৯৬।	চান্দেলী	,,	হরিদাদ পালিত—১৩২২
৯৭।	সমাজ চিত্র	,,	নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী
৯৮।	পরিচয় (দক্ষিণ ফরিদপুর বিবরণ)		৺দীনবন্ধু চৌধুরী ১৩৪৪।
৯৯।	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রাজস্য চরিত্রম্	,,	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়।
১০০।	জাতীয় ভিত্তি	,,	নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
১০১।	গৌড় রাজ মালা	,,	রমাপ্রসাদ চন্দ।
১০২।	উপনিষদ্	,,	অনাথ তত্ত্ব ভূষণ—১৯২২
১০৩।	ছান্দ্যোগ্যোপনিষদ্	,,	,, ১৯২৫।
১০৪।	বৃহদারণ্যকোপনিষদ্	,,	নৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ—১ম সংস্করণ।
১০৫।	সেরপুর বা মৈমনসিংহ জেলার সেরপুর পরগণার বিবরণ		শ্রীহরচন্দ্র চৌধুরী।
১০৬।	উত্থানের পথ—১ম ভাগ ও উপক্রমণিকা খণ্ড	,,	মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন ১৩৪২।
১০৭।	বামণ পুরাণম্	,,	পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। ১৩১৪।
১০৮।	স্কন্দপুরাণম্	,,	মন্মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বিরচিতম্,
		,,	নবটর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩১৮।

প্রশংসা-পত্রসমূহ

১। "বৈশ্য-সচ্চাষী সমাজ" প্রণেতা—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মণ্ডল বি-এস্‌সি, এম্‌-এ-এ, মহাশয়ের রচিত "বঙ্গদেশের বৈশ্যবর্ণ" নামক গবেষণাটী পাঠ করিয়া আমি বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। ইহা দ্বারা বাঙ্গালা দেশের প্রকৃত বৈশ্যবর্ণ জাতির প্রকৃত পরিচয় আজ সমগ্র জগতের নিকট উদ্ভাসিত হইল। ইহা যে একখানি শ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয় গবেষণা—শুধু তাহাই নহে, ইহা কঠোর সাধনার, স্বার্থত্যাগের ও সৎসাহসিকতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, এবং ইহাতে যে, সমগ্র হিন্দু-সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন, সে বিষয় নিঃসন্দেহ।

গঙ্গার অর্থাৎ ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরস্থ অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে যাহারা সচ্চাষী বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা যে প্রকৃত সচ্চাষী অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী-জাতির লোক নহেন—তাহারা যে শূদ্রজাতীয় বা রজকশ্রেণীতুল্য লোক, তাহা একেবারে অকাট্য। এরূপ প্রতারকদিগের সংশ্রব হইতে নিজ সমাজের গৌরবরক্ষার প্রতিকারের জন্য বাঙ্গালার প্রকৃত অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষীকুল যেন সদাসর্ব্বদা যত্নবান থাকেন—ইহাই বাঞ্ছনীয়; নচেৎ হিন্দুসমাজ ও জনসাধারণের নিকট বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী জাতির অপদস্থ অবস্থা পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া অনিবার্য্য। দেশের বরেণ্য মণীষিদিগের কার্য্যের তুলনায়, লেখক মহাশয়ের এই কার্য্যটী কোন অংশে হীন নহে।

শ্রীমুরারীমোহন চট্টোপাধ্যায়
সহ-সম্পাদক—"আনন্দবাজার পত্রিকা"
এবং সম্পাদক—"স্বদেশ" ও "ভোটরঙ্গ"

২। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মণ্ডল মহাশয় লিখিত "বঙ্গদেশের বৈশ্যবর্ণ" নামক ইতিহাসখানির দ্বারা 'বঙ্গদেশে বৈশ্যবর্ণ নাই' বঙ্গমাতার এ কলঙ্ক আজ মুছিয়া গেল। আধুনিক যুগে ইঞ্জিনীয়ার এবং বৈজ্ঞানিকেরাই প্রায় সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে বরেণ্য হইয়াছেন এবং মণ্ডল মহাশয়ের এই গবেষণাটীও উক্ত সম্প্রদায়েরই গৌরব। বাঙ্গালা দেশের প্রকৃত বা বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষীর

প্রাচীনকালের লুপ্ত যশঃ যাহা আজ পুনরুদ্ধার হইল, তাহা যেন নিকৃষ্ট জাতীয় (বিশেষতঃ হাওড়া হুগ্‌লী জেলার) সচ্চাষী-নামধারী নকল সচ্চাষীর সংস্পর্শে পুনরায় যেন ভবিষ্যতে অপযশে পরিণত না হয়—এই বিষয়ে যত্নবান হওয়া জাতীয় ব্যক্তিবৃন্দের সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

.."নং ভট্টাচার্য্যপাড়া লেন, পালপাড়া বরাহনগর } শ্রীখগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, এ-এম্-ই-ই
২৪ পরগণা জেলার কংগ্রেস সভাপতি।

৩। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মণ্ডল, বি-এস্-সি, এম-এ-এ,
সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রেরিত "বৈশ্য-সচ্চাষী সমাজ" প্রবন্ধখানি পাইয়াছি। ইহা আমার অবশ্যই কাজে লাগিবে। আপনার বড় পুস্তক (বঙ্গদেশের বৈশ্যবর্ণ) প্রকাশিত হইলে দয়া করিয়া একখানা পাঠাইয়া দিবেন, তাহাও কাজে লাগাইব। আশা করি, আপনার সাহায্যে বঞ্চিত হইব না।

বিনীত
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক "ভারতবর্ষ"

৪। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মণ্ডল মহাশয়ের "বঙ্গদেশের বৈশ্যবর্ণ" নামক ইতিহাসখানি দেশের একটা উৎকৃষ্ট ও সারগর্ভ গবেষণা।

বাংলাদেশের প্রকৃত সৎচাষী জাতিই যে বৈশ্যবর্ণ তাহা শাস্ত্রোক্ত ইঁহার "কৃষিকার্য্যের" সংস্কারটীর দ্বারা স্বতঃই প্রমাণিত হইতেছে এবং এই জাতির সহিত দেশের অপরাপর বৈশ্যকামী জাতিবর্গের এবং অপশূদ্রগণের সৃষ্ট "নকল সচ্চাষীদের" যে বহুল পার্থক্য আছে, তাহা এই গ্রন্থখানি পাঠে জনসাধারণ নিশ্চয় স্বীকার করিবেন। এই গ্রন্থখানি বাংলার প্রকৃত অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষীকুলের গৌরব।

শ্রীমাখমলালচক্রবর্ত্তী (দেবশর্ম্মণঃ), A. M. I. S. E.
সম্পাদক—অখণ্ড সম্মিলনী (বৈদিক ধর্ম্ম সভা),
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য—ত্রিপুরা হিতসাধনী সভা,
ডিরেক্টার—শিল্পাশ্রম লিমিটেড্, কলিকাতা।
হাওড়া—৬ই জুন ১৯৪০

৫। আমার প্রতিবেশী বন্ধু শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মণ্ডলের প্রণীত "বঙ্গদেশের বৈশ্যবর্ণ" নামক পুস্তকখানি পড়িয়া গ্রন্থকারকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। নিজ কঠোর কর্ম্ম-জীবনের অবসর সময়ে অসংখ্য ধর্ম্মগ্রন্থ ও ইতিহাস আলোচনা দ্বারা স্বজাতির উন্নতিকল্পে তাঁহার এই সশ্রম সাধনা ও গবেষণার পরিচয় পাইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। তাঁহার গবেষণা শাস্ত্রমূলক ও তাঁহার যুক্তিসকল সারগর্ভ। বঙ্গভাষায় সংস্কার সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রন্থ আছে, বন্ধুবরের এই পুস্তকখানির ঐ সমস্ত গ্রন্থের পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্যতা নিশ্চয়ই আছে। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার উদ্দেশ্য ও সমাজের হিতার্থে এই প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হউক।

শ্রীবেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল,
উকিল, জজ্ কোর্ট—আলিপুর

৬। বন্ধুবর শ্রীবিভূতিভূষণ মণ্ডল, বি-এস্ সি, এম্-এ-এ, এ-এম্-আই এস্-ই, মহাশয় লিখিত "বঙ্গদেশের বৈশ্যবর্ণ" নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম। বঙ্গে প্রচলিত বিভিন্ন জাতির ইতিহাস সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থ পরিশ্রমসহকারে পাঠ করিয়া লেখক যে সমস্ত মাল মসলা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে তাহার উদ্যম ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। 'সচ্চাষী বা চাষাধব' জাতি যে বৈশ্য ও তাহার সহিত দেশের অপর জাতিবর্গের বিশেষতঃ নিকৃষ্ট-জাতীয় নকল সচ্চাষীর বহুল পার্থক্য যে আছে, তাহার প্রতিপাদনে যে সমস্ত প্রমাণ মণ্ডল-মহাশয় প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য ও বহু ক্ষেত্রে অকাট্য।

সাধারণতঃ, অধুনা আমরা পাশ্চাত্য প্রভাবে পড়িয়া আত্মবিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। এ সময়ে আমাদের স্বজাতির বহুমুখী ইতিহাস ও ঐতিহ্য যদি আলোচনা করি ও এতদ্বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্যের অবতারণা করি, তাহা হইলে কাহারও দুঃখিত হইবার কারণ থাকে না বা অন্য কোন জাতিকে আক্রমণ করা হইল বা কাহাকেও ছোট করা হইল বা

কাহাকেও বড় করা হইল এরূপ মনে করাও অন্যায়। প্রকৃত সচ্চাষী যে বৈশ্য, আমার মনে হয়, লেখক সর্ব্বপ্রথম এই বিষয়ে নিঃসন্দেহভাবে শাস্ত্রীয় মতোদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন; বিশেষতঃ এই জাতির 'কৃষিকার্য্যের' সংস্কারটী শাস্ত্রোক্ত একমাত্র প্রকৃত বৈশ্যবর্ণ জাতিরই নিদর্শন। আশা করি, তাঁহার এই চেষ্টার জন্য শুধু তাঁহার স্বজাতীয় ভ্রাতা ভগিনী কেন, সমগ্র বাঙ্গালীজাতিই তাঁহাকে উৎসাহিত করিবেন। জাতির বিভিন্ন শাখা প্রশাখার ঐতিহাসিক আলোচনা লিখিয়া বাঙ্গালী-জাতির ইতিহাস গড়িয়া তুলিবারই সহায়তা করিবে। দেহের কোন অংশই যেমন ঘৃণ্য নয়. পরন্তু স্বীয় কার্য্য দ্বারা মানবকে বাঁচাইয়া রাখে তেমনি ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন কাজে রত থাকিয়া সমাজ-দেহের পুষ্টিসাধন করিয়াই থাকে। এই দৃষ্টিতে জাতিতত্ত্ব আলোচনা করা আবশ্যক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, বি-এ ; কবিরত্ন।
সিঁথি, কাশীপুর কলিকাতা।

৭। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মণ্ডল মহাশয় লিখিত "বঙ্গদেশের বৈশ্যবর্ণ" নামক গবেষণামূলক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আমি পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। কালের অত্যাচারে বাঙ্গালার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিবাসী-বৃন্দের ইতিবৃত্ত আজি বহু স্থলেই অজ্ঞানতার ঘন তমসায় আবৃত। এই সমস্ত লুপ্তপ্রায় ইতিহাসের পুনরুদ্ধার যে কি বিপুল চেষ্টা সাপেক্ষ তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রবন্ধকার বহু গবেষণা ও দীর্ঘ অধ্যবসায় দ্বারা বাঙ্গালার প্রকৃত সচ্চাষী-সমাজের যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা স্বতঃই বাঙ্গালার সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

শ্রীসুধীর কুমার চক্রবর্ত্তী
B. S. (Worcester), M. S, (Michigan), A.M.M.E
(যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ পত্রিকাধ্যক্ষ ও অধ্যাপক)

৮। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মণ্ডল, বি-এস্-সি, এম্-এ-এ মহোদয় লিখিত "বৈশ্য-সচ্চাষী সমাজের" সুদীর্ঘ প্রবন্ধের ও "বঙ্গদেশের বৈশ্যবর্ণ"

নামক পুস্তকখানি অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলাম। মণ্ডল মহাশয়ের এই গবেষণা সুচিন্তিত এবং ঐতিহাসিক তথ্যসমন্বিত। তিনি সচ্চাষী-সমাজের বহু আচার, ও লুপ্তযশঃ উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের পঙ্ক উদ্ধার করিয়াছেন। এদেশের স্থান বিশেষের সচ্চাষীরা যে বৈশ্য জাতির লোক নহেন, তাহা তাঁহার সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে অবগত হইলাম। পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি স্বজাতির গৌরব-বৃদ্ধির জন্য যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহাতে যেন সাফল্যমণ্ডিত হন। আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, মণ্ডল মহাশয় উক্ত গবেষণাটী পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিলে বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন। তাহার এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য তাহকে অভিনন্দিত করা হইল।

তিব্বত্-পর্য্যটক—শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী
প্রাচ্য-প্রত্নতত্ত্ব-সাগর।
(আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা)
৩ নং বিডন রো, কলিকাতা।

৯। 'বৈশ্য-সচ্চাষী সমাজ' প্রণেতা শ্রীবিভূতিভূষণ মণ্ডল, বি-এস্-সি, এম্-এ-এ (এন্-সি-ই, বেঙ্গল) রচিত "বঙ্গদেশের বৈশ্যবর্ণ" নামক ইতিহাসখানি বাঙ্গালার প্রকৃত অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী-জাতির গৌরবস্বরূপ বঙ্গসাহিত্য সমাজে সর্ব্বপ্রথম পরিচায়ক গ্রন্থ। এরূপ গবেষণা যে, কঠোর তপস্যার, সৎসাহসিকতার, দৃঢ়তার ও বহু স্বার্থ-ত্যাগের নিদর্শন—তাহা সহজেই অনুমেয়। জাতির প্রাচীন কালের লুপ্ত গৌরব যে আজ পুনরুদ্ধার হইল এবং সচ্চাষী-নামধারী বা নামধেয় 'নকল সচ্চাষীরা' যে আদৌ বৈশ্য জাতির লোক নহেন—উহারা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন সম্প্রদায় ও ভিন্ন জাতীয় তাহা এই গ্রন্থখানি পাঠে সুধীজন মাত্রেই নিশ্চয় স্বীকার করিবেন। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ এবং দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদিগের পুস্তকসমূহ অবলম্বনে ও

তৎসহ গ্রন্থকারের নিজ গবেষণা শক্তির প্রয়োগে যে—এই ইতিহাসখানির জন্ম হইয়াছে—সে বিষয় নিঃসন্দেহ। সুতরাং আমি আশা করি, বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী-সমাজ এই ইতিহাসখানির মর্য্যাদা সংরক্ষণে পূর্ণমাত্রায় যত্নবান থাকিবেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাইক, এম্‌-বি।
কাশীপুর, কলিকাতা।

১০। আপনার (বৈশ্য-সচ্চাষী সমাজ) নামক প্রবন্ধ পাঠে সত্যই আনন্দ লাভ করিলাম। আপনি নিঃস্বার্থভাবে জাতির মঙ্গল-কামনার্থে যে এত পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন সেকারণ প্রকৃতই ধন্যবাদের পাত্র ও আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা যে বৈশ্য-জাতি ইহা একেবারে নির্ভুল ও খাঁটী সত্য। এমন কি, আমাদের জাতির নামই তাহার প্রকৃত অর্থ করিয়া সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ দূর করিয়াছে; সুতরাং আমরা যে, বৈশ্য-সচ্চাষী অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণের সচ্চাষী-জাতি ইহা সন্দেহাতীত। এক্ষণে গঙ্গার পশ্চিম পারস্থ সচ্চাষী-নামধারী বা নামধেয় জাতির বিষয় আলোচনায় আমার বক্তব্য এই যে, উহারা যে বৈশ্য-সচ্চাষী নহে তাহা নানারূপ কার্য্যকলাপ দ্বারা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু উহারা যদি এইভাবে সচ্চাষী-জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে থাকে কিম্বা উহাদের জাতির নাম পরিবর্ত্তন না করে—তবে সেটা আমাদেরই ক্ষতি ও আমাদেরই উন্নতির প্রতিবন্ধক।

আপনার বিশ্বস্ত
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ কাবাসী।
শ্যামবাজার, কলিকাতা।